বর্ষ ২২ । সংখ্যা ২৫৩ । জুলাই ২০১৭

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com

প্রতি মাসের
বাংলাদেশ ও বিশ্ব
SUPERIOR SUNY

মহাকাশে বাংলাদেশ
চাকরিতে জেলা কোটা পুনর্নির্ধারণ
বঙ্গবন্ধু দ্বীপ
বঙ্গোপসাগরে নতুন সম্ভাবনা
কাতার সংকটে অস্থির উপসাগর
সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত বিশ্ব
ব্রিটিশ নির্বাচন : ঝুলন্ত পার্লামেন্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি প্রত্যাহার
ফ্রান্সে নির্বাচন : রাজনৈতিক পট পরিবর্তন
BOILOVERS.COM
৬০ বছরে আণবিক শক্তি সংস্থা
জেরুজালেম যুদ্ধের ৫০ বছর

ইতিহাসের আয়নায় জুলাই
অ্যাসিরীয় সভ্যতার ইতিকথা

জাতীয়
বাজেট
২০১৭-২০১৮

উন্নয়নের মহাসড়কে
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭
শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬
SVRS রিপোর্ট ২০১৬

Job Solution
অগ্রণী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার
পূবালী ব্যাংক ট্রেইনি অ্যাসিস্টেন্ট টেলার

Job Zone
নন-ক্যাডার নিয়োগ মডেল
চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা টিপস
বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক-বীমা নিয়োগ টিপস

বিসিএস প্রস্তুতি
৩৭তম Real Viva
৩৮তম প্রিলিমিনারি বিষয়ভিত্তিক টিপস

Recent
General
Knowledge

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিষয়ভিত্তিক টিপস
মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি গাইডলাইন

PDF EDITED BY

MyMahbub.Com

More Books: MyMahbub.Com

বর্ষ ২২। সংখ্যা ২৫৩। জুলাই ২০১৭

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com
প্রতি মাসের
বাংলাদেশ ও বিশ্ব

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ মাহমুদ
জাকির হোসেন খোকন

সহকারী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন

গবেষক
গোলাম কিবরিয়া বিপু

সমন্বয়ক
মো. আলাল উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম
মো. ফজলুল হক, আরিফ খান মিরণ
মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

বিভাগীয় সম্পাদক
মোশারফ হোসেন প্রান্ত
বুলবুল আহমেদ, আনোয়ার আহমদ

সম্পাদনা সহকারী
ফরহাদ হোসেন, মাকসুদুর রহমান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

শিল্প নির্দেশক
হাফছা ইসলাম ও সানিয়া জিহা

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. মনির হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
মোসলেম উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ জিন্নাহ্
আবদুল করিম কাজল, মো. মনিরুল ইসলাম

দাম : বিশ টাকা

বিপণন
মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯, ০১৭১১ ১২০৭০১
অফিস ফোন : ৯৫৮৪৪৩৬
web : www.professorsbd.com
e-mail : ca@professorsbd.com
/profscurrentaffairs

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগে একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছে দেশ। হাওরের অকাল বন্যার পর ঘূর্ণিঝড় 'মোরা'র আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে উপকূল। এর ক্ষত সারতে না সারতেই পাহাড়ে ঘটেছে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এসব ঘটনায় আমরা শোকাহত।

চার লক্ষাধিক কোটি টাকার বিশাল বাজেট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ২০১৭-১৮ অর্থবছর। নতুন এ বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং সদ্য প্রকাশিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭' নিয়ে এ সংখ্যায় থাকছে বিশেষ আয়োজন।

সন্ত্রাসবাদের দৌরাত্ম্য আজ বিশ্বময়। সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা তার-ই জানান দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একাত্ম ও সোচ্চার হচ্ছে সকল দেশ। সন্ত্রাসে মদদ দেয়ার অভিযোগে সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ফলে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে উঠেছে উপসাগরীয় অঞ্চল। এসব নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে সবিস্তার আলোচনা। সে সাথে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নির্বাচন, ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি প্রত্যাহারসহ দেশ-বিদেশের নানা ঘটনা নিয়ে থাকছে বৈচিত্র্যময় আয়োজন।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিজেকে তৈরির সময় এখনই। তাই ভর্তি যুদ্ধের বন্ধুর পথ অতিক্রমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানে এ সংখ্যায় থাকছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির তৃতীয় পর্ব। আর মেডিকেল কলেজে ভর্তিচ্ছুদের জন্য রয়েছে 'মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি গাইডলাইন'।

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ৩৮তম বিসিএস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। ৩৮তম বিসিএস-এ অংশগ্রহণেচ্ছুদের জন্য রয়েছে বিষয়ভিত্তিক টিপস এবং ৩৭তম বিসিএস ভাইভা পরীক্ষার্থীদের জন্য Real Viva। এছাড়া জব জোন বিভাগে রয়েছে নন-ক্যাডার নিয়োগ মডেল, চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা টিপস এবং ব্যাংক-বীমা নিয়োগ টিপস। সে সাথে অগ্রণী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার এবং পূবালী ব্যাংক ট্রেইনি অ্যাসিস্টেন্ট টেলার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানসহ রয়েছে নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল বিভাগ।

পরিশেষে সকলের জীবনে অনাবিল সুখ-শান্তি নেমে আসুক, সাফল্য-সমৃদ্ধিতে মুছে যাক সকল হতাশা আর ব্যর্থতার গ্লানি—এ কামনায় আল্লাহ হাফেজ।

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন ৩৮/৩ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এ সংখ্যার সূচি

০৪ ॥ সংবাদ প্রতিদিন : জুন ২০১৭
০৬ ॥ সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
০৭ ॥ Recent General Knowledge
০৮ ॥ সাম্প্রতিক MCQ : জুন ২০১৭
১০ ॥ দৃষ্টিপাত : জুন ২০১৭
১৪ ॥ রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৭ ॥ বিনোদন জগৎ
১৮ ॥ বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ

১৯ ॥ পাহাড়ে মৃত্যুর বিভীষিকা
১৯ ॥ ভারত-চীন-রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি
১৯ ॥ চুয়েটে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর
২০ ॥ গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর
২০ ॥ বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু
২০ ॥ দ্বিতীয় ভৈরব রেলসেতু
২০ ॥ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট
২১ ॥ বাজারে নতুন নোট
২১ ॥ প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে সুইডেনে প্রধানমন্ত্রী
২১ ॥ বিশ্বের শক্তিশালী হ্যামার পদ্মায়
২১ ॥ ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' ও বাংলাদেশ
২২ ॥ খুলনা-কলকাতা রুটে ট্রেন
২২ ॥ আপটায় ১০,৬৭৭ পণ্যের শুল্ক সুবিধা
২২ ॥ প্রত্নতত্ত্বের খোঁজে : রোয়াইলবাড়ি দুর্গ ও ২০০ বছর আগের মুদ্রা
২৩ ॥ বঙ্গবন্ধু দ্বীপ : বঙ্গোপসাগরে নতুন সম্ভাবনা
২৩ ॥ আইন-আদালত
২৩ ॥ আমানতকারীর মৃত্যুতে নমিনিই পাবে অর্থ

সাত মহাদেশ

২৫ ॥ নতুন সম্রাট পাচ্ছে জাপান
২৫ ॥ হিমালয়ের কোলে : নতুন প্রধানমন্ত্রী ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প
২৫ ॥ ভারতের প্রথম ভূ-গর্ভস্থ টানেল
২৬ ॥ বিদেশে চীনের সামরিক ঘাঁটি
২৬ ॥ দুবাইয়ে প্রথম রোবট পুলিশ
২৬ ॥ সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত বিশ্ব
২৭ ॥ স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট : কাতালোনিয়া ও কুর্দিস্তান
২৭ ॥ গাদ্দাফি পুত্রের মুক্তি লাভ
২৭ ॥ জেরুজালেম যুদ্ধের ৫০ বছর
২৮ ॥ ইউরোপের বৃহত্তম প্রমোদতরী
২৮ ॥ ভারতীয় লিও আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী
২৮ ॥ লন্ডনে বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড
২৮ ॥ ভারতের গো-রাজনীতি
২৯ ॥ ফ্রান্সে নির্বাচন : রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
২৯ ॥ পানামা-তাইওয়ান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন
২৯ ॥ ইন্দোনেশিয়ায় কত দ্বীপ?
২৯ ॥ উত্তর কোরিয়া : ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা
৩০ ॥ মার্কিন মুলুকে ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি প্রত্যাহার
৩১ ॥ ব্রিটিশ নির্বাচন : ঝুলন্ত পার্লামেন্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
৩৩ ॥ কাতার সংকটে অস্থির উপসাগর
৩৪ ॥ ভারত পরিক্রমা
৩৫ ॥ মহাপ্রাচীরের দেশে
৩৭ ॥ সংস্থা-সংগঠন
৩৮ ॥ জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ
৪৩ ॥ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭
৪৯ ॥ ৩৭তম বিসিএস : Real Viva
৫০ ॥ ৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি বিষয়ভিত্তিক টিপস
৬২ ॥ নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার মডেল
৬৫ ॥ চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৭ প্রিলিমিনারি টেস্ট প্রস্তুতি
৬৮ ॥ ব্যাংক নিয়োগ প্রশ্ন সমাধান ও ব্যাংক-বিমা নিয়োগ প্রস্তুতি
৭৩ ॥ চাকরিতে জেলা কোটা পুনর্নির্ধারণ
৭৪ ॥ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি
৮১ ॥ মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি গাইডলাইন
৮২ ॥ Short Technic : সাধারণ জ্ঞানের সহজ কৌশল
৮৩ ॥ সঠিক তথ্যের সন্ধানে
৮৪ ॥ মহাকাশ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি
৮৭ ॥ রেকর্ড কর্নার
৮৮ ॥ ইতিহাসের আয়নায় জুলাই
৯০ ॥ খেলা
৯২ ॥ অ্যাসেরীয় সভ্যতার ইতিকথা
৯৪ ॥ ভিন্ন খবর

বাংলাদেশ ◆ ০১.০৬.২০১৭ | বৃহস্পতি

– দ্বিতীয় ধাপে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর।
– জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট পেশ।
– প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নির্দেশনা জারি করেন ওষুধ প্রশাসন।

আন্তর্জাতিক

– প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
– ভারতের তামিলনাড়ুতে দুটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।
– জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সম্রাট আকিহিতোর স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়ার বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।
– সাইবার সন্ত্রাস ও হ্যাকিংবিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে চীনে নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন কার্যকর।
– আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সংস্থাটির IAEA কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির '৬০ বছর পেরিয়ে : উন্নয়নে অবদান' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী সম্মেলন সমাপ্ত।
– বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থান সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া আরো নির্ভুল করার লক্ষ্যে 'মিচিবিকি-২' নামের একটি স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে জাপান।

আন্তর্জাতিক ◆ ০২.০৬.২০১৭ | শুক্র

– সিঙ্গাপুরে তিনদিনব্যাপী ১৬তম IISS Shangri-La Dialogue শুরু।
– নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বারবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করার কারণে উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার পরিধি বাড়ায় জাতিসংঘ।
– ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ওয়ার্ল্ড ম্যানিলা রিসোর্টে এক বন্দুকধারীর হামলায় ৩৭ জন নিহত।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৩.০৬.২০১৭ | শনি

— যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ৬ জন নিহত।
— মাল্টায় পার্লামেন্ট ও লেসেথোতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ◆ ০৪.০৬.২০১৭ | রবি

— তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু।
— যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' মহাকাশে উৎক্ষেপণ।

আন্তর্জাতিক

— বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য চায়না গেঝুবা গ্রুপ করপোরেশনের (CGGC) সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে নেপাল।

বাংলাদেশ ◆ ০৫.০৬.২০১৭ | সোম

— মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন-২০১৭' এর খসড়া অনুমোদিত।

আন্তর্জাতিক

— NATO'র ২৯তম সদস্যপদ লাভ করে বলকান রাষ্ট্র মন্টিনিগ্রো।
— পাঁচদিনব্যাপী জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলন নিউইয়র্কে শুরু।
— সৌদি আরবের সাথে সম্পাদিত দুটি অস্ত্র চুক্তিতে অনুমোদন প্রদান করে মার্কিন প্রশাসন।
— আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি ও সন্ত্রাসবাদ উসকে দেয়ার অভিযোগে কাতারের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশ।

বাংলাদেশ ◆ ০৬.০৬.২০১৭ | মঙ্গল

— জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে 'নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৭' পাস।

আন্তর্জাতিক

— চতুর্থবারের মতো নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শের বাহাদুর দেউবা।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৭.০৬.২০১৭ | বুধ

— নেপালের ৪০তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শের বাহাদুর দেউবা।
— ইরানের পার্লামেন্ট মজলিশে শূরার ভেতরে এবং অদূরে ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনির সমাধিতে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও গুলিতে অন্তত ১২ জন নিহত।
— শতাধিক যাত্রী নিয়ে মিয়ানমারের একটি সামরিক বিমান দেশটির দক্ষিণ উপকূলীয় মাইয়েক শহর থেকে ইয়াঙ্গুনে যাওয়ার পথে বিধ্বস্ত।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৮.০৬.২০১৭ | বৃহস্পতি

— যুক্তরাজ্যের আগাম সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।
— কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (SOC) দু'দিনব্যাপী ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৯.০৬.২০১৭ | শুক্র

— জাপানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সম্রাট আকিহিতোর স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়ার বিল পাস।
— সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)-এর সদস্যপদ লাভ করে ভারত ও পাকিস্তান।

আন্তর্জাতিক ◆ ১০.০৬.২০১৭ | শনি

— কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় তিন মাসব্যাপী World Expo 2017 শুরু।
— পাকিস্তানে প্রথম ব্ল্যাসফেমি আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে দেশটির কোনো আদালত।
— লিবিয়ার ক্ষমতাচ্যুত নেতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফ আল ইসলাম গাদ্দাফি জেল থেকে মুক্ত।

আন্তর্জাতিক ◆ ১১.০৬.২০১৭ | রবি

— ফ্রান্সে ১৫তম পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।
— স্বাধীনতা ঘোষণার নয় বছর পর অস্থিতিশীল কসোভোতে তৃতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
— ভিসামুক্ত ইউরোপে ইউক্রেনের প্রবেশাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর।
— যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার পক্ষে ভোট দেয় ক্যারিবীয় দ্বীপ পুয়ের্তো রিকোর জনগণ।

boighar.com

বাংলাদেশ ◆ ১২.০৬.২০১৭ | সোম

– মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের (APTA) দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত।

– রাজশাহীর তানোর উপজেলার ডাঙাপাড়া গ্রামে জঙ্গি আস্তানায় পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন রিবার্থ' সমাপ্ত।

আন্তর্জাতিক

– জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা UNESCO'র চারদিনব্যাপী ষষ্ঠ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা সম্মেলন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শুরু।

– তাইওয়ানের সাথে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পানামা।

– মধ্য আমেরিকার দেশ পানামার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিকার্ডো মার্টিনেল্লিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে গ্রেফতার করে মার্কিন প্রশাসন।

বাংলাদেশ ◆ ১৩.০৬.২০১৭ | মঙ্গল

– রাঙামাটিসহ পাঁচ পার্বত্য জেলায় পাহাড় ও ভূমিধসে দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু।

বাংলাদেশ ◆ ১৪.০৬.২০১৭ | বুধ

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনদিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে সুইডেন যান।

আন্তর্জাতিক

– যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনে ২৪ তলা গ্রেনফেল টাওয়ার ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু লোক হতাহত।

– সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি ব্যস্ত হোটেল ও সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুক হামলায় বহু হতাহত।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৫.০৬.২০১৭ | বৃহস্পতি

– রাশিয়া ও ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিল মার্কিন সিনেটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস।

– জাপানে সন্ত্রাস সংগঠনে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিতর্কিত আইন পাস।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৬.০৬.২০১৭ | শুক্র

– দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে AIIB'র তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক সভা শুরু।

– সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কিউবা নীতি বাতিল করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৭.০৬.২০১৭ | শনি

— রাশিয়ায় ১০ম ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ শুরু।

— ভারতের কেরালায় প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৮.০৬.২০১৭ | রবি

— ফ্রান্সে ১৫তম পার্লামেন্টারি নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

— চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে হারিয়ে অষ্টম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান।

বাংলাদেশ ◆ ২২.০৬.২০১৭ | বৃহস্পতি

— পবিত্র শবে কদর পালিত।

আন্তর্জাতিক

— বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কাউন্সিলের দু'দিনব্যাপী বৈঠক শুরু।

বাংলাদেশ ◆ ২৩.০৬.২০১৭ | শুক্র

— পবিত্র জুমাতুল বিদা পালিত।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৪.০৬.২০১৭ | শনি

— পাপুয়া নিউগিনিতে পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৫.০৬.২০১৭ | রবি

— আলবেনিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

— ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দু'দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র যান।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৬.০৬.২০১৭ | সোম

— মঙ্গোলিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ◆ ২৯.০৬.২০১৭ | বৃহস্পতি

— জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট পাস।

শীর্ষ খবর

০১ জুন : জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ।
: প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
০৪ জুন : বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' মহাকাশে উৎক্ষেপণ।
০৫ জুন : কাতারের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশ।
০৭ জুন : ইরানে প্রথমবারের মতো হামলা চালায় জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস।
১৩ জুন : রাঙামাটিসহ দেশের পাঁচ পার্বত্য জেলায় পাহাড় ও ভূমিধসে বহু লোক হতাহত।
১৪ জুন : যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনে ২৪ তলা গ্রেনফেল টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
১৬ জুন : ওবামার কিউবা নীতি বাতিল করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
১৮ জুন : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে হারিয়ে অষ্টম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান।
২৯ জুন : জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট পাস।

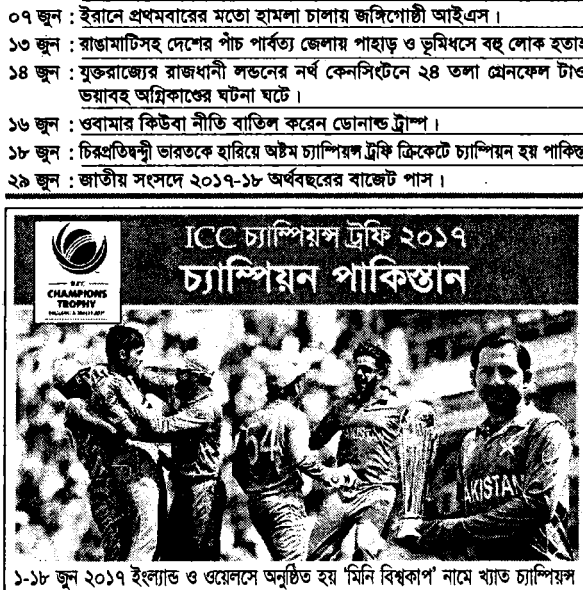

১-১৮ জুন ২০১৭ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত হয় 'মিনি বিশ্বকাপ' নামে খ্যাত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটের অষ্টম আসর। ১৮ জুন ২০১৭ ওভালে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দু'দল পাকিস্তান ও ভারত। ফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে ১৮০ রানের বিশাল ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জয় করে বিশ্ব ক্রিকেটের 'আনপ্রেডিক্টেবল টিম' হিসেবে পরিচিত **পাকিস্তান**।

সর্বাধিক রান : শিখর ধাওয়ান (ভারত); ৩৩৮ রান। সর্বাধিক উইকেট : হাসান আলী (পাকিস্তান); ১৩টি। সেরা ব্যাটিং : জো রুট (ইংল্যান্ড); ১৩৩* রান; বিপক্ষ বাংলাদেশ। সেরা বোলিং : জস হ্যাজেলউড (অস্ট্রেলিয়া); ৬/৫২; বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড।

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন : ১২ ডিজিটের কর শনাক্তকরণ নম্বর (Taxpayer Identification Number–TIN) কত ধরনের কাজের জন্য বাধ্যতামূলক?
উত্তর : ৩১টি।
প্রশ্ন : 'ক্রনাই কিং' কোন জাতের ফলের নাম?
উত্তর : আম।
প্রশ্ন : আম উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : অষ্টম।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে?
উত্তর : ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে।
প্রশ্ন : ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' (Mora) বাংলাদেশে আঘাত হানে কবে?
উত্তর : ৩০ মে ২০১৭; উৎপত্তি ২৮ মে ২০১৭।
প্রশ্ন : 'মোরা' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : থাই ভাষার শব্দ। Mora শব্দটির ইংরেজি অর্থ Star of the Sea। এর বাংলা অর্থ 'সাগরের তারা'।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে?
উত্তর : ১০৯টি; এর মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB)-এর নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩৮টি।
প্রশ্ন : জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতির ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয় কবে?
উত্তর : ৩১ মে ২০১৭।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাথে কতটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে?
উত্তর : ১৯৮টি। এর মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে ৭১টি দেশের সাথে। *[সূত্র : সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী]*
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সর্বাধিক বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে কোন দেশের সাথে?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটপণ্য বিশ্বের কতটি দেশে রপ্তানি করা হয়?
উত্তর : ১১৮টি। [সূত্র : সংসদে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী।]
প্রশ্ন : দেশের চতুর্থ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : সিলেটে।
প্রশ্ন : রোয়াইলবাড়ি দুর্গ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার আমতলা ইউনিয়নে।
প্রশ্ন : পদ্মা সেতু প্রকল্পের পাইলিং কাজে ব্যবহার করার জন্য আনা বিশ্বের শক্তিশালী হ্যামার IHC-300 কোন দেশের তৈরি?
উত্তর : জার্মানি।
প্রশ্ন : সম্প্রতি দেশের হাওরাঞ্চলে বন্যায় বিপুল পরিমাণ মাছ ও হাঁস মরে যাওয়ার নেপথ্যে ছিল—
উত্তর : নীল-সবুজ শৈবাল (*Blue-Green Algae*); বিজ্ঞানী মহলে এর জনপ্রিয় নাম 'সায়ানোব্যাকটেরিয়া'।
প্রশ্ন : লালনের গান বাংলা থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেন কে?
উত্তর : ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার মুচকুন্দ দুবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচক ২০১৬

প্রশ্ন : মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬১.৭৫ মিলিয়ন; ১ জানুয়ারি ২০১৭।
প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
উত্তর : ১.৩৭%।
প্রশ্ন : জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি) কত?
উত্তর : ১,০৯০ জন।
প্রশ্ন : সাক্ষরতার হার (৭+) কত?
উত্তর : ৭১.০%।
প্রশ্ন : প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর : ৭১.৬%।
প্রশ্ন : প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার কত?
উত্তর : ১৮.৭ জন।
প্রশ্ন : প্রতি হাজারে স্থূল মৃত্যুহার কত?
উত্তর : ৫.১ জন।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে ওবামার কিউবা নীতি বাতিল করেন?
উত্তর : ১৬ জুন ২০১৭।
প্রশ্ন : মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিমানঘাঁটির নাম কি?
উত্তর : আল উদেইদ বিমানঘাঁটি, কাতার।
প্রশ্ন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করে?
উত্তর : ১ জুন ২০১৭।
প্রশ্ন : এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর নাম কি?
উত্তর : ভূপেন হাজারিকা সেতু, ভারত; ৯.১৫ কিলোমিটার।
প্রশ্ন : চীন প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি নির্মাণ করে কোন দেশে?
উত্তর : জিবুতি'তে।
প্রশ্ন : ১৪ জুন ২০১৭ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের যে আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তার নাম কি?
উত্তর : গ্রেনফেল টাওয়ার।

রিপোর্ট-সমীক্ষা

প্রশ্ন : Global Finance Magazine-এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ ও সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
উত্তর : যথাক্রমে কাতার (১,২৯,৭২৬ মা. ড.) ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (৬৫৬ মা. ড.)।
প্রশ্ন : Global Finance Magazine-এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ৩,৮৯০ মা. ড.; বিশ্বে অবস্থান ১৪৩তম।
প্রশ্ন : ২০১৭ সালের বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : হন্ডুরাস; বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ।

ক্রীড়াজগৎ

প্রশ্ন : ২০১৬-১৭ সালের ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের চ্যাম্পিয়ন কোন দল?
উত্তর : গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স; রানার্সআপ প্রাইম দোলেশ্বর।
প্রশ্ন : ২০১৭ সালের ২৯তম ফেডারেশন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন কোন দল?
উত্তর : ঢাকা আবাহনী; রানার্সআপ চট্টগ্রাম আবাহনী।
প্রশ্ন : ২০১৭ সালের ফরাসি ওপেনের মহিলা এককে শিরোপা লাভ করেন কে?
উত্তর : ইয়েলেনা ওস্তাপেংকো (লাটভিয়া)।
প্রশ্ন : ২০১৭ সালের ফরাসি ওপেনের পুরুষ এককে শিরোপা লাভ করেন কে?
উত্তর : রাফায়েল নাদাল (স্পেন)।

Recent Abbreviation

- BLP— Basic Literacy Project.
- GSLV— Geosynchronous Satellite Launch Vehicle.

Recent General Knowledge

- What is 'Mora'?
- 'Mora' is the name of a cyclone, which hit the southern part of Bangladesh on 30 May 2017. It is a Thai word, which means 'Star of the Sea'.
- When did President Donald Trump announce America's abandonment of the Paris Climate Deal?
- 01 June 2017.
- Which Bengali film competed at the 39th Moscow Int'l Film Festival?
- Doob (No Bed of Roses); directed by Mostofa Sarwar Farooki.
- When have top Arab Nations including Saudi Arab cut diplomatic ties with Qatar?
- 5 June 2017.
- Which nations have cut diplomatic ties with Qatar in 5 June 2017?
- Saudi Arab, Egypt, Bahrain, the United Arab Emirates (UAE), Yemen, Libya and the Maldives.
- What is the amount of national budget for Fiscal Year 2017-18?
- Tk. 4,00,266 crore.
- From when in Bangladesh has a single and uniform VAT rate been implemented?
- 1 July 2017.
- What is the rank of Bangladesh in world's top 10 countries most affected by extreme weather events in the last 20 years as per Global Climate Risk Index 2017 by Germanwatch?
- 6th.
- Who is the first Bengali actor, who has been chosen for France's highest civilian honour, Legion of Honour?
- Soumitra Chatterjee.
- What is the name of the first unseeded player to lift French Open title in the open era and the first Latvian major champion in history?
- Jelena Ostapenko (2017).
- Which country has recently test the Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)?
- USA. It is the first live-fire test against a simulated ICBM for the Ground-Based Missile Defense.
- Which probe has the National Aeronautics and Space Administration (NASA) planned to launch in 2018?
- The NASA has planned to launch Parker Solar Probe in the summer of 2018 to explore the sun's atmosphere. This will be NASA's first mission to the sun and its outermost atmosphere Corona.
- Which country launched cybersecurity law to ensure its national security, amid criticism from foreign companies?
- China.
- Who has built the world's largest plane to launch rockets into space?
- Microsoft Co-founder Paul Allen announced publicly about the invention of the world's largest aircraft with a 385-feet wingspan, capable of launching rockets.
- What is the new name of West Indies cricket team?
- WINDIES.
- Which countries are elected as the non-permanent members of the UNSC Members recently?
- The UN General Assembly has elected Cote D'Ivoire, Equatorial Guinea, Kuwait, Poland and Peru as the non-permanent members of the Security Council for a two-year term from 1 January 2018.
- Which country is in the top position of Global Retail Development Index of the year 2017?
- India (among 30 developing countries).
- Which team won the Union of European Football Associations (UEFA) Champions League in 2016-17 season?
- Real Madrid. They defeated Juventus.
- What is the theme of World Environment Day 2017?
- Connecting People to Nature.
- What is the total allocation for Education & Technology in Annual Budget 2017-18?
- Tk. 65,643 crore which is the highest allocation in this budget.
- Which country has become the 29th member of North Atlantic Treaty Organization (NATO)?
- Montenegro; June 2017.
- Which nation bans the metal mining recently?
- Central America's smallest nation El Salvador is the first country in the world to ban metal mining nationwide.
- Who has been elected as the 40th Prime Minister of Nepal?
- Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba has been elected as the 40th Prime Minister of Nepal on 6 June 2017.
- Which countries are considered as the top prospective destinations for Foreign Direct Investment (FDI), predicted by UNCTAD in its annual report on investment recently?
- US, China and India.
- How many events are included in the 2020 Olympics, Tokyo?
- The International Olympic Committee's (IOC) Executive Board added 15 new events for the 2020 Olympics to be held in Tokyo. It would raise to 321 events, from 306 at Rio 2016.
- What is the name of the planet which is discovered as the hottest known planet located 650 light years away from Earth?
- KELT-9B.
- When was the first Ocean Conference held?
- The United Nations Ocean Conference was held on 5-9 June 2017.
- Which company launched the world's smallest and most affordable private jet in the world?
- United States based aviation company 'Cirrus Aircraft' launched the smallest and the most affordable private jet, called 'Vision Jet'.
- Who won the FIFA U-20 World Cup?
- England. They defeated Venezuela.
- Which country has launched the first women's (all-women) TV channel recently?
- First women's TV channel Zan TV has been recently launched in Afghanistan.

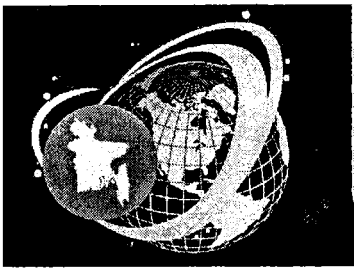

সাম্প্রতিক MCQ

বাংলাদেশ

১. ১ জুন ২০১৭ বাংলাদেশের কোন কূটনীতিক প্রথম সিনিয়র সচিবের মর্যাদা লাভ করেন?
(ক) ইসমাত জাহান (খ) তাহমিনা হক ডলি
(গ) জাকিয়া আকতার (ঘ) মাহমুদা হক চৌধুরী

২. বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট-এর নাম কি?
(ক) ব্র্যাক অন্বেষা (খ) আশা অন্বেষা
(গ) গ্রামীণ অন্বেষা (ঘ) প্রশিকা অন্বেষা

৩. বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয় কবে?
(ক) ৪ জুন ২০১৭ (খ) ৫ জুন ২০১৭
(গ) ৬ জুন ২০১৭ (ঘ) ৭ জুন ২০১৭

৪. জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস কবে?
(ক) ২২ অক্টোবর (খ) ২৩ অক্টোবর
(গ) ২৪ অক্টোবর (ঘ) ২৫ অক্টোবর

শিক্ষা

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'আহমদ শরীফ অধ্যাপক চেয়ার' পদে প্রথম নিয়োগ পান কে?
(ক) সেলিনা হোসেন (খ) অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান
(গ) ড. সন্‌জীদা খাতুন (ঘ) অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

৬. বর্তমানে দেশে কার্যক্রম চলছে এমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
(ক) ৩৭টি (খ) ৩৮টি
(গ) ৩৯টি (ঘ) ৪০টি

৭. দেশের ৪০তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
(ক) চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৮. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে?
(ক) অধ্যাপক মাসুম হাবিব (খ) অধ্যাপক ইসমাইল খান
(গ) অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন (ঘ) অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

৯. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
(ক) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (খ) শিলাইদহ, কুষ্টিয়া
(গ) পতিসর, নওগাঁ (ঘ) দক্ষিণডিহি, খুলনা

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮

১০. কততম বাজেট?
(ক) ৪৭তম (খ) ৪৮তম (গ) ৪৯তম (ঘ) ৫০তম

১১. বাজেটের মোট পরিমাণ কত?
(ক) ৪,০০,২৬৬ কোটি টাকা (খ) ৪,০০,২৭৭ কোটি টাকা
(গ) ৪,০০,২৮৮ কোটি টাকা (ঘ) ৪,০০,২৯৯ কোটি টাকা

১২. সাধারণ করমুক্ত আয়সীমা কত?
(ক) ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা (খ) ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা
(গ) ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা (ঘ) ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা

১৩. নারী ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা কত?
(ক) ২ লাখ টাকা (খ) ৩ লাখ টাকা
(গ) ৪ লাখ টাকা (ঘ) ৫ লাখ টাকা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭

১৪. জনসংখ্যা (২০১৫) কত?
(ক) ১৫.১৭ কোটি (খ) ১৫.৯৯ কোটি
(গ) ১৫.৮৯ কোটি (ঘ) ১৬.০১ কোটি

১৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
(ক) ১.৩৬% (খ) ১.৩৭%
(গ) ১.৩৮% (ঘ) ১.৩৯%

১৬. জনসংখ্যার ঘনত্ব/প্রতি বর্গ কি.মি. কত?
(ক) ১০৬৭ জন (খ) ১০৭৭ জন
(গ) ১০৮৮ জন (ঘ) ১০৯৯ জন

১৭. প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?
(ক) ৭০.৬ বছর (খ) ৭০.৭ বছর
(গ) ৭০.৮ বছর (ঘ) ৭০.৯ বছর

১৮. সাধারণ অর্থ বিভাগের (GED) প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা কত?
(ক) ২৩.৫% (খ) ২৪.৫%
(গ) ২৫.৫% (ঘ) ২৬.৫%

১৯. সাধারণ অর্থ বিভাগের (GED) প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, দারিদ্র্যের নিম্নসীমা কত?
(ক) ৯.১% (খ) ১০.১%
(গ) ১১.১% (ঘ) ১২.১%

২০. মাথাপিছু আয় কত?
(ক) ১৬০২ মা. ড. (খ) ১৬০৪ মা. ড.
(গ) ১৬০৬ মা. ড. (ঘ) ১৬০৮ মা. ড.

২১. সাক্ষরতার হার (৭+) কত?
(ক) ৬২.৬% (খ) ৬৩.৬%
(গ) ৬৪.৬% (ঘ) ৬৫.৬%

আন্তর্জাতিক

২২. নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
(ক) কুল বাহাদুর গুরুং (খ) বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারী
(গ) শের বাহাদুর দেউবা (ঘ) পুষ্প কমল দহল

২৩. ৭ জুন ২০১৭ সার্কের চেয়ারপারসন পদে স্থলাভিষিক্ত হন কে?
(ক) কুল বাহাদুর গুরুং (খ) বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারী
(গ) শের বাহাদুর দেউবা (ঘ) পুষ্প কমল দহল

সমাধান

MCQ	
১	ক
২	ক
৩	ক
৪	ক
৫	গ
৬	ঘ
৭	গ
৮	ঘ
৯	ক
১০	ক
১১	ক
১২	ক
১৩	খ
১৪	গ
১৫	খ
১৬	খ
১৭	ঘ
১৮	ক
১৯	ঘ
২০	ক
২১	খ
২২	গ
২৩	গ

boighar.com

২৪. ৫ জুন ২০১৭ ভারত মহাকাশে কোন রকেটটি উৎক্ষেপণ করে?
ক GSLV Mark I খ GSLV Mark II
গ GSLV Mark III ঘ GSLV Mark IV

২৫. ৩১ মে ২০১৭ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন কে?
ক পিটার থমসন (ফিজি) খ ময়েন লিকেটফটস (ডেনমার্ক)
গ মিরোস্লাভ লাজকাক (স্লোভাকিয়া) ঘ ভুক জেরেমিক (সার্বিয়া)

সংস্থার সদস্য

২৬. OPEC'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১৪টি খ ১৫টি
গ ১৬টি ঘ ১৭টি

২৭. ২৫ মে ২০১৭ কোন দেশ OPEC'র ১৪তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক রাশিয়া খ গ্যাবন
গ ইন্দোনেশিয়া ঘ নিরক্ষীয় গিনি

২৮. সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৮টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ১১টি

২৯. ৯ জুন ২০১৭ কোন দেশ SCO'র সদস্যপদ লাভ করে?
ক আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান খ ইরান ও মঙ্গোলিয়া
গ আফগানিস্তান ও বেলারুশ ঘ ভারত ও পাকিস্তান

৩০. AIIB'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৪৭টি খ ৫৭টি
গ ৬৭টি ঘ ৭৭টি

৩১. NATO'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ২৭টি খ ২৮টি
গ ২৯টি ঘ ৩০টি

৩২. ৫ জুন ২০১৭ কোন দেশ NATO'র ২৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক কসোভো খ সার্বিয়া
গ বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা ঘ মন্টিনিগ্রো

বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ২০১৭

৩৩. প্রতি হাজারে HIV আক্রান্তে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক লেসেথো খ সোয়াজিল্যান্ড
গ বতসোয়ানা ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা

৩৪. বাংলাদেশে প্রতি হাজারে HIV আক্রান্ত কতজন?
ক ০.০১ খ ০.০২
গ ০.০৩ ঘ ০.০৪

৩৫. প্রতি লাখে যক্ষ্মা আক্রান্তে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক লেসেথো খ সোয়াজিল্যান্ড
গ বতসোয়ানা ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা

৩৬. প্রতি হাজারে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক লেসেথো খ মালি
গ বতসোয়ানা ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা

৩৭. প্রতি লাখে আত্মহত্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক শ্রীলঙ্কা খ দক্ষিণ কোরিয়া
গ লিথুয়ানিয়া ঘ সুদান

৩৮. প্রতি লাখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক ভেনিজুয়েলা খ থাইল্যান্ড
গ ভিয়েতনাম ঘ মালাবি

৩৯. বাংলাদেশে প্রতি লাখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কতজনের?
ক ১৩.৬ খ ১৫.১
গ ১৫.৩ ঘ ১৬.৬

বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০১৭

৪০. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ হংকং
গ চীন ঘ আয়ারল্যান্ড

৪১. কোন দেশ বিশ্বে সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ হংকং
গ চীন ঘ আয়ারল্যান্ড

৪২. বাংলাদেশে কোন খাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ হয়েছে?
ক টেলিকমিউনিকেশন খ বিদ্যুৎ
গ ব্যাংকিং ঘ গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম

৪৩. বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সিঙ্গাপুর খ যুক্তরাজ্য
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ দক্ষিণ কোরিয়া

সম্মেলন

৪৪. ১৭তম সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৭-৮ জুন ২০১৭ খ ৮-৯ জুন ২০১৭
গ ১০-১১ জুন ২০১৭ ঘ ১২-১৩ জুন ২০১৭

৪৫. ১৭তম SCO শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক বেইজিং, চীন খ মস্কো, রাশিয়া
গ দুশানবে, তাজিকিস্তান ঘ আস্তানা, কাজাখস্তান

৪৬. ১২তম G-20 শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ৭-৮ জুলাই ২০১৭ খ ৮-৯ জুলাই ২০১৭
গ ১০-১১ জুলাই ২০১৭ ঘ ১২-১৩ জুলাই ২০১৭

৪৭. ১২তম G-20 শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক বেইজিং, চীন খ মস্কো, রাশিয়া
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ হামবুর্গ, জার্মানি

পদক-পুরস্কার

৪৮. ২০১৭ সালে অষ্টম ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ডেভিড গ্রসম্যান (ইসরাইল) খ ইসমাইল কাদের (আলবেনিয়া)
গ এলিস মুন্ডো (কানাডা) ঘ ফিলিপ রড (যুক্তরাজ্য)

৪৯. কোন গ্রন্থের জন্য ডেভিড গ্রসম্যান ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার লাভ করেন?
ক The Book of Intimate Grammar
খ A Horse Walks Into a Bar
গ The Zigzag Kid ঘ Be My Knife

সাহিত্য-সংস্কৃতি

৫০. The Ministry of Utmost Happiness উপন্যাসের লেখক কে?
ক অরুন্ধতী রায় খ সালমান রুশদি
গ ঝুম্পা লাহিড়ী ঘ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সমাধান

MCQ
২৪ গ
২৫ গ
২৬ ক
২৭ ঘ
২৮ ক
২৯ ঘ
৩০ ঘ
৩১ গ
৩২ ঘ
৩৩ খ
৩৪ ক
৩৫ ঘ
৩৬ খ
৩৭ ক
৩৮ ক
৩৯ ক
৪০ ক
৪১ ক
৪২ ক
৪৩ ক
৪৪ খ
৪৫ ঘ
৪৬ খ
৪৭ ঘ
৪৮ ক
৪৯ খ
৫০ ক

নতুন মুখ

বাংলাদেশ

উপাচার্য

- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) : প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ; নিয়োগ ১ জুন ২০১৭। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য।
- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় : ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ; নিয়োগ ১১ জুন ২০১৭। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুকৃবি) : ড. মো. গিয়াসউদ্দীন মিয়া; নিয়োগ ১১ জুন ২০১৭।

বিবিধ

- সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় : ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার; নিয়োগ ২৮ মে ২০১৭।
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল : বেগম শাহীন আহমেদ চৌধুরী; নিয়োগ ২৮ মে ২০১৭। তিনি ভারপ্রাপ্ত সচিব পদমর্যাদায় নিযুক্ত হন।
- পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট : মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লা।
- অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) : ডা. খান আবুল কালাম আজাদ; নিয়োগ ১২ জুন ২০১৭।
- ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত : মো. জুলফিকার রহমান; নিয়োগ ১২ জুন ২০১৭।

COL সদস্য শিক্ষামন্ত্রী

১৫-১৬ জুন ২০১৭ কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ অব লার্নিং-এর (COL) ৩৪তম বোর্ড অব গভর্নর্সের সভা। ১৬ জুন ২০১৭ মনোনীত করা হয় ৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি। কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সিনিয়র সচিব মর্যাদায় প্রথম কূটনীতিক

১ জুন ২০১৭ পেশাদার কূটনীতিক ইসমাত জাহানকে সিনিয়র সচিবের মর্যাদা দিয়ে আদেশ জারি করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম কোনো কর্মকর্তা হিসেবে তিনি এ পদোন্নতি লাভ করেন। ২ জুন ২০১৭ তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে যান।

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- আলবেনিয়া : ইলির মেটা (Ilir Meta); দায়িত্ব গ্রহণ ২৪ জুলাই ২০১৭।
- ভানুয়াতু : এসমন সায়মন; দায়িত্ব গ্রহণ ১৭ জুন ২০১৭। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী

- আলজেরিয়া : আবদেলমজীদ তাব্বোনি; দায়িত্ব গ্রহণ ২৫ মে ২০১৭।
- দক্ষিণ কোরিয়া : লি নাক-ইয়েন; দায়িত্ব গ্রহণ ৩১ মে ২০১৭।
- সার্বিয়া : আনা বার্নাভিচ; দায়িত্ব গ্রহণ জুন ২০১৭। তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।

বিবিধ

- প্রতিরক্ষামন্ত্রী, দ. কোরিয়া : সং ইয়ং মো। তিনি দেশটির নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান।

CPJ'র নয়া চেয়ারপারসন

বিশ্বব্যাপী কর্মরত সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে কাজ করা নিউইয়র্কভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (CPJ)-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন হন এপি'র সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ক্যাথলিন ক্যারল। সান্দ্রা মিমস রোয়ের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি।

সম্মেলন-বৈঠক

SPIEF

St. Petersburg International Economic Forum

আয়োজন : ২১তম। সময়কাল : ১-৩ জুন ২০১৭। স্থান : সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া।

– সম্মেলনে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচিত হয়।

SLD

Shangri-La Dialogue

আয়োজন : ১৬তম। সময়কাল : ২-৪ জুন ২০১৭। স্থান : সিঙ্গাপুর।

জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলন

সময়কাল : ৫-৯ জুন ২০১৭। স্থান : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

SCO সম্মেলন

Shanghai Cooperation Organisation

আয়োজন : ১৭তম। সময়কাল : ৮-৯ জুন ২০১৭। স্থান : আস্তানা, কাজাখস্তান।

AIIB'র বার্ষিক সভা

Asian Infrastructure Investment Bank

সময়কাল : ১৬-১৮ জুন ২০১৭। স্থান : জেজু দ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া। আয়োজন : দ্বিতীয়।

AIIB | AIIB 2017 Jeju Korea

– চীনা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত AIIB'র বার্ষিক সভা প্রথমবারের মতো চীনের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়।

UNESCO সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা সম্মেলন

আয়োজন : ৬ষ্ঠ। সময়কাল : ১২-১৫ জুন ২০১৭। স্থান : প্যারিস, ফ্রান্স।

ILC

International Labour Conference

আয়োজন : ১০৬তম। সময়কাল : ৫-১৬ জুন ২০১৭। স্থান : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

লোকান্তরে

- **কনস্টান্টিনোস মিতেসোতাকিস** (৩১ অক্টোবর ১৯১৮–২৯ মে ২০১৭) : গ্রিসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯০-৯৩ সময়কালে তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- **আদনান খাসোগি** (২৫ জুলাই ১৯৩৫–০৬ জুন ২০১৭) : সৌদি বিলিয়নার ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। তিনি বিশ্বে অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত।
- **অ্যাডাম ওয়েস্ট** (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৮–০৯ জুন ২০১৭) : 'ব্যাটম্যান' তারকা অভিনেতা।
- **ফাদার জেমস বেনাস** (১৯৩০-২৫ মে ২০১৭) : নটর ডেম কলেজের পাঁচ দশকের খ্যাতনামা শিক্ষক। তার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে।
- **বিচারপতি লতিফুর রহমান** (০১ মার্চ ১৯৩৬–০৬ জুন ২০১৭) : সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তার জন্ম যশোর। ১ জানুয়ারি ২০০০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তিনি দেশের দশম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ জুলাই ২০০১ তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- **ম্যানুয়েল নরিয়েগা** (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪–২৯ মে ২০১৭) : পানামার সাবেক সামরিক শাসক ও একনায়ক। তিনি 'পানামার লৌহমানব' নামে পরিচিত।
- **গাজী শাহাবুদ্দিন** (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯–৯ জুন ২০১৭) : দেশে রুচিশীল পাঠক তৈরির অন্যতম কারিগর, বিলুপ্ত ম্যাগাজিন 'সচিত্র সন্ধানী'র প্রকাশক ও সম্পাদক।
- **বাবাটুন্ডে ওসোতিমেহিন** (০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯–০৪ জুন ২০১৭) : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (UNFPA) নির্বাহী পরিচালক। দীর্ঘদিন নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বাবাটুন্ডে ১ জানুয়ারি ২০১১ UNFPA'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
- **হেলমুট কোল** (৩ এপ্রিল ১৯৩০–১৬ জুন ২০১৬) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভক্ত জার্মানি এবং ইউরোপীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার অন্যতম স্থপতি। নব্বই পরবর্তী সারা বিশ্বে হেলমুট কোলকে 'নিউ জার্মানি পুনঃএকত্রীকরণের চ্যান্সেলর' বলে অভিহিত করা হতো।

- **মলি পিটার্স** (১৫ মার্চ ১৯৪২–৩০ মে ২০১৭) : প্রথম 'বন্ড কন্যা' নামে পরিচিত। ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় বিখ্যাত জেমস বন্ড সিরিজের চতুর্থ ছবি 'থান্ডারবল'। সেখানে 'বন্ড কন্যা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি।
- **বন্ডউইন লন্ডেল** (১৯৫০–১৭ জুন ২০১৭) : ভানুয়াতুর প্রেসিডেন্ট। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে মৃত্যু অবধি তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

গ্রন্থ-কানন

- Trained to Kill : The Inside Story of CIA Plots Against Castro, Kennedy and Che ➢ সাংবাদিক কার্লোস হ্যারিসনের সহযোগিতায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA'র সাবেক গুপ্তচর অ্যান্তোনিও ভেসিয়ানার লেখা গ্রন্থ।
- The Prisoner in his Palace : Saddam Hussein, his American Guards and What History Leaves Untold ➢ মৃত্যুর আগে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কাধিমিয়া কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকা দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাটানো দিনগুলো নিয়ে মার্কিন কারারক্ষী উইল বার্ডেন ওয়ারপারের লেখা গ্রন্থ।

অরুন্ধতী রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস

৬ জুন ২০১৭ বাজারে আসে বুকারজয়ী প্রথম ভারতীয় নারী লেখক অরুন্ধতী রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস The Ministry of Utmost Happiness। তার প্রথম উপন্যাস The God of Small Things-এর ২০ বছর পর দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য পুরস্কার

ও'হেনরি পুরস্কার

১৯১৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সাময়িকীতে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লেখা ছোটগল্পের সাহিত্য মূল্যের বিচারে দেয়া হয় *ও'হেনরি সাহিত্য পুরস্কার*। ২৬ মে ২০১৭ ঘোষণা করা হয় ৯৯তম *ও'হেনরি সাহিত্য পুরস্কার*। এবার সাহিত্যের সম্মানজনক এ পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তাহমিমা আনামসহ বিশ্বের ২০ লেখক। Garments গল্পের জন্য তাহমিমা আনাম এ পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৮ সালে কমনওয়েলথ লেখক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি।

ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল

সারা বিশ্বের জীবিত লেখকদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্বসাহিত্যের সম্মানজনক পুরস্কার 'ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল'। এ পুরস্কার প্রথম দেয়া হয় ২০০৫ সালে। A Horse Walks Into a Bar উপন্যাসের জন্য ২০১৭ সালের ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার লাভ করেন ইসরাইলের ডেভিড গ্রসম্যান। উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন জেসিকা কোহেন। ডেভিড গ্রসম্যান প্রথম ইসরাইলি হিসেবে এ পুরস্কার লাভ করেন।

বিনোদন-সংস্কৃতি

- Foodicious Dhaka : পুরনো ঢাকার খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে নির্মিতব্য প্রামাণ্যচিত্র। এর বাংলা শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ঢাক্কাই খানা'। নির্মাতা মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল।

- ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল : ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়া ও তার দাস আবদুল করিমের গোপন প্রেম নিয়ে নির্মিত ছবি। মুক্তিকাল ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭। ছবিতে ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে অভিনয় করেন জুডি ডেঞ্চ ও আবদুল করিমের ভূমিকায় অভিনয় করেন আলি ফাজল।
- উত্তরপুরুষ : বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ রচিত উপন্যাস 'শঙ্খনীল দাস স্মরণ সংখ্যা' অবলম্বনে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র। এর নির্মাতা দীপান্ত সরকার।
- অনুশোচনা : ভেজালবিরোধী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। মামুন মাহাদীর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় এ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখেন ও পরিচালনা করেন শরিফুল ইসলাম শামীম।

পদক-সম্মাননা

কুইন'স ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড

মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অবদানের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর অর্ধশতাধিক তরুণের সাথে ২০১৭ সালের কুইন'স ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন দুই বাংলাদেশি। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর হাজার হাজার তরুণের মধ্য থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের বাছাই করা হয়। ২৯ জুন ২০১৭ লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। পুরস্কারপ্রাপ্ত দুই বাংলাদেশি হলেন— সাজিদ ইকবাল ও রাহাত হোসাইন। এর মধ্যে সাজিদ বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালি পরিবেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়ানোর কাজে অবদান রাখেন। আর রাহাত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশে দুর্যোগকালীন জরুরি ত্রাণ সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থার উন্নতিতে কাজ করছেন। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৮-২৯ বছর বয়সীদের জন্য ২০১৪ সালে প্রবর্তিত কুইন'স ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ সালে শেষবারের মতো দেয়া হবে।

সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব

১৫ জুন ২০১৭ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাখতুম নলেজ ফাউন্ডেশন ১০ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়। তারা বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, গাম্বিয়া, সৌদি আরব, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, রুয়ান্ডা ও মিসরের নাগরিক।

একই সাথে সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা এবং দাতব্য কাজে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে সৌদি বাদশা সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদকে দেয়া হয় সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্বের সম্মাননা।

ব্রিটেনে সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত পাঁচ বাংলাদেশি

ব্রিটেনের রানীর জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পাঁচজন ব্রিটিশ বাংলাদেশিকে সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত করা হয়। তারা হলেন— ব্যাংকার সুলতান আহমদ চৌধুরী, কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার, শেফ টমি মিয়া, আর্টিকেল ১৯-এর তাহমিনা রহমান ও আসিফ আনওয়ার আহমদ। এদের মধ্যে সুলতান অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (ওবিই); জব্বার, টমি ও তাহমিনা মেম্বার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (এমবিই) এবং আসিফ আনওয়ার অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড সেন্ট জর্জ (সিএমজি) খেতাবে ভূষিত হন।

প্রতি বছর দুই দফায় কয়েকশ' ব্যক্তিকে বিভিন্ন মর্যাদার সম্মাননা দেন ব্রিটিশ রানী। এবার সম্মাননা দেয়া হয় মোট ১,১০৯ জনকে।

বঙ্গবন্ধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কার

২০১৭ সালের Bangabandhu Award for Wildlife Conservation লাভ করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠান।

ক্যাটাগরি	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি	আতাউর রহমান কাজল, সাংবাদিক
বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা	ড. শফিক হায়দার চৌধুরী, প্রফেসর (অব.) প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান	ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম

জাতীয় পরিবেশ পদক

২০১৭ সালের জাতীয় পরিবেশ পদক লাভ করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।

ক্যাটাগরি	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
ব্যক্তিগত পর্যায়	
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	ড. গাজী মো. সাইফুজ্জামান; জেলা প্রশাসক, বরিশাল
পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার	জনাব মোকারম হোসেন, প্রকৃতিপ্রেমী
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লি.

দিবস-প্রতিপাদ্য

০১ : বিশ্ব দুগ্ধ দিবস। প্রতিপাদ্য– দুধ পানের অভ্যাস করি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি।
: বিশ্ব মাতাপিতা দিবস।
: আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।
০৩ : বিশ্ব মুগুর-পা (Club-Foot) দিবস।
: অগ্নি-সচেতনতা দিবস।
০৪ : আগ্রাসনের শিকার শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস।
০৫ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিপাদ্য— পরিবেশের সাথে মানুষের সংযুক্তি : নগরে এবং স্থলভূমিতে, মেরু অঞ্চল থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত।।
০৭ : ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস।
০৮ : বিশ্ব সমুদ্র দিবস।
: বিশ্ব ব্রেইন টিউমার দিবস।
০৯ : বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস। প্রতিপাদ্য— অ্যাক্রেডিটেশন : নির্মাণ এবং নির্মিত পরিবেশে আস্থা প্রকাশ।
১২ : বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের মধ্যে, শিশু মজুরি থেকে শিশুদের রক্ষা করুন।
১৪ : বিশ্ব রক্তদাতা দিবস।
১৫ : বিশ্ব প্রবীণ নির্যাতন সচেতনতা দিবস।
১৬ : আন্তর্জাতিক গৃহ শ্রমিক দিবস।
১৭ : বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস।
১৮ : আন্তর্জাতিক বনভোজন দিবস।
: (জুন মাসের তৃতীয় রবিবার) বিশ্ব বাবা দিবস।
১৯ : আন্তর্জাতিক সংঘাতকালীন যৌন হয়রানি নিরসন দিবস।
২০ : বিশ্ব উদ্বাস্তু বা শরণার্থী দিবস।
২১ : বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস।
: বিশ্ব সংগীত দিবস।
: আন্তর্জাতিক যোগব্যায়াম দিবস।
২৩ : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস।
: আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস।
: আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস।
: ঐতিহাসিক পলাশী দিবস।
২৫ : বিশ্ব সমুদ্র মৈত্রী দিবস।
২৬ : মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস।
: নির্যাতনের শিকারদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক দিবস।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

৫ জুন ২০১৭ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২২ অক্টোবরকে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' ঘোষণা করা হয়। এর ফলে এখন থেকে প্রতি বছর ২২ অক্টোবর সরকারিভাবে পালিত হবে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস'।

boighar.com

রিপোর্ট-জরিপ

বৈশ্বিক শান্তি সূচক

১ জুন ২০১৭ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (IEP) 'বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০১৭' প্রকাশ করে। ২৩টি নির্দেশকের ভিত্তিতে এবারের সূচকে ১৬৩টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সূচক অনুযায়ী—

শীর্ষ ৫ দেশ : ১. আইসল্যান্ড, ২. নিউজিল্যান্ড, ৩. পর্তুগাল, ৪. অস্ট্রিয়া ও ৫. ডেনমার্ক।

সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১৬৩. সিরিয়া, ১৬২. আফগানিস্তান, ১৬১. ইরাক, ১৬০. দক্ষিণ সুদান ও ১৫৯. ইয়েমেন।

সার্কভুক্ত দেশ ও অবস্থান : ১৩. ভুটান, ৮০. শ্রীলংকা, ৮৪. বাংলাদেশ, ৯৩. নেপাল, ১৩৭. ভারত, ১৮২. পাকিস্তান ও ১৬২. আফগানিস্তান।

- বাংলাদেশের অবস্থান বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সাথে যৌথভাবে ৮৪তম।
- বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ১১৪তম।

বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ইনসিড (INSEAD) এবং বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO) ২০১৭ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক প্রকাশ করে। তালিকায় ১২৭টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সূচক অনুযায়ী—

শীর্ষ ৫ দেশ : ১. সুইজারল্যান্ড, ২. সুইডেন, ৩. নেদারল্যান্ডস, ৪. যুক্তরাষ্ট্র ও ৫. যুক্তরাজ্য।

সর্বনিম্ন ৫ দেশ : ১২৭. ইয়েমেন, ১২৬. গিনি, ১২৫. টোগো, ১২৪. জাম্বিয়া, ও ১২৩. নাইজার।

সার্কভুক্ত দেশ ও অবস্থান : ৬০. ভারত, ৯০. শ্রীলংকা, ১০৯. নেপাল, ১১৩. পাকিস্তান ও ১১৪. বাংলাদেশ।

কিলো ফ্লাইট

ভারতের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত এক জঙ্গলঘেরা রানওয়েতে গড়ে

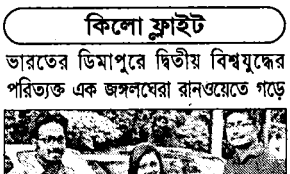

ওঠে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম ইউনিট, যার নাম রাখা হয় 'কিলো ফ্লাইট'। এ নামে স্মার্টফোনের জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি গেম তৈরি করেছেন ইন্টারঅ্যাকটিভ আর্টিফ্যাক্ট নামের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের তিন তরুণ— দেবাশীষ সরকার, মহিবুল হক ও তাসফিয়া সাজ্জাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

ঢাবি'র বিশেষ সমাবর্তন

৪ জুলাই ২০১৭ অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিশেষ সমাবর্তন। এতে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) মহাপরিচালক ইউকিয়ো আমানোকে সম্মানসূচক *ডক্টর অব লজ* ডিগ্রি দেয়া হবে।

আরো দুই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

অনুমোদিত হতে যাচ্ছে আরো দুই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়— লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে সারাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৪০টি।

রুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর ২০১৭।

যবিপ্রবি'তে নতুন তিন বিভাগ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) একাডেমিক কাউন্সিলের ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো তিনটি বিভাগ খোলা হবে। বিভাগ ৩টি— প্রযুক্তি অনুষদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এবং ম্যানেজমেন্ট।

ঢাবি'র শহীদুল্লাহ হলের নাম পরিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদুল্লাহ হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল'। ১৭ জুন ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চবি সংবাদ

নতুন ছয় বিভাগ

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) চারটি অনুষদে নতুন করে আরো ছয়টি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। নতুন যুক্ত ছয়টি বিভাগ ও অনুষদ— ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ও পুলিশ সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিমিনোলজি (সমাজবিজ্ঞান); মেটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ইঞ্জিনিয়ারিং); ডিপার্টমেন্ট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (কলা ও মানববিদ্যা) এবং ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড রিচ ম্যানেজমেন্ট (ব্যবসা প্রশাসন)।

বিভাগের নাম পরিবর্তন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) বিজ্ঞান অনুষদের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE)।

বিশ্ব সংবাদ

অষ্টম আশ্চর্যের সন্ধান

নিউজিল্যান্ডের লেক রোটোমোহনার সিলিকা উপত্যকাই হলো বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য। লেক রোটোমোহনার গোলাপী-সাদা সোপানের মতো সুন্দর সিলিকা উপত্যকার সৌন্দর্য দেখতে এক সময় ভিড় জমাতেন হাজার হাজার পর্যটক। কিন্তু ১৮৮৬ সালের পর ছবিটা পাল্টে গিয়েছিল। তারাওয়েরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সাজানো উপত্যকা ছারখার হয়ে গিয়েছিল। হ্রদের নিচে তলিয়ে গিয়ে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় উপত্যকাটি। কিন্তু তলিয়ে যাওয়ার ১৩০ বছর পর এ উপত্যকা নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়। সোপানটি জুড়ে রয়েছে হট স্প্রিং। ২০১১ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম এ গোলাপী সোপানের একাংশ আবিষ্কার করেন।

ওবামার কিউবা নীতি বাতিল

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে কিউবার সাথে যে সৌহার্দ্য চুক্তি করেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ১৬ জুন ২০১৭ তা বাতিল করে দেন তার উত্তরসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওবামার করা চুক্তিটিকে 'ভয়ঙ্কর' ও 'ভুল পথে চালিত' বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

ECOSOC নির্বাচন ২০১৭

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি শাখার মধ্যে অন্যতম।

ECOSOC'র মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪। প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের, অর্থাৎ ১৮ সদস্যের মেয়াদ শেষ হয়। ১৫ জুন ২০১৭ ১৮টি দেশ তিন বছর মেয়াদে ECOSOC সদস্য নির্বাচিত হয়। দেশগুলো হলো— বেলারুশ, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা, ভারত, আয়ারল্যান্ড, জাপান, মালাবি, মেক্সিকো, মরক্কো, ফিলিপাইন, স্পেন, সুদান, টোগো, তুরস্ক এবং উরুগুয়ে। এদের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, জাপান, আয়ারল্যান্ড এবং ঘানা পুনঃনির্বাচিত হয়। আর বাকিরা নতুন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।

ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল

আয়োজন : ২১তম। সময়কাল : ২০ মে-১১ জুন ২০১৭। স্বাগতিক : দক্ষিণ কোরিয়া। চ্যাম্পিয়ন : ইংল্যান্ড। রানার্স আপ : ভেনিজুয়েলা। সর্বোচ্চ গোলদাতা : রিকার্ডো অরসোলিনি (ইতালি); ৫টি। সেরা খেলোয়াড় : ডোমিনিক সোলাঙ্কি (ইংল্যান্ড)। সেরা গোলরক্ষক : ফ্রেডি উডম্যান (ইংল্যান্ড)। ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড : মেক্সিকো।

রিপোর্ট সমীক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্ট-জরিপ-সমীক্ষার খবরাখবর নিয়ে আমাদের এ আয়োজন

বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন

৭ জুন ২০১৭ জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা UNCTAD বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (WIR) প্রকাশ করে। আর ৮ জুন ২০১৭ UNCTAD'র পক্ষে বাংলাদেশে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)। প্রতিবেদনে মোট বিনিয়োগকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে নতুন বিনিয়োগ, পুনরায় বিনিয়োগ ও কোম্পানিগুলোর মধ্যে নিজস্ব ঋণ।

UNITED NATIONS UNCTAD

রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ— ২০১৬ সালে বিদেশি বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র; ২৯৯ বিলিয়ন ডলার। ২০১৬ সালে বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র; ৩৯১ বিলিয়ন ডলার। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ ভারত; ৪,৬৪০ কোটি ডলার।

বিনিয়োগ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ

২০১৬ সালে মোট বিনিয়োগ এসেছে ২৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার, যা বিশ্বের মোট বিনিয়োগের ০.১ শতাংশ। এর মধ্যে নতুন বিনিয়োগ ৯১ কোটি ১৩ লাখ ডলার, পুনরায় বিনিয়োগ ১২১ কোটি ৫৩ লাখ ডলার এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ঋণ ২০ কোটি ৫৯ লাখ ডলার।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ ১০ দেশ

দেশ	বিনিয়োগ (মি. মা. ড.)	দেশ	বিনিয়োগ (মি. মা. ড.)
১. সিঙ্গাপুর	৭০৮.১৮	৬. নেদারল্যান্ডস	১৪৯.১৭
২. যুক্তরাজ্য	৩৪২.২৮	৭. হংকং	১২৩.৬৩
৩. যুক্তরাষ্ট্র	২৪৪.৭৬	৮. জাপান	৯৯.৩৯
৪. দক্ষিণ কোরিয়া	২৩৪.৭৬	৯. ভারত	৯৬.৭০
৫. নরওয়ে	১৬০.২৬	১০. চীন	৮১.৩৯

বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ খাত (মার্কিন ডলার) ➢ টেলিকমিউনিকেশন : ৫৭ কোটি ২৭ লাখ। টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক শিল্প খাত (RMG) : ৩৬ কোটি ৪৪ লাখ। বিদ্যুৎ : ২৬ কোটি ৭৯ লাখ। গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম : ১৬ কোটি ৬৩ লাখ। ব্যাংকিং : ১৬ কোটি ৬০ লাখ।

বিশ্ব সক্ষমতা সূচক

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট (IIMD) কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য-বিষয়ক পরিসংখ্যানের মতো ২৬১টি মানদণ্ডের বিচার করে ২০১৭ সালের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার র‍্যাংকিং (World Competitiveness Ranking) প্রকাশ করে। সূচকে ৬৩টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সূচক অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ৫ দেশ :** ১. হংকং, ২. সুইজারল্যান্ড, ৩. সিঙ্গাপুর, ৪. যুক্তরাষ্ট্র ও ৫. নেদারল্যান্ডস।
- **সর্বনিম্ন ৫ দেশ :** ৬৩. ভেনিজুয়েলা, ৬২. মঙ্গোলিয়া, ৬১. ব্রাজিল, ৬০. ইউক্রেন ও ৫৯. ক্রোয়েশিয়া।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬

২৮ মে ২০১৭ 'শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬' প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) দেওয়া মানদণ্ড অনুযায়ী, সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ না করলে ঐ ব্যক্তিকে বেকার হিসেবে ধরা হয়। রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ—

বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। বেকারত্বের হার ৪.২%। নারীদের বেকারত্বের হার ৬.৮% এবং পুরুষদের বেকারত্বের হার ৩%। ২০১৫ সালের জুলাই পর্যন্ত অতিরিক্ত শ্রমশক্তি তৈরি হয় ১৪ লাখ। ১৫ বছরের উপরে কর্ম উপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৬১ লাখ। দেশে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ২১ লাখ। এ শ্রমশক্তির ৫ কোটি ৯৫ লাখ কাজ করেন। এর মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ১৮ লাখ এবং নারী ১ কোটি ৭৮ লাখ। বাকিরা বেকার। প্রতি মাসে গড়ে একজন পুরুষ আয় করে ১৩,১০০ টাকা। আর একজন নারী আয় করে গড়ে ১২,১০০ টাকা। বর্তমানে যে পরিমাণ কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে তার মধ্যে ৮১.৯% পুরুষ কর্মে যুক্ত রয়েছে। আর নারীদের মধ্যে ৩৫.৬%। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান ৮৬.২%। আর আনুষ্ঠানিক খাতে ১৩.৮%। আর্থিক খাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান কৃষিখাতে ৪২.৭%, সেবা খাতে ৩৬.৯% ও শিল্পখাতে ২০.৫%। একজন মানুষ সপ্তাহে গড়ে ৪৯ ঘণ্টা কাজ করে। এর মধ্যে পুরুষ কাজ করে সপ্তাহে ৫৩ ঘণ্টা এবং নারীরা ৩৯ ঘণ্টা। বাংলাদেশে কাজ করেন এমন মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৯৫ লাখ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি ৯%। কোনো ধরনের শিক্ষার সুযোগ পাননি, এমন মানুষের মধ্যে বেকার ২.২%। ১৫-২৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম তরুণ-তরুণীর মধ্যে বেকার ১০%।

বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সূচক

সম্প্রতি থমসন রয়টার্সের অ্যাস্সার কোম্পানি ২০১৭ সালের বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সূচক (GIEI) প্রকাশ করে। ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হালাল খাদ্য, ইসলামী ব্যাংকিং, হালাল ভ্রমণ, ইসলামী ফ্যাশন, হালাল মিডিয়া ও বিনোদন, হালাল ফার্মাসিউটিক্যালস এবং কসমেটিকস। সূচক অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ১০ দেশ :** ১. মালয়েশিয়া, ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩. বাহরাইন, ৪. সৌদি আরব, ৫. ওমান, ৬. পাকিস্তান, ৭. কুয়েত, ৮. কাতার, ৯. জর্ডান ও ১০. ইন্দোনেশিয়া।
- বাংলাদেশের অবস্থান ১৫তম।
- অমুসলিম দেশ হয়েও ১১তম স্থানে আছে সিঙ্গাপুর।

boighar.com

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং দরিদ্র দেশ

সম্প্রতি Global Finance Magazine ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং দরিদ্র দেশের তালিকা প্রকাশ করে। তালিকায় ১৮৯টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তালিকা অনুযায়ী—

শীর্ষ ৫ ধনী ও দরিদ্র দেশ

ধনী দেশ		দরিদ্র দেশ	
দেশ	মাথাপিছু আয় (মা. ড.)	দেশ	মাথাপিছু আয় (মা. ড.)
১. কাতার	১,২৯,৭২৬	১৮৯. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৬৫৬
২. লুক্সেমবার্গ	১,০১,৯৩৬	১৮৮. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৭৮৪
৩. ম্যাকাও	৯৬,১৪৭	১৮৭. বুরুন্ডি	৮১৮
৪. সিঙ্গাপুর	৮৭,০৮২	১৮৬. লাইবেরিয়া	৮৮২
৫. ব্রুনেই দারুস-সালাম	৭৯,৭১০	১৮৫. নাইজার	১,১১৩

সার্কভুক্ত দেশ ও অবস্থান

দেশ	মাথাপিছু আয় (মা. ড.)	দেশ	মাথাপিছু আয় (মা. ড.)
৮২. মালদ্বীপ	১৫,২৮৭	১৩৭. পাকিস্তান	৫,১২০
১০৪. শ্রীলংকা	১১,১৮৯	১৪৩. বাংলাদেশ	৩,৮৯০
১১৮. ভুটান	৮,১২৯	১৬২. নেপাল	২,৪৮০
১২৬. ভারত	৬,৬৫৮	১৬৭. আফগানিস্তান	১,৯৫৭

বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ২০১৭

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০১৭ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী—

বিবেচ্য বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ
পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে	ফ্রান্স; ৯৫.৫%	৭২.৫%
প্রতি হাজারে		
পাঁচ বছরের নিচে জীবিত জন্মে শিশু মৃত্যু	অ্যাঙ্গোলা; ১৫৬.৯ জন	৩৭.৬ জন
HIV আক্রান্ত	সোয়াজিল্যান্ড; ২৩.৬০ জন	০.০১ জন
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত	মালি; ৪৪৮.৬ জন	০.৮ জন
প্রতি লাখে		
যক্ষ্মায় আক্রান্ত	দক্ষিণ আফ্রিকা; ৮৩৪ জন	২২৫ জন
আত্মহত্যায়	শ্রীলংকা; ৩৫.৩ জন	৫.৫ জন
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু	ভেনিজুয়েলা; ৪৫.১ জন	১৩.৬ জন
বায়ুদূষণে মৃত্যু	উত্তর কোরিয়া; ২৩৮.৪ জন	৬৮.৬ জন
দুর্যোগে মৃত্যু	নেপাল; ৭.২ জন	০.১ জন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে শীর্ষ জেলা

সম্প্রতি বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ৬৪টি জেলাভিত্তিক শুমারি প্রকাশ করে।

- সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে সৌদি আরবে; ২,১৬,১০১ জন।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ➢ শীর্ষ জেলা : কুমিল্লা; ৭,০৫,৪৯০ জন ● সর্বনিম্ন জেলা : বান্দরবান : ২,৭৬১ জন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচক ২০১৬

২৯ মে ২০১৭ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) Report on Bangladesh Sample Vital Registration System (SVRS) ২০১৬ প্রকাশ করে।

জাতীয় জনসংখ্যা (১ জুলাই ২০১৬) : ১৬০.৮ মিলিয়ন বা ১৬ কোটি ৮ লক্ষ ➢ পুরুষ : ৮০.৫ মিলিয়ন ও মহিলা : ৮০.৩ মিলিয়ন। (১ জানুয়ারি ২০১৭) : ১৬১.৭৫ মিলিয়ন ➢ পুরুষ : ৮১.০০ মিলিয়ন ও মহিলা : ৮০.৭৫ মিলিয়ন ● বৃদ্ধির হার : ১.৩৭%।

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বিভাজন : মুসলিম ৮৮.৪% ● অন্যান্য : ১১.৬%।

জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য : জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার : ১.৩৬%। পুরুষ ও নারীর অনুপাত : ১০০.৩ : ১০০। নির্ভরশীলতার অনুপাত : ৫৪% ➢ পল্লী : ৫৮% ● শহরে : ৪৯%। জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ১,০৯০ জন।

প্রজনন : স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) ১৮.৭ জন ➢ পল্লী : ২০.৯ জন ● শহরে : ১৬.১ জন। মোট প্রজনন হার (১৫-৪৯) : ২.১০ ➢ পল্লী : ২.৩৮ ● শহরে : ১.৬৮।

মরণশীলতা : স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) : ৫.১ জন ➢ পল্লী : ৫.৭ জন ● শহরে : ৪.২ জন। এক বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে) : ২৮ জন ➢ পুরুষ : ২৭ জন ● মহিলা : ২৮ জন। এক মাসের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে) : ১৯ জন ➢ পুরুষ : ১৮ জন ● মহিলা : ২০ জন। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে) : ৩৫ জন ➢ পুরুষ : ৩৫ জন ও মহিলা : ৩৪ জন। মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে) : ১.৭৮ জন ➢ পল্লী : ১.৯০ জন ● শহরে : ১.৬০ জন।

আয়ুষ্কাল : প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল : ৭১.৬ বছর ➢ পুরুষ : ৭০.৩ বছর ● নারী : ৭২.৯ বছর।

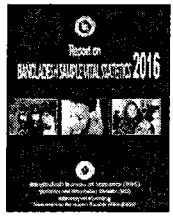

বৈবাহিক অবস্থা : স্থূল বিবাহের হার (প্রতি হাজারে) ➢ জাতীয় : ১৪.৩ জন ● পল্লী : ১৭.৭ জন ● শহরে : ১০.১ ♦ জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা (১০+) : পুরুষ ➢ অবিবাহিত : ৩৯.৪% ● বিবাহিত ৫৯.২% ● বিপত্নীক/ তালাকপ্রাপ্ত/ বিচ্ছিন্ন : ১.৪%। নারী ➢ অবিবাহিত : ২৬.৯% ● বিবাহিত ৬৩.১% ● বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা/বিচ্ছিন্ন : ১০.০%।

বিবাহের গড় বয়স : পুরুষ : ২৬.৩ বছর ● মহিলা : ১৮.৮ বছর।

খানার বৈশিষ্ট্য : খানার আকার : ৪.৩। খানা প্রধানের হার ➢ পুরুষ : ৮৭.২% ● মহিলা : ১২.৮%।

আলোর উৎস : বিদ্যুৎ : ৮১.২% ● সৌরবিদ্যুৎ : ৫.৬% ● কেরোসিন : ১৩.০% ● অন্যান্য : ০.২%।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন : স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ব্যবহারকারী : ৭৫.০% ● উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ : ২.৭% ● অন্যান্য টয়লেট ব্যবহারকারী : ২২.৩% ● নলকূপ বা ট্যাপের পানি ব্যবহারকারী : ৯৮%।

সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) : ৭১.০% ➢ পুরুষ : ৭৩.০% ● নারী : ৬৮.৯% ● পল্লী : ৬৫.৫% ● শহর : ৭৭.৭%। (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭২.৩% ➢ পুরুষ : ৭৫.২% ● নারী : ৬৯.৫% ● পল্লী : ৬৫.৪% ● শহর : ৮০.৭%।

লালনগীতি এখন হিন্দিতে

লালনগীতির প্রথম হিন্দি অনুবাদগ্রন্থ 'লালন শাহ ফকির কি গীত' প্রকাশিত হয়েছে। একই সাথে প্রকাশিত হয় হিন্দিতে গাওয়া গানের ডিভিডিও। ৩ জুন ২০১৭ ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির হাতে এ অনুবাদগ্রন্থ ও ডিভিডি তুলে দেয়া হয়। গ্রন্থটি অনুবাদ করেন ভারতীয় কূটনীতিবিদ ও অধ্যাপক মুচকুন্দ দুবে। আর হিন্দিতে গানগুলো গেয়েছেন বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পী ফরিদা পারভীন।

Before the Flood প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায়

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অস্কারবিজয়ী নির্মাতা ফিশার স্টিভেন্সের পরিচালনায় নির্মিত ও পরিবেশবাদী অভিনেতা লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিও অভিনীত প্রামাণ্যচিত্র Before the Flood। প্রামাণ্যচিত্রে দীর্ঘ তিন বছর বছরের পরিভ্রমণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা বিপর্যয়ের বহু তথ্য ও দৃশ্য তুলে আনেন লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিও। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রথম অবমুক্ত করা হয়। এরপর ১৭০টিরও বেশি দেশে তা প্রদর্শিত হয়। ৫ জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় এটি প্রচার করে বাংলাদেশের দীপ্ত টিভি। বাংলায় এর নাম দেয়া হয় 'প্লাবনের আগে'।

দাদাসাহেব ফালকে একাডেমি পুরস্কার

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক নামে খ্যাত দাদাসাহেব ফালকের নামাঙ্কিত মর্যাদাপূর্ণ 'দাদাসাহেব ফালকে একাডেমি পুরস্কার' ২০০০ সাল থেকে প্রদান করে আসছে দাদাসাহেব ফালকে ট্রাস্টি বোর্ড। সর্বমোট ২২টি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করলেও ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল এক্লেইমড একট্রেস' সম্মাননা। নতুন যুক্ত ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৭ সালের অন্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন— কপিল শর্মা, গুলশান গ্রোভার ও বিবেক ওবেরয়। ১ জুন ২০১৭ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ছবি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য সরকারি অনুদান লাভ করেছে ৬টি চলচ্চিত্র। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো হলো—

প্রকৃতি	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক	অনুদান (টাকা)
শিশুতোষ	প্রিয় জন্মভূমি	সোহানুর রহমান সোহান	৪০ লাখ
পূর্ণদৈর্ঘ্য	রূপসা নদীর বাঁকে	তানভীর মোকাম্মেল	৫০ লাখ
	আজব সুন্দর	শবনম ফেরদৌসী	
	নোনা জলের কাব্য	রেজয়ান শাহরিয়ার সুমিত	
	দায়মুক্তি	কমল সরকার	৪০ লাখ
প্রামাণ্যচিত্র	একজন মরিয়ম	ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী	৩০ লাখ

৭০তম কান চলচ্চিত্র উৎসব

চলচ্চিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক উৎসব হলো কান চলচ্চিত্র উৎসব। ১৭-২৮ মে ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় ৭০তম কান চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসব শেষে ঘোষণা করা হয় পুরস্কার।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

গ্র্যাঁ প্রি
১২০ বিটস পার মিনিট (ফ্রান্স)
পরিচালক : রবিন ক্যাম্পিলো

পাম দ'র (স্বর্ণপাম)
দ্য স্কয়ার (সুইডেন)
পরিচালক : রুবেন ওস্টল্যান্ড

সেরা পরিচালক
সোফিয়া কপোলা (যুক্তরাষ্ট্র) ছবি : দ্য বিগাইল্ড

৭০তম বার্ষিকীর বিশেষ পুরস্কার
নিকোল কিডম্যান (যুক্তরাষ্ট্র)

সেরা অভিনেতা
জোয়াকিম ফিনিক্স (যুক্তরাষ্ট্র) ছবি : ইউ ওয়্যার নেভার রিয়েলি হিয়ার

জুরি পুরস্কার
লাভলেস (রাশিয়া)
পরিচালক : আন্দ্রেই জভ্যাগিনৎসেভ

ক্যামেরা দ'র
লিওনর সেরাইল (ফ্রান্স) ছবি : ইয়াং ওম্যান

ইয়োরগোস ল্যানতিমস (গ্রিস) ছবি : দ্য কিলিং অব দ্য সেক্রেড ডিয়ার

সেরা চিত্রনাট্য (যৌথভাবে)
লিন রামসে (যুক্তরাষ্ট্র) ছবি : ইউ ওয়্যার নেভার রিয়ালি হিয়ার

সেরা অভিনেত্রী
ডায়ান ক্রুগার (জার্মানি) ছবি : ইন দ্য ফেড

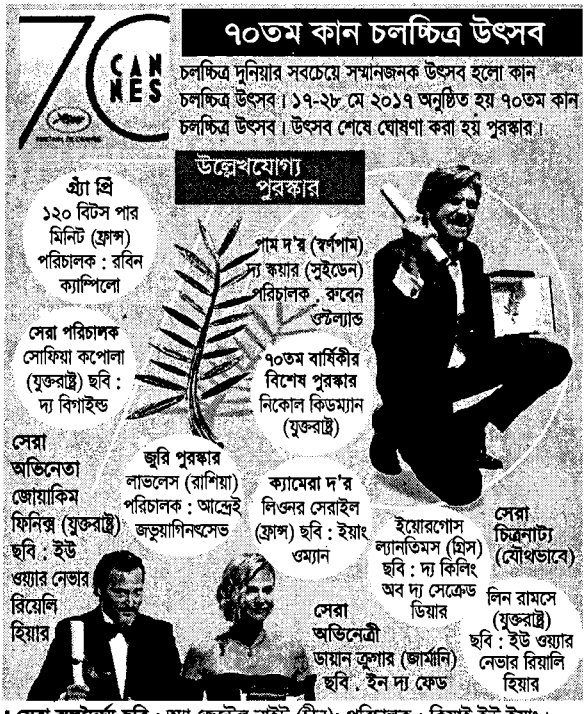

- **সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি :** অ্যা জেন্টেল নাইট (চীন); পরিচালক : কিয়াই ইউ ইয়াং।
- **সম্মানসূচক পাম দ'র :** জেফ্রি ক্যাতজেনবার্গ।
- কান চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী হিসেবে সেরা নির্মাতার পুরস্কার জিতেন সোফিয়া কপোলা। এর আগে ১৯৬১ সালে *দ্য স্টোরি অব দ্য ফ্লেমিং ইয়ারস* ছবি তৈরি করে প্রথম নারী হিসেবে সেরা নির্মাতার পুরস্কার জিতেছিলেন রাশিয়ার ইউলিয়া সলনৎসেভা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১ মার্চ ১৯৮৪

boighar.com

বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

WSIS পুরস্কার লাভ

প্রযুক্তি খাতের সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি' (WSIS) পুরস্কার। টানা চতুর্থবারের মতো WSIS পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে পাঁচটি উদ্যোগ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করে। আর এ পুরস্কার এসেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের হাত ধরে। পুরস্কার পাওয়া চারটি উদ্যোগ হল— মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিমেডিসিন প্রজেক্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইন পাবলিক সার্ভিস ইনেশিয়েটিভ এবং ই-নথি।

WHO'র পুরস্কার লাভ

তামাকমুক্ত বিশ্ব গড়তে দুনিয়াজুড়ে যারা কাজ করে চলেছেন তাদের স্বীকৃতি দিতে বিশ্বব্যাপী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ছয়টি অঞ্চলে প্রতি বছর কয়েকজন ব্যক্তি অথবা কয়েকটি সংগঠনকে মর্যাদাকর বিশেষ পুরস্কার দিয়ে থাকে বিশ্ব সংস্থাটি। ২০১৭ সালে এ বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ঢাকা-৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সাবের হোসেন চৌধুরীর সক্রিয় এবং নিরলস অবদানের স্বীকৃতি এ পুরস্কার। ২০১৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আরো যারা WHO'র এ পুরস্কারটি লাভ করেন, তারা হলেন— থাইল্যান্ডের ড. সুপ্রেদা আদুলিয়াননন, ভুটানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থানডিন ওয়াংচুক, শ্রীলংকার জাতীয় তামাক ও অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম।

World Health Organization

দুবাইয়ে কোরআন প্রতিযোগিতায় সেরা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ২১তম আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন

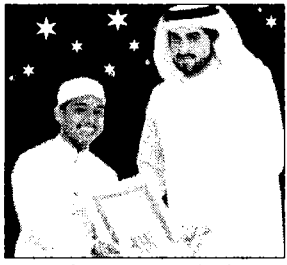

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি কিশোর মোহাম্মদ ত্বরিকুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করে। পুরস্কারস্বরূপ সে আড়াই লাখ দিরহাম (প্রায় ৫৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা) ও সনদ লাভ করে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয় যুক্তরাষ্ট্রের হুজায়ফা সিদ্দিকী এবং যৌথভাবে তৃতীয় হয় গাম্বিয়ার মোডুউ জোবে এবং সৌদি আরবের আবদুল আজিজ আল ওবায়দান। কোরআন তিলাওয়াতে প্রথম ত্বরিকুল ইসলাম সুন্দর কণ্ঠ (বিউটিফুল ভয়েস) বিভাগে চতুর্থ হয়।

কানাডার জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী

২০১৭ সালের মে মাসে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মধ্যে 'ফার্স্ট এনঅ্যাক্টাস কানাডা ন্যাশনাল এক্সপোজিশন' নামের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে কানাডার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ঈশিতা আশরাফ ও তার দল। তাদের ছয় সদস্যের প্রকল্পের বিষয় ছিল উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নতুন সক্ষমতা অর্জন এবং উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে টেকসই পৃথিবী গঠনে সহায়তা।

ঈশিতা আশরাফ ঢাকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্কলাসটিকা থেকে ২০০৯ সালে 'গ্র্যাজুয়েশন' সম্পন্ন করেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কানাডায় গিয়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে (UBC) লেখাপড়া শুরু করেন।

ILO'র গভর্নিং বডির ডেপুটি সদস্য

১২ জুন ২০১৭ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) গভর্নিং বডির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাব-কমিটির 'ডেপুটি সদস্য' নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও নেপালকে হারিয়ে এ পদে নির্বাচিত হয়। এতে বাংলাদেশ পায় ১৯০ ভোট। অন্যদিকে পাকিস্তান ও নেপাল পায় যথাক্রমে ১৫০ ও ১৭৩টি ভোট।

ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা সম্মেলনের সভাপতি

১২-১৫ জুন ২০১৭ ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ষষ্ঠ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা সম্মেলন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নত করাই এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। এ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। এবারই প্রথম ইউনেস্কোর কোনো সম্মেলনে বাংলাদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে এ পদের জন্য নির্বাচন করে।

হালিম আবারো গিনেস বুকে

তৃতীয়বারের মতো গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে চলেছেন বাংলাদেশি 'ওয়ান্ডারম্যান' আব্দুল হালিম। ৮ জুন ২০১৭ পল্টনের শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে বল মাথায় নিয়ে সাইকেল চালিয়ে ১৩.৭৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নতুন এ রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টা চালান দু'বারের গিনেজ রেকর্ডধারী হালিম। ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে ৯১ ল্যাপে ১৩.৭৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন তিনি। এটা নতুন রেকর্ড। ২০১৬ সালে এ রেকর্ডের জন্য হালিম যখন গিনেজ বুক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন, তখন তারা কমপক্ষে ৫ কিলোমিটার অতিক্রম করার ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এর আগে ২০১১ ও ২০১৬ সালে হালিম দুটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তার নাম লেখান।

পাহাড়ে মৃত্যুর বিভীষিকা

১৩ জুন ২০১৭ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান— পাঁচ পার্বত্য জেলায় ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের ইতিহাসে পাহাড় ধসে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ধসের কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পাহাড়ি অঞ্চল মৃত্যুর বিভীষিকায় পরিণত হয়। পাহাড়ধসের এ ঘটনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাঙামাটি।

রাঙামাটি	১১০
চট্টগ্রাম	৩৪
বান্দরবান	৯
খাগড়াছড়ি	২
কক্সবাজার	২

২০০৭ সালে ভয়াবহ পাহাড় ধসের ঘটনায় একসাথে ১২৭ জনের মৃত্যুর পরও দেখা যাচ্ছে, মর্মান্তিক এ ঘটনা থেকে মানুষ কোনো শিক্ষা নেয়নি। এর প্রমাণ ঝুঁকিপূর্ণভাবে পাহাড়ের পাদদেশে

বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা না কমে বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া। বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকি নিয়ে এখনও বসবাস করছে লক্ষাধিক মানুষ। পাহাড় কাটা সম্পূর্ণ বেআইনি হলেও প্রভাবশালীসহ অন্যরা প্রশাসনের নাকের ডগায় পাহাড় কাটা অব্যাহত রেখেছে। এতে পরিবেশ বিপর্যয়সহ বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির আশংকা তৈরি হয়েছে। ২০০৭ সালের মর্মান্তিক পাহাড় ধসের ঘটনা এবং এতে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পাহাড় ধসের ২৮টি কারণ নির্ধারণ করে ৩৬ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল, যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলে। পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিক না হলে আমাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে সে দায় শোধ করতে হবে। কমিটির সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেআইনিভাবে পাহাড় কাটা রোধ ও পাহাড়ে বসবাসকারীদের পুনর্বাসনে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভারত-চীন-রাশিয়ার সাথে
বাংলাদেশের চুক্তি

১৫ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া এক তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের মোট ২৬৩টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে চীনের সাথে ১০১টি সমঝোতা ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি; ভারতের সাথে ১৩৪টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল এবং রাশিয়ার সাথে ২৮টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

চুয়েটে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রথম 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট)। ৬ জুন ২০১৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য এ প্রকল্পের আওতায় চুয়েট ক্যাম্পাসে ১০ তলা ভবনের সাততলা পর্যন্ত ইনকিউবেশন ভবন তৈরি হবে। সাততলা ভবনটির প্রতি ফ্লোরে পাঁচ হাজার বর্গফুট করে মোট ৩৫,০০০ বর্গফুট জায়গা থাকবে। এ ছাড়া ছয়তলার ভিত্তিসহ চারতলা পর্যন্ত দুটি ডরমেটরি ভবন, যার প্রতি ফ্লোরে পাঁচ হাজার করে দুটি ভবনে মোট ৪০ হাজার বর্গফুট এবং আটতলা ভিত্তির ছয়তলা পর্যন্ত মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন থাকবে। এর প্রতি ফ্লোরে ছয় হাজার বর্গফুট করে মোট ৩৬,০০০ বর্গফুট জায়গা থাকবে।

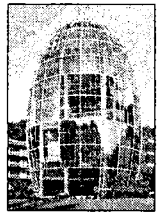

বিশ্বে ৯ হাজারেরও বেশি 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' রয়েছে। চীন ও ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক 'বিজনেস ইনকিউবেটর' স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে, বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্য-প্রযুক্তিশিল্পের মধ্যে সমন্বয়, গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং আনুষঙ্গিক সুবিধা তৈরি করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ১,৭০২.৫৫ বর্গকিলোমিটার

boighar.com

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) ভোক্তা পর্যায়ে দু'দফায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে। দু'ধাপে তারা আট খাতে গড়ে ২২.০৭% দাম বাড়ায়। ১ মার্চ ২০১৭ প্রথম দফায় মূল্য বৃদ্ধির পর ১ জুন ২০১৭ থেকে দ্বিতীয় দফায় সব শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর করা হয়।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি চিত্র

আবাসিক গ্রাহক (টাকা)

	০১.০৯.২০১৫	০১.০৩.২০১৭	০১.০৬.২০১৭
এক চুলা (প্রতি মাসে)	৬০০	৭৫০	৯০০
দুই চুলা (প্রতি মাসে)	৬৫০	৮০০	৯৫০
মিটারভিত্তিক (প্রতি ঘনমিটার)	৭.০০	৯.১০	১১.২০

শ্রেণিভিত্তিক মূল্য (প্রতি ঘনমিটার/টাকা)

	০১.০৯.২০১৫	০১.০৩.২০১৭	০১.০৬.২০১৭
সিএনজি	৩৫	৩৮	৪০
বিদ্যুৎ উৎপাদন	২.৩২	২.৯৯	৩.১৬
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৩৬	৮.৯৮	৯.৬২
সার কারখানা	২.৫৮	২.৬৪	২.৭১
শিল্প	৬.৭৮	৭.২৪	৭.৭৬
চা বাগান	৬.৪৫	৬.৯৩	৭.৪২
বাণিজ্যিক	১১.৩৬	১৪.২০	১৭.০৪

দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-নোয়াখালীসহ পূর্বাঞ্চলীয় জোনে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে ১৯৩৭ সালে মেঘনা নদীতে নির্মিত হয় প্রথম রেল সেতু। এটিতে ছিল মিটার গেজ লাইন। দীর্ঘ ৮০ বছর পর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ডাবল লাইন নির্মাণের সুফল তুলতে দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সে মোতাবেক ২০১৩ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতু নির্মাণের কাজ। তিন বছর পর সম্প্রতি শেষ হয়েছে দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতুর নির্মাণ। ১২টি পিলার ও নয়টি স্প্যানবিশিষ্ট ৯৮৪ মিটার দৈর্ঘ্য ও সাত মিটার প্রস্থের দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতুতে রয়েছে মিটার গেজ ও ব্রড গেজ— দুটি লাইনই। সেতুটি নির্মাণের ফলে এখন থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ পূর্বাঞ্চলীয় রুটে রানিং টাইম কমে আসবে। কারণ পুরাতন ও নতুন দুটি সেতু দিয়েই ট্রেন চলাচল করবে। একটি দিয়ে ডাউন ট্রেন, অপরটিতে আপ ট্রেন চলাচল করবে।

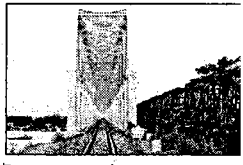

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে উৎক্ষেপণ করা হবে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১'। আর জুন ২০১৮ থেকে শুরু হবে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম। ফ্রান্সের 'থালিস এলিনিয়া স্পেস ফ্যাসিলিটি'তে নির্মিত হচ্ছে এ স্যাটেলাইট। 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য গঠিত হচ্ছে পৃথক একটি কোম্পানি, যার নাম হবে 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড' (BSCL)। এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে ৪০টি ট্রান্সপন্ডার, যার ২৬টি KU ব্যান্ডের ও ১৪টি C ব্যান্ডের। এসব ট্রান্সপন্ডারের বাকিগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে গাজীপুরের জয়দেবপুরে ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ায়।

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু

দেশে চালু হয়েছে স্মার্ট বাড়ির প্রযুক্তি স্মার্ট মিটার। ২৫ মে ২০১৭ বিদ্যুৎ ভবনে এ মিটারের উদ্বোধন করা হয়। গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল বণ্টন ও জমা সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে এ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। ইন্টারনেট সংযোগ ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য এ স্মার্ট মিটারটি আপনাকে জানিয়ে দেবে প্রতি ঘণ্টায় বিদ্যুতের ব্যবহার, বিল ও ইউটিলিটি সংক্রান্ত তথ্য। এছাড়া গ্রাহকেরা অ্যাপ ব্যবহার করে ক্রেডিট, ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

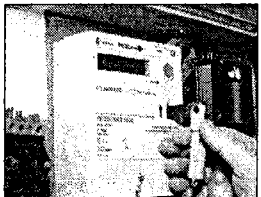

স্মার্ট মিটার থেকে গ্রাহক দুই ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। যে কোনো গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে তা দেখতে পায়। বাসার সামনে মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ দৃশ্যমান হওয়ায় ভোক্তা তার ব্যবহার নিয়ে সচেতন থাকে। স্মার্ট মিটার বাংলাদেশে এখন চালু হলেও অন্যান্য দেশে আরো আগেই চালু হয়েছে।

১৯৭২ সালে থিওডর পারাসকেভাকস যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামায় এক ধরনের মনিটরিং সিস্টেম চালু করেন যাতে নিরাপত্তা, আগুন, স্বাস্থ্য সংকেত এবং মিটার পড়ার সক্ষমতা ছিল।

বিজিবি'র বর্ডার সার্ভিল্যান্স সিস্টেম উদ্বোধন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্মার্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২৯ মে ২০১৭ বর্ডার সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ও পরিমার্জিত ওয়েব পেইজের উদ্বোধন করা হয়।

স্মার্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সীমান্তের কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকির সুবিধার্থে বিজিবি সদর দপ্তরে একটি আধুনিক 'লার্জ ফরমেট ডিসপ্লে' স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে সীমান্ত কার্যক্রমের সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। এছাড়া এ ডিসপ্লে সিস্টেমের মাধ্যমে আধুনিক সীমান্ত ব্যবস্থাপনার নানামুখী সুবিধাও পাওয়া যাবে। এ সিস্টেমে স্যাটেলাইট ম্যাপ প্রদর্শন করা যাবে, যা পরিচালনা কাজে ব্যবহার করা যাবে। কম্পিউটার থেকে সরাসরি তথ্য প্রদর্শন ও প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে এর মাধ্যমে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্মার্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত সব গেজেটের সাথেও সংযোগ স্থাপন করা যাবে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সীমান্ত থেকে সিসিটিভি'র ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শন করা যাবে।

বাজারে নতুন নোট

৫ টাকা

৬ জুন ২০১৭ সরকার ৫ টাকা মূল্যমানের নতুন কারেন্সি নোট ইস্যু করে। নোটটিতে রয়েছে সিনিয়র অর্থসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনের স্বাক্ষর। নতুন কারেন্সি নোটের রং, পরিমাপ, জলছাপ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বর্তমানে প্রচলিত নোটের অনুরূপ। নতুন মুদ্রিত কারেন্সি নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট এবং ধাতব মুদ্রাও চালু থাকবে।

১০০ ও ৫০০ টাকা

১১ জুন ২০১৭ বাংলাদেশ ব্যাংক কটন কাগজে মুদ্রিত ১০০ ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। ব্যাংক নোটের

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নতুন নোটগুলো ছাড়া হয়। ৪ মিলিমিটার প্রশস্ত সংযোজিত নতুন নিরাপত্তা সুতাটি নখের আঁচড়ে বা মুচড়িয়ে সহজে উঠানো সম্ভব হবে না। নতুন নোটের নিরাপত্তা রঙ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য [জলছাপ ও রং পরিবর্তনশীল (OVI) কালিতে লেখা '১০০' ও '৫০০', দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য যথাক্রমে তিন ও চারটি বিন্দু, মাইক্রোপ্রিন্ট, খসখসে লেখা ইত্যাদি] অপরিবর্তিত থাকবে।

নতুন নোট দুটির পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত ১০০ ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের অন্যান্য নোটও চালু থাকবে।

প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে সুইডেনে প্রধানমন্ত্রী

১৪-১৬ জুন ২০১৭ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ

সুইডেন সফর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেনের আমন্ত্রণে সুইডেন সফর করেন তিনি। সফরে প্রধানমন্ত্রী সুইডেনের রাজা কার্ল ষোড়শ গুস্তাভ, প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেন, উপ-প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ছাড়াও সেদেশের মন্ত্রী ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে প্রথম সমর্থন দেয়া ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সুইডেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪৫ বছর পূর্তির উৎসব হয়। সুইডেনের সুপরিচিত রিটেইল চেইন এইচঅ্যান্ডএম বাংলাদেশ থেকে বছরে ৫০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক কেনে। দেশটির বাজারে সব পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় বাংলাদেশ।

বিশ্বের শক্তিশালী হ্যামার পদ্মায়

দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জনগণের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। ১৩ জুন ২০১৭ দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্প পদ্মা সেতুর পাইলিং কাজে সম্পৃক্ত হয় ৩০০০ কিলোজুল ক্ষমতাসম্পন্ন ও ৩৮০ টন ওজনবিশিষ্ট বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হ্যামার IHC-300। এত দিন ধরে ২,৪০০ এবং ২,০০০ কিলোজুল ক্ষমতার দুটি হ্যামার পদ্মা সেতুর পাইলিং কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তৃতীয় হ্যামারটি যুক্ত হওয়ায় এখন সেতুর কাজে আরো গতি বৃদ্ধি পাবে।

ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' ও বাংলাদেশ

৩০ মে ২০১৭ বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' (Mora)। এটি প্রথম আঘাত হানে কুতুবদিয়া ও সেন্টমার্টিনে। এর বাতাসের গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার। বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ উঠেছিল চট্টগ্রামে; ঘণ্টায় ১৪৬ কিলোমিটার। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এর অবস্থান ছিল ৫-৬ ঘণ্টা। ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' সবচেয়ে বেশিক্ষণ অবস্থান করে টেকনাফ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এলাকায়। প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' সেন্টমার্টিন থেকে শুরু করে টেকনাফ, শাহ পরীর দ্বীপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করে।

ক্ষয়ক্ষতি : ঘূর্ণিঝড় 'মোরা'য় নিহত হয় ৬ জন ও আহত হয় ৬১ জনের মতো। এতে ৩১ উপজেলার ২,৮৬,২৪৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ও ৫৯,৫২৮টি ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়।

– ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' আক্রান্তদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যে ভারতীয় জাহাজ বাংলাদেশে আসে, তার নাম 'আইএনএস সুমিত্রা'।

Mora থাই শব্দ, যার ইংরেজি অর্থ হলো Star of the Sea; বাংলায় 'সাগরের তারা'

কেমন শক্তিশালী ছিল 'মোরা'

২৮ মে ২০১৭ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' ৩০ মে ২০১৭ যখন বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানে, তখন উপকূলীয় অঞ্চলে ছিল ১০ নম্বর মহা বিপদসংকেত। এর ১০ বছর আগে ২০০৭ সালে ১০ নম্বর মহা বিপদসংকেত নিয়ে বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছিল 'সিডর' নামক ঘূর্ণিঝড়। তবে 'মোরা'র বাতাসের গতি, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ও বিস্তৃতি সিডরের চেয়ে অনেক কম ছিল। শুধু তাই-ই নয় ২০০৯ সালে ৭ নম্বর বিপদসংকেত নিয়ে আঘাত হানা 'আইলা'ও শক্তিশালী ছিল 'মোরা'র চেয়ে। 'মোরা' যেখানে ৫-৬ ঘণ্টা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থান করে, সেখানে 'সিডর' প্রায় ১০ ঘণ্টা ও 'আইলা' ৯ ঘণ্টা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থান করেছিল। সিডরে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ উঠেছিল ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার। স্বাভাবিকের চেয়ে ২৫-৩০ ফুট জলোচ্ছ্বাস নিয়ে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে। অন্যদিকে আইলার বাতাসের গতিবেগ ছিল গড়ে ঘণ্টায় ১৩০ কিমি। আর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ১০-১২ ফুট উঁচু। সিডর ও আইলার ব্যাসার্ধ ছিল যথাক্রমে ৪৮০ ও ৩০০ কিমি। আর মোরার ব্যাসার্ধ ছিল ২০০ কিমি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,১৪,২৪৯ জন *[আদমশুমারি ২০১১]*

boighar.com

খুলনা-কলকাতা রুটে ট্রেন

খুলনা-কলকাতা রেলপথের দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। এ রুটে একসময় নিয়মিত ট্রেন চলাচল করত। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-৭৩ সালে রুটটি আবারও চালু হয়। ঐ

সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীরা দেশে ফেরেন ট্রেনে চড়ে। পরে আর কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন এ রুটে চলাচল করেনি।

বন্ধ হওয়ার প্রায় ৫২ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে খুলনা-কলকাতা রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন যোগাযোগ। ৩ আগস্ট ২০১৭ থেকে দু'দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে। ৮ এপ্রিল ২০১৭ দিল্লিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে ট্রেনটির পরীক্ষামূলক উদ্বোধন করেন।

শুরুতে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ট্রেনটি দু'দেশের মধ্যে চলাচল করবে। ট্রেনটি কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন থেকে সকাল ৭টা ১০ মিনিটে (ভারতীয় সময়) ছেড়ে বেনাপোল-পেট্রাপোল হয়ে যশোরের পথে খুলনায় পৌঁছবে বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায়। একই দিন (বৃহস্পতিবার) বেলা ২টায় খুলনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে ট্রেনটি।

আপটায় ১০,৬৭৭ পণ্যের শুল্ক সুবিধা

১২ জুন ২০১৭ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্টের (APTA) দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রস্তাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এর ফলে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাতটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের আরো ৬,০২৯টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা বাড়ছে। ভারত ও চীনসহ সাতটি দেশে আপটার আওতায় বাংলাদেশ ৪,৬৪৮টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা পেয়ে আসছিল। দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রস্তাব সদস্যভুক্ত দেশগুলো অনুসমর্থন করলে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১০,৬৭৭টিতে। আপটার সাতটি দেশের মধ্যে ভারত ৩,৩৮১টি; চীন ২,৩৭২টি এবং দক্ষিণ কোরিয়া ২,৩৭২টি বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক সুবিধা দেবে। এক্ষেত্রে শতকরা ৫-১০০ ভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে। পণ্যভেদে শুল্ক ছাড়ের হার একেক রকম হবে।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ আপটার দ্বিতীয় সংশোধনীর খসড়ায় অনুমোদন দেয় বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা। সবগুলো দেশ এ সংশোধনীতে সায় দেওয়ায় বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তিতে সপ্তম দেশ হিসেবে মঙ্গোলিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৩১ জুলাই ১৯৭৫ ব্যাংককে স্বাক্ষরিত একটি বাণিজ্য চুক্তিকে ২ নভেম্বর ২০০৫ 'আপটা' নাম দিয়ে পুনঃস্বাক্ষর করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, লাওস ও মঙ্গোলিয়াকে নিয়ে গঠিত চুক্তিটি 'ব্যাংকক অ্যাগ্রিমেন্ট' নামেও পরিচিত, যার সদর দপ্তর ব্যাংককে অবস্থিত।

প্রত্নতত্ত্বের খোঁজে

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ— কেউ কেউ তাকে 'কোটবাড়ি দুর্গ'ও বলে থাকেন। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আমতলা ইউনিয়নের বেতাই নদীর তীরে ঐতিহাসিক রোয়াইলবাড়ি দুর্গ অবস্থিত। 'রোয়াইল' শব্দটি এসেছে আরবি 'রেইল' বা 'রালাহ' থেকে, যার অর্থ মানুষ বা ঘোড়ার অগ্রবর্তী দল বা অশ্বারোহী সৈন্যদল। অর্থাৎ, রোয়াইলবাড়ির অর্থ সৈন্যদলের ঘর বা বাসস্থান। স্থানীয়রা এ দুর্গটিকে ঈশা খাঁ নির্মিত দুর্গ হিসেবে জানতেন। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে ধারণা করা হচ্ছে, মুঘল আমলে অথবা তারও আগে সুলতানি আমলের শেষ দিকে নির্মিত কোনো সেনানায়কের বাড়ি ছিল এটি। সে হিসেবে এটি প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর রোয়াইলবাড়ি দুর্গকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে নথিভুক্ত করে। সংরক্ষিত ঘোষণার পর ১৯৯১ সালে প্রথম দুর্গটি খনন করা হয়। এরপর ১৯৯৪ সাল নাগাদ তিন দফা খননে উত্তর-দক্ষিণে ৫৩৩.২৩ মিটার দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩২৭.৫৭ মিটার প্রশস্তবিশিষ্ট দুর্গ এলাকাটি চিহ্নিত করাসহ দুর্গের তিনটি পরিখা, শানবাঁধানো ঘাটসহ দুটি বিশাল আকারের দীঘি, বরুজ ঢিবি, বড় দেউড়ি, বার দুয়ারী মসজিদ, মিহরাব, ইটের দেয়ালবেষ্টিত দুর্গ, বহু কক্ষবিশিষ্ট একাধিক ইমারতের চিহ্ন, কবরস্থান ও নিয়ামত বিবির মাজার, লতাপাতা ও ফুল-ফলে আঁকা রঙিন প্রলেপযুক্ত কারুকাজ, পোড়ামাটির অলংকৃত ইট, টালি, জ্যামিতিক মোটিফ, টেরাকোটা, বর্শা, প্রস্তর খণ্ড এবং লোহা ও চিনামাটির নানা জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়। এরপর প্রায় ২৩ বছর দুর্গটি প্রায় অরক্ষিত থাকে।

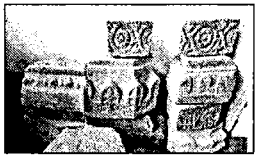

দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পর ২১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে আবারো রোয়াইলবাড়ি দুর্গে খনন কাজ শুরু করে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর। নতুন এ খননকাজের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় তিন স্তর প্রাচীরবিশিষ্ট দুর্গের তোরণ ও গেইটের ধ্বংসাবশেষ, অলঙ্কারিক পাথর (অর্নামেন্টাল স্টোন), মুসলিম যুগের টাইলস, মৃৎপাত্রের টুকরা, লোহা দিয়ে পাথর জোড়া দেয়ার হুকসহ আরও অনেক কিছু।

২০০ বছর আগের মুদ্রা

সম্প্রতি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শিমুলতলী পালপাড়া এলাকার গোপাল চন্দ্র পালের ছেলে দীপংকর পালের বাড়িতে মাটি খননের সময় প্রায় ২০০ বছরের পুরনো ব্রিটিশ শাসনামলের ১৬০টি রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। খননের সময় মাটির প্রায় সাড়ে তিন ফুট গভীরে একটি মাটির পাত্রে ১৫৯টি রৌপ্য ও ১টি তাম্র মুদ্রার সন্ধান পায় শ্রমিকরা। প্রতিটি মুদ্রার ওজন প্রায় এক ভরি। মুদ্রাগুলোর গায়ে ১৮১৮, ১৮৮৮, ১৯০৬, ১৯০৮, ১৯১০ ও ১৯১৫ সাল উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলের এসব মুদ্রার একপাশে One Rupee India লেখা রয়েছে। মুদ্রাগুলোর মধ্যে কিছু মুদ্রার অপর পাশে ছবিসহ Victoria Empress এবং অবশিষ্টগুলোতে George King Emperor লেখা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দ্বীপ : বঙ্গোপসাগরে নতুন সম্ভাবনা

অপার সম্ভাবনা নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠেছে এক নতুন দ্বীপ, যার নাম 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'। ১১-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৯ সদস্যের একটি অনুসন্ধানী দল বঙ্গবন্ধু দ্বীপে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২৬ মে ২০১৭ বঙ্গবন্ধু দ্বীপ নিয়ে তাদের পরিচালিত গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

অবস্থান-আয়তন

মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট থেকে ১৫ কিলোমিটার ও দুবলারচর উপকূল থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ দ্বীপের বর্তমান আয়তন ৭.৮৪ বর্গকিলোমিটার।

যা রয়েছে

বঙ্গবন্ধু দ্বীপে প্রথমবারের মতো পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দ্বীপটির স্থায়িত্ব, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত নানা দিক বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দ্বীপটির চারদিকে গড়ে উঠেছে প্রায় নয় কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৫০০ মিটার প্রশস্ত সমুদ্রসৈকত। এর পেছনেই রয়েছে নয়নাভিরাম ছোট ছোট বালির ঢিবি বা বালিয়াড়ি। সর্ব পেছনে রয়েছে এক দশকেরও কম সময়ে গড়ে ওঠা সবুজ, শ্যামল বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। এছাড়া জীববৈচিত্র্যের আঙ্গিকেও দ্বীপটির উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্ভার বেশ বৈচিত্র্যময়। প্রাথমিকভাবে দ্বীপটিতে চার প্রজাতির কাঁকড়া, ১৬ প্রজাতির মোলাস্কা (শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি), আট প্রজাতির প্লাংকটন ও দুই প্রজাতির বার্নাকল পাওয়া গেছে। এছাড়া দ্বীপটিতে এক প্রজাতির এসিডিয়ানের সন্ধান মিলেছে, যা বাংলাদেশে প্রথম। এছাড়া স্থলজ প্রাণিকুলের মধ্যে ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পোকা-মাকড় পাওয়া গেছে।

যেভাবে আবিষ্কার

জেলেরা আড়াই দশক আগে খুঁজে পেলেও ১৯৭৬ সাল থেকেই স্যাটেলাইট ইমেজে দ্বীপটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তখন দ্বীপটি মাঝে-মধ্যে জেগে উঠতো, আবার ডুবে যেত। এরপর ১৯৯২ সালে তিন জেলে আবিষ্কার করেন নতুন একটি দ্বীপ। তিন জেলের একজন মালেক ফরাজি জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দ্বীপটির নামকরণ করেন 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'।

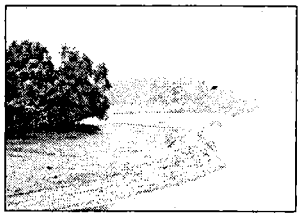

প্রথমে দ্বীপটির আয়তন ছিল মাত্র দুই একর এবং সেটি ছিল সম্পূর্ণ কাদা ও বালুময়। এরপর দীর্ঘদিন এর কোনো ক্রমবৃদ্ধি না হলেও ২০০৪ সালের পর থেকে দ্বীপের আকার ধীরে ধীরে স্থিতিশীল অবস্থায় আসতে থাকে। এর পর থেকে না ডুবে ক্রমেই বড় হচ্ছে দ্বীপটি। ২০১৩ সালের দিকে এসে এটি বর্তমান অবয়ব লাভ করে। চারটি ধাপে গড়ে ওঠা এ দ্বীপ বর্তমানে পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বীপটির কোথাও চোরাবালি নেই। চারিদিকের পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং পানির গুণগত মানও আদর্শিক পর্যায়ের।

আইন-আদালত

♦ বিচার চলাকালে কারাগারে থাকলে দণ্ড বিয়োগ

আসামির মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় তার কারাবাস যে কোনো প্রকার কারাদণ্ডে মোট দণ্ডের সময়কাল হতে বাদ যাবে। ২৯ মে ২০১৭ সুপ্রিমকোর্টের জারিকৃত এক সার্কুলারে বলা হয়, মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোনো প্রকারের কারাদণ্ড প্রদান/প্রচারিত রায় বা আদেশে আসামির মামলা বিচারাধীন অবস্থায় কারা হেফাজতে থাকা বা অবস্থানরত সময়কাল তার মোট দণ্ডের সময়কাল থেকে বিয়োগ (ডিডাক্ট) হবে।

♦ প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি নিষিদ্ধ

১ জুন ২০১৭ প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এক নির্দেশনা জারি করে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর। নির্দেশনায় ভাইরাসজনিত সর্দি জ্বর, কাশি ও ডায়রিয়ায় অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ার বিষয়টি বলা হয়। এর আগে ৩১ মে ২০১৭ 'প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রয় করা নিষেধ' সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা ঔষধ প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করে ওয়াশিংটনভিত্তিক 'সেন্টার ফর ডিজিজ ডায়নামিক, ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসির (CDDEP) সহযোগিতায় 'গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেসিসট্যান্স পার্টনারশিপ' (GARP) বাংলাদেশ।

আমানতকারীর মৃত্যুতে নমিনিই পাবে অর্থ

ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও জমানো অর্থ আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনিই পাবেন। অন্য কাউকে জমানো অর্থ দিতে পারবে না আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তবে আমানতকারী চাইলে যে কোনো সময় নমিনি বাতিল করে অন্য কাউকে নমিনি করতে পারবেন। ১২ জুন ২০১৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ থেকে এক সার্কুলারে এ বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এর আগে ১৯ এপ্রিল ২০১৭ ব্যাংকগুলোকে একই নির্দেশনা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

নমিনি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে বা আমানতকারীর মৃত্যুর পর আমানতের সুবিধা কীভাবে নমিনি পাবেন, তা ব্যাংক কোম্পানি আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত)-এর ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির কাছে রাখা কোনো আমানত যদি একক ব্যক্তি বা যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির নামে জমা থাকে, তাহলে ঐ একক আমানতকারী এককভাবে অথবা যৌথ আমানতকারীরা যৌথভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন, যাকে আমানতকারীর মৃত্যুর পর অর্থ দেয়া যেতে পারে।

নতুন সম্রাট পাচ্ছে জাপান

চূড়ান্ত হয়েছে জাপানের নতুন সম্রাট নিয়োগের বিষয়টি। ৯ জুন ২০১৭ বর্তমান সম্রাট আকিহিতোর সিংহাসন ছাড়ার ইস্যু সংক্রান্ত বিল জাপান পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে আইন আকারে পাস হওয়ার পাশাপাশি নতুন সম্রাট নিয়োগের বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়ে যায়। বর্তমান 'ক্রাউন প্রিন্স' ও সম্রাট আকিহিতোর বড় সন্তান নারুহিতোই হতে যাচ্ছেন জাপানের পরবর্তী সম্রাট। অন্যদিকে গত ২০০ বছরের মধ্যে আকিহিতোই প্রথম জাপানি সম্রাট, যিনি তার জীবদ্দশায় স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়তে যাচ্ছেন।

বাবা সম্রাট হিরোহিতোর মৃত্যুর পর ৭ জানুয়ারি ১৯৮৯ সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন আকিহিতো। জাপানিদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় এবং সম্মানিত একজন সম্রাট। ৮৩ বছর বয়সী সম্রাট আকিহিতো ৮ আগস্ট ২০১৬ ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বার্ধক্য ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তার পক্ষে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সিংহাসন ছাড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু দেশটির বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, এভাবে কোনো সম্রাট সিংহাসন ছাড়তে পারেন না। এটি করতে হলে পার্লামেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বিষয়টি নিয়ে জাপানের গণমাধ্যমে বেশ আলোচনা হয়। সাধারণ জনগণের কাছ থেকেও এর ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। তারই ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের সরকার সম্রাট আকিহিতোর সিংহাসন ছাড়ার সুযোগ করে দেয়। ২৯ মে ২০১৭ এ সংক্রান্ত একটি বিল মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। এরপর ১ জুন ২০১৭ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ও ৯ জুন ২০১৭ উচ্চকক্ষে ঐ বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এর ফলে সম্রাট আকিহিতোর সিংহাসন ত্যাগের পথ সম্পূর্ণরূপে কন্টকমুক্ত হয়। জাপানের ইতিহাসে একে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়। এ আইন কেবলমাত্র সম্রাট আকিহিতোর ক্ষেত্রেই বলবৎ থাকবে।

সম্রাট আকিহিতো

প্রিন্স নারুহিতো

জাপানের আইন অনুযায়ী, কেবলমাত্র সম্রাটের রক্তবহন করে এমন পুরুষ সদস্যরা পরবর্তী সম্রাট হওয়ার সুযোগ পায়। আর সে অনুযায়ী, সম্রাট আকিহিতো সিংহাসনে ছাড়লে তার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্ব নেবেন তার পুত্র ৫৭ বছর বয়সী ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতো। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সম্রাট আকিহিতোর জন্মদিনেই নতুন সম্রাট হিসেবে মুকুট পরতে পারেন সম্রাট নারুহিতো।

হিমালয়ের কোলে

নতুন প্রধানমন্ত্রী

২৪ মে ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দহল। তিনি 'প্রচন্ড' নামে বেশি পরিচিত। এরপর ৬ জুন ২০১৭ পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন নেপালি কংগ্রেস নেতা শের বাহাদুর দেউবা। নির্বাচনে তিনি একাই প্রার্থী ছিলেন। ৭০ বছর বয়সী দেউবা ৭ জুন ২০১৭ দেশটির ৪০তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি এর আগে ১২.০৯.১৯৯৫-১২.০৩.১৯৯৭; ২৬.০৭.২০০১-০৪.১০.২০০২ এবং ০৩.০৬.২০০৪-০১.০২.২০০৫ সময়কালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য নেপাল ৪ জুন ২০১৭ চায়না গেজুবা গ্রুপ করপোরেশনের (CGGC) সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির আওতায় স্থলবেষ্টিত দেশটিতে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বোধিগন্ধকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Budhigandaki Hydroelectric Project) নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় হবে ২৫০ কোটি ডলার।

ভারতের প্রথম ভূ-গর্ভস্থ টানেল

নদীর তলদেশে প্রথমবারের মতো মেট্রো টানেল বানাচ্ছে ভারত। এর মাধ্যমে দ্রুতগতির মেট্রোরেল যাওয়া-আসা করবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোলকাতায় হাওরা নদীর নিচ দিয়ে নির্মিত এ সুড়ঙ্গপথ হবে ভারতের প্রথম ভূ-গর্ভস্থ টানেল। ভূমি থেকে ৩০ মিটার গভীরে নির্মিত ৫২০ মিটার দীর্ঘ এ টানেল দিয়ে মেট্রোরেল চলবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে।

সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত বিশ্ব

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলাগুলোকে যুথবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

রক্তাক্ত কাবুল

৩১ মে ২০১৭ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সুরক্ষিত কূটনৈতিক পাড়ায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ১৫০ জন এবং ৪১৩ জনের বেশি লোক আহত হয়। এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ৩ জুন ২০১৭ আবার রক্ত ঝরে কাবুলে। ৩১ মে ২০১৭'র ঘটনার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে নিহত ব্যক্তির দাফনের সময় এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় কমপক্ষে ১১৮ জন।

ম্যানিলার ক্যাসিনো-ট্র্যাজেডি

২ জুন ২০১৭ ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ওয়ার্ল্ড ম্যানিলা রিসোর্টে এক বন্দুকধারী অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করে ও জুয়ার টেবিলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ৩৭ জন নিহত হয়। ম্যানিলায় ক্যাসিনোতে হামলার ঘটনার দায় স্বীকার করে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (IS)। সংগঠনটির বার্তা সংস্থা 'আমাকে' এ দাবি করা হয়। কিন্তু ম্যানিলা পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ঐ ক্যাসিনোতে হামলাকারী ছিলেন জুয়ায় অনেক অর্থ হারিয়ে ঋণে জর্জরিত এক ব্যক্তি। তার নাম জেসি জেভিয়ার কাল্লোস।

পুনরাক্রান্ত লন্ডন

২২ মে ২০১৭ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে বোমা হামলার ১২ দিন পর ৩ জুন ২০১৭ পুনরায় সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশটি। লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে পৃথক দুটি স্থানে ঐ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয় ১১ জন। ৪ জুন ২০১৭ এ হামলার দায় স্বীকার করে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। ৫ ও ৬ জুন ২০১৭ লন্ডন পুলিশ তিন হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করে, যারা ঘটনাস্থলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। হামলাকারী তিনজন— পাকিস্তানে জন্ম নেয়া ব্রিটিশ নাগরিক খুরাম বাট, মরক্কো-লিবিয়া বংশোদ্ভূত রশিদ রেদুয়ান এবং মরক্কোর বংশোদ্ভূত ইতালীয় ইউসেফ জাগবা।

মোগাদিসুতে হামলা

১৪ জুন ২০১৭ আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি ব্যস্ত হোটেল ও সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুক হামলায় অন্তত ১৯ জন নিহত হয়। জঙ্গিগোষ্ঠী আল শাবাব এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। ২০১১ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের সেনারা আল শাবাব বিদ্রোহীদের মোগাদিসু থেকে হটিয়ে দেয়, কিন্তু এখনও দেশটির অধিকাংশ এলাকা বিদ্রোহী জঙ্গিগোষ্ঠীটির নিয়ন্ত্রণে আছে।

বিদেশে চীনের সামরিক ঘাঁটি

বিশ্বের কয়েকটি দেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে চীন। নিজেদের আধিপত্য বাড়াতেই দেশটি এ উদ্যোগ নিয়েছে। ৬ জুন ২০১৭ পেন্টাগনের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। সম্প্রতি চীন আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রয়েছে। ঘাঁটিটি কৌশলগতভাবে লোহিত সাগর হয়ে সুয়েজ খালের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত।

দুবাইয়ে প্রথম রোবট পুলিশ

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিলাসবহুল শহর হিসেবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবচেয়ে বড় ও ঘনবসতিপূর্ণ শহর দুবাইও এক্ষেত্রে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাই বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এ শহরটিতে নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টার কোনো কমতি নেই প্রশাসনের। ২২ মে ২০১৭ এ শহরেই চালু হয়েছে বিশ্বের প্রথম রোবট পুলিশ, যার নাম Robocop। শহরটির মার্কেট ও পর্যটক আকর্ষণে টহল দেয়ার কাজে নিয়োজিত করা হয় তাদের।

'আমাক' প্রধান নিহত

৩১ মে ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলায় ইসলামিক স্টেটের (IS) প্রচার মাধ্যম 'আমাক'-এর প্রতিষ্ঠাতা রাইয়ান মেশাল নিহত হন। ঐ হামলায় আল মায়েদিন শহরে নিজ বাড়িতে মেশালের সাথে তার কন্যাও নিহত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হামলার জন্য ইসলামিক স্টেট 'আমাক'-এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর চ্যানেল ব্যবহার করে হামলার দায় স্বীকার করে থাকে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'আমাক' IS-এর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। 'আমাক'-এর মাধ্যমে IS বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত অন্তত দুই ডজন হামলার দায় স্বীকার করেছে।

বুরুন্ডিতে লিভ টুগেদার নিষিদ্ধ

আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডির সমাজ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার কাজ শুরু করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট পিয়েরে কুরুনজিজা। এজন্য ব্যাপক মাত্রায় প্রচারণা শুরু হয়েছে। এমনই এক সংস্কারমূলক প্রচারণা কার্যের উদ্বোধন করতে গিয়ে ২৬ মে ২০১৭ তিনি দেশটির অবিবাহিত দম্পতিদের বিয়ের নির্দেশ দেন। অর্থাৎ সম্পর্ককে আইনগতভাবে বৈধ করতে হবে। এ জন্য সময় বেঁধে দেন ২০১৭ সালের শেষ পর্যন্ত। প্রেসিডেন্ট পিয়েরের মতে, এ সিদ্ধান্ত বুরুন্ডির সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান জোরদার করবে। পারিবারিক মূল্যবোধ জোরালো করবে।

boighar.com

স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট

কাতালোনিয়া

স্পেন থেকে স্বাধীন হতে ১ অক্টোবর ২০১৭ গণভোট অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করে দেশটির সম্পদশালী অঞ্চল কাতালোনিয়া। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বিতর্কিত গণভোট আয়োজনের এ খবর ৯ জুন ২০১৭ আঞ্চলিক সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়। গণভোটে জনগণের কাছে প্রশ্ন করা হবে, 'আপনি কি একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে কাতালোনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান?'

কুর্দিস্তান

ইরাক থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন করতে যাচ্ছে ইরাকি কুর্দিরা। স্বায়ত্তশাসিত ইরাকি কুর্দিস্তানের কর্তৃপক্ষ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এ গণভোটের তারিখ নির্ধারণ করে। এক টুইট বার্তায় গণভোট আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানি। উল্লেখ্য, ইরাকে প্রায় ৫০ লাখ কুর্দি বসবাস করে।

গাদ্দাফি পুত্রের মুক্তি লাভ

লিবিয়ার ক্ষমতাচ্যুত নেতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফ আল ইসলাম গাদ্দাফিকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ন্যাটোর হস্তক্ষেপে ১০ জুন ২০১৭ লিবিয়ার জিনতান

এলাকার সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রিত একটি কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি পাহাড়ি এলাকা জিনতানের এক কারাগারে বন্দি ছিলেন সাইফ। ঐ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ এখন সালাফি মতাদর্শী জঙ্গিগোষ্ঠী আবু বকর আল-সিদ্দিক বাহিনীর হাতে।

গাদ্দাফির আট ছেলের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সন্তান সাইফ। ২৩ অক্টোবর ২০১১ লিবিয়ার পতনের পর পালানোর সময় জিনতান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮ জুলাই ২০১৫ ত্রিপোলির এক আদালত তার মৃত্যুদণ্ড দেয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতও তাকে যুদ্ধাপরাধী বলে অভিহিত করে।

জেরুজালেম যুদ্ধের ৫০ বছর

জুন ২০১৭ জেরুজালেম যুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি হয়। ইসরাইল এবং সিরিয়া, মিসর ও জর্ডানের মধ্যে ১৯৬৭ সালে সংঘটিত এ যুদ্ধ 'আরব-ইসরাইল যুদ্ধ' বা '৬ দিনের যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। ৫-১০ জুন ১৯৬৭ সংঘটিত ছয় দিনের এ যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র অনেকখানি বদলে যায়। যুদ্ধে ইসরাইলি বাহিনী মিসর, জর্ডান ও সিরিয়াকে পরাজিত করে মিসরের সিনাই উপদ্বীপ, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। ইসরাইল এ অল্প সময়ে তিনটি আরব দেশের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সুয়েজ খাল, জর্ডান নদী এবং গোলান মালভূমি ধরে এ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইসরাইল অনেকটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়, যেটা ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের যুদ্ধেও সম্ভব হয়নি। এ সংকট নিরসনে ২২ নভেম্বর ১৯৬৭ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পাসের মধ্য দিয়ে কূটনীতির পথ বেছে নেয়া হয়।

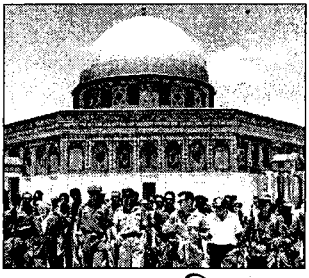

যুদ্ধের বিবরণ

৫ জুন ১৯৬৭ : কয়েক সপ্তাহব্যাপী উত্তেজনার জেরে ৫ জুন ১৯৬৭ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বেঁধে যায়। ঐ দিন ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়ে মিসরীয় বিমানবাহিনীর ৯০ শতাংশ ধ্বংস করে দেয়। এরপর ইসরাইলি সাঁজোয়া যান মিসরে ঢুকে পড়ে। তখন আরব দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা জেরুজালেম লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে শুরু করে।

৬ জুন ১৯৬৭ : ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানে গাজার পতন হয়। তখন ঐ উপত্যকা মিসরের শাসনে ছিল। ইসরাইলি বাহিনী সিনাই উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হয় এবং জেরুজালেমের আরব অংশে প্রবেশ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে একটি অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৭ জুন ১৯৬৭ : ইসরাইলি সেনাবাহিনী সুয়েজ খালের পূর্ব তীর দখল করে। এছাড়া তাদের নৌবাহিনী শারম আল-শেখ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ইসরাইলি বাহিনী জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে প্রবেশ করে। তারা বেথলেহেম এবং জেরিকো শহরসহ জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়।

৮ জুন ১৯৬৭ : ইসরাইলি সেনারা সুয়েজ খালের তীরে পৌঁছায়। এটা ছিল সিনাই দখলের লড়াই অবসানের সংকেত। তখন মিসরীয় বেতার ঘোষণা দেয়, কায়রো জাতিসংঘের অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করছে।

৯ জুন ১৯৬৭ : ইসরাইলিরা সুরক্ষিত গোলান মালভূমিতে অভিযান শুরু করে। একদিনের প্রচণ্ড লড়াই শেষে তারা সিরীয় বাহিনীকে হটিয়ে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। ঐ দিন মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিন ঘণ্টা পরই তিনি অবস্থান পাল্টে জানান, গণদাবির মুখে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকছেন। ইসরাইল অস্ত্রবিরতি মেনে নেয়।

১০ জুন ১৯৬৭ : সিরিয়া-ইসরাইল সম্মুখযুদ্ধ জোরদার হয়। সিরিয়াকে হটাতে ইসরাইল তাদের পুরো সামরিক শক্তি কাজে লাগায়। সিরিয়ার কুনেইত্রা শহরের পতনের পরও ইসরাইলিরা এগিয়ে যেতে থাকে।

জামাল আবদেল নাসের

ইউরোপের বৃহত্তম প্রমোদতরী

ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলীয় সেন্ট-নাজায়েরের এসটিএক্স শিপইয়ার্ড থেকে ১ জুন ২০১৭ যাত্রা শুরু করেছে 'MSC Meraviglia' নামের প্রমোদতরীটি। এটি ৬৫৭০ যাত্রী ও ১৫৫০ ক্রু বহনে সক্ষম। MSC Meraviglia ইউরোপের বৃহত্তম এবং বিশ্বে এ যাবৎকাল তৈরি প্রমোদতরীর মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম। ১৯ তলাবিশিষ্ট জাহাজটি তৈরিতে খরচ হয় ১০০ কোটি ডলার।

ভারতীয় লিও আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

রেকর্ড গড়ে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইরিশ লিও ভারাদকার। ১৪ জুন ২০১৭ পার্লামেন্টের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্য দিয়ে কয়েকটি রেকর্ড গড়েন ভারাদকার। ৩৮ বছর বয়স্ক ভারাদকার আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। আয়ারল্যান্ডের প্রথম অভিবাসী প্রধানমন্ত্রীও তিনি। তাছাড়া, সেখানকার ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রকাশ্য সমকামী প্রধানমন্ত্রী।

লিও'র বাবা অশোক ভারাদকার পেশায় একজন ডাক্তার। মুম্বাইয়ে তার আদিবাস। বিয়ে করেন আইরিশ নার্স মিরিয়ামকে। এরপর পাড়ি জমান আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে। ব্যক্তি জীবনে ৩৮ বছর বয়সী লিও নিজেও একজন ডাক্তার। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি যুক্ত হন রাজনীতিতে। তার রাজনৈতিক দলের নাম 'ফাইল গায়েল'। দলটি ২০০১ সালে প্রথম জোট সরকার গঠন করে। ২০১৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে লিও প্রথমবারের মত নিজেকে সমকামী বলে দাবি করেন। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে সমকামিতা নিষিদ্ধ ছিল। এরপর বৈধতা দেয়া হয়। নিজের এ পরিচয়ে গর্বিত লিও। সমকামীদের বিবাহ আইনি বৈধতা লাভের আন্দোলনে তিনি একজন পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত।

ট্যাবলয়েড হচ্ছে গার্ডিয়ান ও অবজারভার

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্র *গার্ডিয়ান* ২০১৮ সালের শুরুর দিকে ট্যাবলয়েড আকৃতির পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হবে। তিন বছরব্যাপী রূপান্তর কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত হয়। পত্রিকাটির মালিক গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপ (জিএমজি) ১৩ জুন ২০১৭ এ ঘোষণা দেয়। একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি রোববার প্রকাশিত *দ্য অবজারভার* পত্রিকাটিও ট্যাবলয়েড হিসেবে ছাপা হবে।

প্রাচীনতম মানব-ফসিল আবিষ্কার

সম্প্রতি মরক্কোয় মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে আবিষ্কৃত পুরনো ফসিলটি ছিল ১ লাখ ৯৫ হাজার বছরের আগের। তবে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এ ফসিলটি তিন লাখ বছরের আগের বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, আদি মানুষের মুখের আকৃতি ছিল অনেকটা এখনকার মানুষের মতোই। তবে তাদের মস্তিষ্ক মৌলগতভাবেই ভিন্ন ছিল বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

ভারতের রাজধানীতে মানব পাঠাগার

১৮ জুন ২০১৭ ভারতের দিল্লিতে চালু হয় হিউম্যান লাইব্রেরি বা 'মানব পাঠাগার'। এখানে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মানুষরূপী বই পাওয়া যাচ্ছে। এ লাইব্রেরিতে জ্ঞান আসছে বইয়ের পাতা থেকে নয়, মানুষের মুখ থেকে। ২০ মিনিটের জন্য একজন মানুষরূপী বই ধার দেয়া যাচ্ছে। মানুষরূপী বইয়ের কাছে ইচ্ছেমতো প্রশ্ন রাখা যাচ্ছে।

অবশ্য মানুষের লাইব্রেরির ধারণাটি এবারই নতুন নয়। ২০০০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে রোনি অ্যাবেগেইল নামের এক ব্যক্তি প্রথম এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক পরিবর্তন আনা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সংলাপ চালু করা। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০টি দেশে মানব পাঠাগার সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতের হায়দরাবাদে প্রথম লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরে মুম্বাইয়ে স্থাপিত হয় এটি। এখন রাজধানী শহরে শুরু হয়েছে এ উদ্যোগ।

লন্ডনে বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড

১৪ জুন ২০১৭ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনে অবস্থিত 'গ্রেনফেল টাওয়ার' নামে ২৪ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৪ সালে নির্মিত কেনসিংটন অ্যান্ড চেলসি বারার এ টাওয়ারে ১২০টি ফ্ল্যাট ছিল। নজিরবিহীন এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু লোক নিহত ও আহত হন।

ভারতের গো-রাজনীতি

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ২৩ মে ২০১৭ পশুবাণিজ্য নিয়ে এক নতুন নির্দেশনা জারি করে। নির্দেশনায় জবাইয়ের জন্য পশুর হাটে গরু-মহিষ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। অনিয়ন্ত্রিত ও নজরদারিহীন পশু বাণিজ্য প্রতিরোধে তারা এ সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে দেশটির বেশ কয়েকটি রাজ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬টি রাজ্য হলো কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ইউনিয়ন টেরিটরি অব পুদুচেরি, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা ও মেঘালয়। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনীতির ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে সম্প্রতি আলোচ্য বিষয় হিসেবে গরু নিয়ামকের ভূমিকায় এসে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতও গরুবিষয়ক সরকারের ঐ নির্দেশনার সাথে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে রাজস্থান হাইকোর্ট ৩১ মে ২০১৭ এক নির্দেশে গরুকে ভারতের জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়। একই সাথে গরু জবাই করে খাওয়ার শাস্তি তিন বছর থেকে বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করার সুপারিশ করে। এভাবেই রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিচারালয় পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র গরুবিষয়ক বিতর্কে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

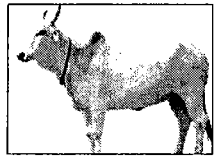

২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দেশটির কয়েকটি রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটে ২০১৭ সালের মার্চে এ সংক্রান্ত একটি আইন পাস হয়। সেখানে গো-হত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। ভারতে গো-রক্ষার নামে অনেক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন তৈরি হয়েছে। তাদের হাতে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

boighar.com

ফ্রান্সে নির্বাচন
রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দেশটির রাজনীতিতে এক বছর আগেও খুব একটা পরিচিত ছিলেন না, ছিল না তার নিজের কোনো রাজনৈতিক দলও। ৬ এপ্রিল ২০১৬ তিনি গঠন করেন মধ্যপন্থী একটি রাজনৈতিক দল। দলটি প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই এ দল থেকে নির্বাচন করে ফরাসি রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোকে ধরাশায়ী করে ৭ মে ২০১৭ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। ইতিহাসের এ বরপুত্র ভেঙে দেন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রায় ৬০ বছরের গতানুগতিক ধারা।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ১১ ও ১৮ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনেও বড় ধরনের জয় পায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী দলটি। আর এর মাধ্যমে নতুন এক ইতিহাস গড়েন তিনি। ফ্রান্সের পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা ৫৭৭। এর মধ্যে তিন ভাগ আসনে জয়ী হয় ম্যাক্রোঁর দল La Republic En Marche (LREM) ও তাদের সহযোগী 'মুভমঁ দেমোক্রাত'। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে ম্যাক্রোঁ ও তার দল ভেঙে দেয় ৬০ বছরের ইতিহাস। এর আগে ২১ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এ রেকর্ডটি ছিল প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গলের।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভূমিধস জয়ের মাধ্যমে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ হয়ে উঠেছেন ফ্রান্সের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। মাত্র বছরখানেক আগে গড়ে ওঠা তার দল LREM পার্টির অনেক পার্লামেন্ট সদস্যই রাজনীতিতে নবীন। তাদেরকে নিয়েই ফরাসি বীর নেপোলিয়নের পর দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে কনিষ্ঠতম নেতা ম্যাক্রোঁ ফ্রান্সের রাজনীতির মানচিত্র আমূল বদলে দিয়েছেন।

পানামা-তাইওয়ান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন

১৩ জুন ২০১৭ পানামা তাইওয়ানের সাথে তাদের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এরপর থেকে পানামা 'এক চীন নীতি'কে স্বীকৃতি দিয়ে তাইওয়ানকে চীনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করবে। এর আগে ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপেও তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেইজিংয়ের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বর্তমানে তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে এমন দেশের সংখ্যা ২০টি।

ইন্দোনেশিয়ায় কত দ্বীপ?

দ্বীপ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় ঠিক কতগুলো দ্বীপ আছে, সেটা কেউই ঠিকঠাক বলতে পারে না। সরকারের কাছেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। আসলে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বীপের সংখ্যা এত বেশি যে তারা সেগুলো এখনো পুরোপুরি গণনা করে উঠতে পারেনি। তাই নামকরণের কাজটাও অসমাপ্ত। ১৯৯৬ সালের একটি আইনে বলা হয়, দ্বীপের সংখ্যা ১৭,৫০৮টি হতে পারে। তবে এটা আনুমানিক হিসাব। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যা অগ্রহণযোগ্য। দেশটির সরকার এবার নিজেদের দ্বীপের মোট সংখ্যার সুনির্দিষ্ট হিসাব চায়। কারণ, জাতিসংঘে ২০১৭ সালে

আগস্টে অনুষ্ঠেয় এক বৈঠকে সেটা জানাতে হবে। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ও জলসীমা এবং মৎস্য সম্পদের সুরক্ষার স্বার্থে ইন্দোনেশিয়ার নিজেদের দ্বীপসংখ্যার প্রকৃত হিসাব জানা প্রয়োজন। ১৯ লাখ বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার সব দ্বীপ জাতিসংঘের মানদণ্ড মেনে গণনার কাজটা মোটেও সহজ নয়। একটা দ্বীপের নামের সরকারি স্বীকৃতির জন্য অন্তত দুজন স্থানীয় ব্যক্তির ঐ নামটা জানা থাকতে হবে। ভৌগোলিক নামের আধুনিকায়ন বিষয়ে ২০১২ সালে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে জাকার্তা বলেছে, তাদের কাছে ১৩,৪৬৬টি দ্বীপের হিসাব আছে। ২০১৭ সালের আগস্টের বৈঠকে ইন্দোনেশিয়া অন্তত ১,৭০০টি নতুন দ্বীপের নাম জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত করতে চায়।

উত্তর কোরিয়া

ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

২০১৭ সালের মে মাসে তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া। সর্বশেষ ৩০ মে ২০১৭ দেশটি একটি স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায়, যা ৪৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জাপান সাগরে গিয়ে পড়ে। এর আগে ১৪ মে ২০১৭ 'হোয়াংসং-২' নামের একটি মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ২১ মে ২০১৭ 'পুকগুকসং-২' নামের একটি মাঝারি পাল্লার ব্যালস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায় দেশটি। উত্তর কোরিয়া ২০১৭ সালে এখন পর্যন্ত ৯ দফায় মোট ১২টি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়।

উত্তর কোরিয়ার কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র

নাম	পাল্লা (কিমি)
কেএন-১১	প্রায় ৪,০০০
রোদং	প্রায় ৬০০০
মুসুদান	প্রায় ৮০০০
পুকগুকসং-২	৮০০০
তায়েপোডং-২	প্রায় ১২,০০০

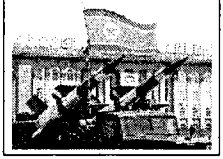

জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তর কোরিয়ার উপর্যুপরি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় দেশটির ওপর আরোপিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরো বাড়ানো হয়। দেশটির চারটি প্রতিষ্ঠান ও ১৪ কর্মকর্তার উপর সর্বশেষ এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ২ জুন ২০১৭ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী-অস্থায়ী সব সদস্যের সম্মতিতে এ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের যৌথ সম্মতিতে গ্রহণ করা হয় এ প্রস্তাবটি।

ঐতিহ্যগতভাবে উত্তর কোরিয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নেয়। তাদের আলোচনার ফলাফলই পরে উত্তর কোরিয়ার ওপর নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রকাশ পায়।

মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ ঘাঁটি

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, তার মধ্যে বৃহত্তম বিমানঘাঁটি রয়েছে কাতারে। রাজধানী দোহা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ১১,০০০ সেনা রয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানের পাশাপাশি আরো ১৭টি দেশে কাতারের এ ঘাঁটি থেকে বিমান অভিযান পরিচালনা এবং নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। এ ঘাঁটিতে রয়েছে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় রানওয়ে, যার দৈর্ঘ্য ১২,৫০০ ফুট। ঘাঁটিতে ১২০টি বিমানের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা রয়েছে। কৌশলগত দিকে থেকে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

FBI'র নতুন প্রধান

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (FBI)। সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের ই-মেইল বিষয়ক তদন্তকে কেন্দ্র করে ৯ মে ২০১৭ FBI প্রধান জেমস কোমিকে বরখাস্ত করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর ৭ জুন ২০১৭ নতুন FBI প্রধান হিসেবে আইনজীবী ও বিচার বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার রে'র নাম ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট।

৫১তম রাজ্য পুয়ের্তো রিকো!

১১ জুন ২০১৭ ক্যারিবীয় দ্বীপ পুয়ের্তো রিকোতে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দ্বীপটির নিবন্ধিত প্রায় ২২ লাখ ৬০ হাজার ভোটারের মধ্যে গণভোটে ভোট দেয় শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ ভোটার। ভোটার উপস্থিতি সবচেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ ভোটারই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে রায় দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে রায় পড়লেও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র তার রাজনৈতিক সীমানা বর্ধিত করবে কি-না সে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস। আর যদি কংগ্রেস ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়, তবে পুয়ের্তো রিকো হবে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম রাজ্য।

ICBM ব্যবস্থার পরীক্ষা

৩০ মে ২০১৭ প্রথমবারের মতো সফলভাবে আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM) হামলার বিরুদ্ধে ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র। এ পরীক্ষায় প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ থেকে আলাস্কার দক্ষিণাঞ্চলীয় জলসীমা লক্ষ্য করে কৃত্রিম একটি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে মার্কিন সেনাবাহিনী। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডেনবার্গ বিমানঘাঁটি থেকে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য একটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ইন্টারসেপ্টর ছুঁড়ে ঐ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পরীক্ষাটিকে Critical Milestone বলে অভিহিত করে দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংস্থা (MDA)। কৃত্রিম ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধে ভূমিভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষার (জিএমডি) এটাই প্রথম সরাসরি পরীক্ষা।

ট্রাম্পের 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' স্থগিত

২৭ জানুয়ারি ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে প্রথমবার নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাত দিনের মাথায় সিয়াটলের ফেডারেল আদালত ঐ নির্বাহী আদেশের বাস্তবায়ন 'স্থগিত' করে দেয়। আর ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ একটি আপিল আদালত ঐ আদেশ বহাল রাখে। এক মাস পর ৬ মার্চ ২০১৭ ট্রাম্প ছয়টি মুসলিম দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করেন। নতুন ঐ আদেশে আগের তালিকা থেকে ইরাককে বাদ দেয়া হয়, সিরিয়ার নাগরিকদের ওপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে হাওয়াই ও মেরিল্যান্ডের দুটি আদালত ঐ নির্বাহী আদেশের বাস্তবায়ন স্থগিত করে। ২৬ মে ২০১৭ আপিল আদালত মেরিল্যান্ডের সিদ্ধান্তটি বহাল রাখে। আর সর্বশেষ ১২ জুন ২০১৭ হাওয়াইয়ের আদেশটি বহাল রাখে আপিল আদালত।

ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি প্রত্যাহার

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৯৫টি দেশের সম্মতিতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক প্যারিস জলবায়ু চুক্তি। ৪ নভেম্বর ২০১৬ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হয়। চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল নয়— এমন কারণ দেখিয়ে ১ জুন ২০১৭ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তাপমাত্রা	অর্থায়ন
বৈশ্বিক উষ্ণতা ঠেকাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াসের নিচে সীমিত রাখা।	ধনী দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে বছরে ১০,০০০ কোটি ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

চুক্তিতে যা আছে

খরচ ভাগাভাগি	নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা
ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে।	গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ শিগগির সর্বোচ্চ মাত্রা থেকে নামিয়ে আনতে হবে।

চুক্তি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাহার করলেও এখনই চুক্তিটি থেকে বের হতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তিটির ২৮.১ ধারা অনুযায়ী, চুক্তির কোনো পক্ষ চুক্তিটি কার্যকরের তিন বছর পর জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারে। আর এ প্রক্রিয়া শেষ হতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তি থেকে বের হওয়ার ঘোষণা দিলেও ২০২০ সালের আগে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অর্থাৎ, চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থান কার্যকর হতে পারে ৪ নভেম্বর ২০২০।

ব্রিটিশ নির্বাচন

ঝুলন্ত পার্লামেন্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

'গণতন্ত্রের দোলনা' (Cradle of Democracy) নামে খ্যাত ব্রিটেনে ৮ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় আগাম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে একটি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট লাভ করে ব্রিটিশ জনগণ। এর ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে ব্রিটেন। সর্বশেষ ব্রিটিশ নির্বাচনের সারসংক্ষেপ রয়েছে এ আয়োজনে।

কেন আগাম নির্বাচন

২৩ জুন ২০১৬ গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেয় যুক্তরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। গণভোটে এ রায়ের পর ১৩ জুলাই ২০১৬ পদত্যাগ করেন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সে সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা তেরেসা মে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর সরকারের পূর্ণ মেয়াদ শেষ করার ঘোষণা দেন তিনি। সে হিসেবে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পরবর্তী ব্রিটিশ সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু EU থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়া, মানে BREXIT আলোচনায় নিজের অবস্থান সুসংহত করতে ১৮ এপ্রিল ২০১৭ আগাম সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন তেরেসা মে।

নির্বাচন ২০১৭

অনুষ্ঠিত : ৮ জুন ২০১৭ ▮ মোট ভোটার : ৪ কোটি ৬৮ লাখ ৪৩ হাজার ৮৯৬ ▮ অংশগ্রহণকারী দল : ৬৮টি ▮ প্রার্থী : ২,৩০৪ জন [এর মধ্যে ১৯১ জন স্বতন্ত্র] ▮ প্রদত্ত ভোট ৬৮.৭%।

ফলাফল

দল	প্রাপ্ত আসন
কনজারভেটিভ	৩১৮
লেবার	২৬২
স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (SNP)	৩৫
লিবারেল ডেমোক্র্যাট	১২
ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির (DUP)	১০
সিন ফেইন	৭
Plaid Cymru	৪
গ্রিন পার্টি	১
অন্যান্য	১

সরকার ও মন্ত্রিসভা গঠন

৬৫০ আসনবিশিষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এককভাবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় ৩২৬টি আসন। কিন্তু তেরেসা মে'র নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি তার থেকে ৮টি আসন কম পাওয়ায় উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির (DUP) সমর্থনে সরকার গঠন করে। ১০ আসন দিয়ে সরকার গঠনে সমর্থন দেয় DUP।

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো কনজারভেটিভ পার্টির নেতা তেরেসা মে ১১ জুন ২০১৭ নতুন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য মন্ত্রিবৃন্দ— উপ-প্রধানমন্ত্রী (ফার্স্ট সেক্রেটারি) : ডেমেইন গ্রিন ▮ অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার : ফিলিপ হ্যামন্ড ▮ পররাষ্ট্রমন্ত্রী : বরিস জনসন ▮ প্রতিরক্ষামন্ত্রী : মাইকেল ফ্যালন ▮ BREXIT বিষয়ক মন্ত্রী : ডেভিড ডেভিস ▮ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রী : লিয়াম ফক্স ▮ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : অ্যাম্বার রুড।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, DUP সাথে সখ্যতায় নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের যে ভূমিকা রয়েছে, তা ধরে রাখা কঠিন হবে। আর যুক্তরাজ্যের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কানজারভেটিভ পার্টি এমন একটি দলের সাথে ঝুলে থাকবে, যাদের 'সামাজিকভাবে উদারতা'র কোনো পরিচিত নেই। ঝুঁকি রয়েছে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়াতেও। এক্ষেত্রে মূল ইস্যু হবে আয়ারল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সীমানা। সীমান্ত চৌকি এবং সীমান্তরক্ষীদের সরিয়ে নেয়া ও পুনঃস্থাপন নিয়ে সবার মধ্যেই এক ধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করছিল। বিষয়টি নিয়ে বিভক্তি ও সহিংসতার শঙ্কাও করছিলেন অনেকে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডিইউপি এ বিষয়টিকে কনজারভেটিভদের সাথে দর কষাকষির ইস্যু করতে পারে বলেও আশঙ্কা অনেক এমপি'র। ডিইউপি সাথে থাকলেও পার্লামেন্টে জটিল ও বিতর্কিত কোনো আইন পাসের ক্ষেত্রে সব সময় তাদের পাশে পাওয়াটা কনজারভেটিভদের জন্য কঠিন হতে পারে।

নির্বাচন ২০১৭

▮ **রেকর্ডসংখ্যক নারী নির্বাচিত** ৮ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক ২০১ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়। এর আগে ২০১৫ সালের নির্বাচনে সর্বাধিক ১৯১ জন নারী নির্বাচিত হয়েছিল।

▮ **তিন বাঙালি অপরাজিতা** ৮ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন ১৪ জন ব্রিটিশ বাংলাদেশি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়েস্টমিনিস্টারের টিকিট হাতে পান ২০১৫ সালে নির্বাচিত তিন বাঙালি নারী— রুশনারা আলী, টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক ও ড. রূপা আশা হক।

রূপা আশা হক, রুশনারা আলী ও টিউলিপ সিদ্দিক

▮ **ভারত-পাকিস্তান সমান সমান** : ৮ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভারতীয় ও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ১২ জন করে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

কাতার সংকটে অস্থির উপসাগর

৫ জুন ২০১৭ সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশ কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর ফলে কয়েক দশকের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। আয়তনে ছোট, কিন্তু গ্যাস সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ দেশ কাতারের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীসহ আরব বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর বিরোধে অস্থির হয়ে উঠেছে উপসাগরীয় অঞ্চল। কাতার সংকটের পূর্বাপর ঘটনা দিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

সংকটের ইতিবৃত্ত

কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই আকস্মিকভাবে ৫ জুন ২০১৭ বাহরাইন প্রথম কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। পরে একে একে একই ধরনের ঘোষণা দেয় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইয়েমেন ও লিবিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপ। সাথে সাথে বন্ধ করে দেয়া হয় স্থলযোগাযোগ, আকাশ ও সমুদ্রপথের সংযোগ। এমন সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে কাতারবাসী। প্রতিবেশী দেশগুলোর সমন্বিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণাকে 'অযৌক্তিক, অন্যায্য ও দুঃখজনক' দাবি করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় কাতার সরকার। সামরিক লড়াই শুরু হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মতো ঘটনাগুলো ঘটছিল খুব দ্রুত। বেলা গড়ানোর আগে বিভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে পড়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের ছয়টি দেশের সম্মিলিত সংগঠন জিসিসি'তে। একদিকে সৌদি আরব, বাহরাইন ও আরব আমিরাত; অন্যদিকে কুয়েত ও দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ দেশ ওমান থাকে নিরপেক্ষ অবস্থানে— একা হয়ে পড়ে কাতার।

সৌদি আরব কাতারের বিরুদ্ধে নেয়া এ সিদ্ধান্ত ব্যাপক করার লক্ষ্যে সৌদি সামরিক জোটে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। একই ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। ফলে পরবর্তীতে কাতারের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা আসে মৌরিতানিয়া ও কমরোস দ্বীপপুঞ্জ থেকেও। আর কূটনৈতিক সম্পর্ক পূর্ণ ছিন্ন না করে সম্পর্কের মাত্রা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে শাদ, জিবুতি, ইরিত্রিয়া, জর্ডান, নাইজার ও সেনেগাল। এছাড়া দোহা থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয় নাইজেরিয়া। সর্বশেষ ৯ জুন ২০১৭ কাতারের সাথে সম্পর্কিত ৫৯ জন ব্যক্তি ও ১২টি সংস্থাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তালিকা প্রকাশ করে সৌদি জোট। এতে করে সংকটে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা।

সংকটের পেছনে

কাতারকে কেন্দ্র করে এমন পরিস্থিতি এবারই প্রথম নয়। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড সংগঠনের প্রতি সমর্থনের কারণে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে সৌদি আরব, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। আট মাস পর কাতারের সাথে দেশ তিনটির সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১৬ সালে দুই দফা কাতার সফরে আসেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। সর্বশেষ ২০-২১ মে ২০১৭ সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত আরব-আমেরিকান ইসলামিক সম্মেলনেও যোগ দেয় কাতার। ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের দমনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটেও সৈন্য পাঠায় কাতার। এমন পরিস্থিতিতে পুরো সম্পর্ক পাল্টে দেয় ২৩ মে ২০১৭ দিবাগত রাতে কাতার নিউজ এজেন্সি ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের দুর্ঘটনা। এতে কাতারের আমিরের নাম ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়, যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে। ২৪ মে ২০১৭ কাতারের সরকারি দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, কাতারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে এবং এটি নিয়ে তদন্ত চলছে। যেসব বক্তব্য ও বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, কাতার সেগুলো আগাগোড়া অস্বীকার করে। কিন্তু সৌদি-আমিরাত ও মিসরের গণমাধ্যম সেসব সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে কাতারবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে, যার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে ৫ জুন ২০১৭ কাতারের ওপর দেশগুলো এক ধরনের অবরোধ আরোপ করে।

শেষ কথা

একই ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জীবনাচারের দেশগুলোর মধ্যে নতুন বিভেদ রেখা টেনে দেয়ায় উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহ পাল্টে যাবে সুনিশ্চিত। এ সংকট যত দ্রুত শেষ হবে, ততই মঙ্গল। কারণ এর উপর নির্ভর করছে পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্ব রাজনীতির অনেক কিছুই।

কাতার-কথা

মানুষ কাতারকে চেনে আংশিকভাবে জাতীয় বিমান পরিবহন সংস্থা কাতার এয়ারওয়েজ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার জন্য। আরও পরিচিতি এসেছে ক্রীড়া জগতে কিছু সাফল্যের মাধ্যমে, যেমন— ২০২২ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের অধিকার অর্জন এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবল দলগুলোর মধ্যে অন্যতম স্পেনের বার্সেলোনাকে স্পন্সর করে।

আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 'কাতার' নামক রাষ্ট্রে মাত্র ২৩ লাখ মানুষের বসবাস। এর আয়তন মাত্র ১১,৪৩৭ বর্গকিলোমিটার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশ কাতার। উপসাগরীয় অঞ্চলের কনিষ্ঠতম আমির হলেন দেশটির আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমগুলোর অন্যতম হলো কাতারভিত্তিক 'আল জাজিরা'। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সর্বাধিক তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) রপ্তানিকারক দেশ হলো কাতার। দেশটির নিজস্ব সম্পদ তহবিল ৩০০ বিলিয়ন ডলার, যা গঠন করা হয় ২০০৫ সালে। কাতারিরা নিজ দেশে নিজেরাই সংখ্যালঘু। কারণ এর অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে বিদেশি শ্রমিক। প্রধানত বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ফিলিপাইনের নাগরিকরাই দেশটিতে গিয়ে কাজ করছে। স্থলপথে কাতারে প্রবেশ করার একটিই পথ এবং সেটা হচ্ছে সৌদি সীমান্ত দিয়ে। প্রতিদিন শত শত ট্রাক এ সীমান্ত দিয়ে আসে এবং মালামালের একটি বড় অংশ থাকে খাদ্যদ্রব্য। কাতারের খাদ্য আমদানির ৪০% এ পথে আসে।

ভারত পরিক্রমা

নেতাজির অন্তর্ধান-রহস্য!

তথ্য অধিকার আইন বলে করা প্রশ্নের জবাবে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩১ মে ২০১৭ সিদ্ধান্ত দেয় যে, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তাইহাকু বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা যান স্বাধীনতাসংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এ ঘটনায় নেতাজির বংশধর এবং তার গড়া দল ফরোয়ার্ড ব্লকের তীব্র প্রতিক্রিয়ার দু'দিন পরই সে অবস্থান থেকে সরে আসে সরকার। ২ জুন ২০১৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের দেয়া এক বিবৃতির মাধ্যমে জানায় যে, বিষয়টি এখনো তদন্তসাপেক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে নেতাজির অনেক ভক্ত, তার দল ফরোয়ার্ড ব্লক ও বংশধরেরা তাইহাকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর তথ্যকে দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে মেনে নেয়নি। ফরোয়ার্ড ব্লক সব সময় দাবি করে এসেছে, সুভাষ বসু ঐ দুর্ঘটনায় নিহত হননি, 'অন্তর্হিত' হয়েছেন।

ইউরোপ সফরে নরেন্দ্র মোদি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৯ মে-৩ জুন ২০১৭ ইউরোপের চারটি দেশ সফর করেন— জার্মানি, রাশিয়া, স্পেন ও ফ্রান্স। নরেন্দ্র মোদির ৬ দিনের ইউরোপ সফরের সংক্ষিপ্তসার—

♦ **জার্মানি :** নরেন্দ্র মোদি ইউরোপের চার দেশ সফরের প্রথমে যান ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানিতে। ৩০ মে ২০১৭ তিনি দেশটির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। চতুর্থ ইন্দো-জার্মান আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অংশ হিসেবে দুই নেতার মধ্যে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশ দুটির মধ্যকার চতুর্থ দ্বিবার্ষিক ঐ সম্মেলনে সাইবার নিরাপত্তা, নগর ও দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা, রেলওয়ে নিরাপত্তা, শিক্ষাবিষয়ক ৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

♦ **স্পেন :** জার্মানি সফর শেষে নরেন্দ্র মোদি ৩০ মে ২০১৭ দু'দিনের সফরে স্পেন যান। গত তিন দশকের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম ভারতীয় কোনো প্রধানমন্ত্রীর স্পেন সফর। সফরকালে তিনি স্প্যানিশ রাজা ষোড়শ ফিলিপ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। আর ৩১ মে ২০১৭ দ্বি-পক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয়'র সাথে। বৈঠকে দুই নেতা কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় সাইবার নিরাপত্তা ও কারাবন্দি বিনিময়সহ দুই দেশের মধ্যে ৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

♦ **রাশিয়া :** নরেন্দ্র মোদি সফরের তৃতীয় পর্বে ৩১ মে-২ জুন ২০১৭ রাশিয়া সফর করেন। সফরকালে ১ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত ১৮তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। রাশিয়া সফরের শেষ দিন ২ জুন ২০১৭ নরেন্দ্র মোদি ২১তম সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামে ভাষণ দেন।

♦ **ফ্রান্স :** নরেন্দ্র মোদি ইউরোপ সফরের শেষ পর্বে ২-৩ জুন ২০১৭ ফ্রান্স সফর করেন।

এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু চালু

২৬ মে ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে চালু হয় ভারত তথা এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম সেতু। আসামের গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৫৪০ কিলোমিটার পূর্বে সেতুটি অবস্থিত। আসামের ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদ লোহিতের ওপর নির্মিত ৫.৬৯ মাইল বা ৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি 'ধলা-শদিয়া' নামে পরিচিত। তবে উদ্বোধনের পর এর নতুন নামকরণ করা হয় 'ভুপেন হাজারিকা সেতু'।

আসামের শদিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বাংলা ও অসমিয়া ভাষার কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী ভুপেন হাজারিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার নামে সেতুর এরূপ নামকরণ করা হয়। আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় ২,০৫৬ কোটি রুপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২,৫৭০ কোটি টাকা।

দানবীয় রকেট উৎক্ষেপণ

৫ জুন ২০১৭ ভারত GSLV Mark III নামের এক দানবীয় রকেট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। দেশটির মহাশূন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ISRO অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে GSAT-19 নামের একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইটসহ রকেটটি উৎক্ষেপণ করে। GSLV Mark III রকেটটি ২০০টি হাতি কিংবা ৫টি সুবিশাল জেট বিমানের সমান। তিন স্তরবিশিষ্ট ৪৭ মিটার বা ১৪০ ফুট লম্বা রকেটটি ১৩ তলাবিশিষ্ট একটি ভবনের সমান উঁচু। রকেটটির ওজন ৬৪০ টন। এটা চার টন ওজনের উপগ্রহ বহন করতে সক্ষম।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

৭ জুন ২০১৭ ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে দেশটির নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জুলাই ২০১৭। ফল ঘোষণা করা হবে ২০ জুলাই ২০১৭। ভারতের ত্রয়োদশতম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মেয়াদ শেষ হবে ২৪ জুলাই ২০১৭। পরদিন অর্থাৎ ২৫ জুলাই ২০১৭ শপথ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন নির্বাচিত নতুন রাষ্ট্রপতি।

মহাপ্রাচীরের দেশে

চালকবিহীন মেট্রোরেল

১২ জুন ২০১৭ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চালকবিহীন মেট্রোরেল চলাচল পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ এ ট্রেন যাত্রী পরিবহন শুরু করবে। ১৬.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ইয়ানফাং রেলপথে এ স্বয়ংক্রিয় ট্রেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ফাংশান শহরতলি অবধি চলবে। চীনের মূল ভূখণ্ডে এটিই প্রথম দেশীয়ভাবে তৈরি স্বয়ংক্রিয় মেট্রোরেল প্রকল্প। এ রেলপথে ট্রেন সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে চলবে। আর এ ট্রেনের যাত্রীধারণ ক্ষমতা ১,২৬২ জন।

'অক্টোপাস' রাস্তা

পাঁচ স্তরের রাস্তা বানিয়ে চমকে দিয়েছে বেইজিং। সবচেয়ে উঁচু রাস্তাটি মাটি থেকে ৩৭ মিটার উপরে। এক স্তর থেকে অপরটিতে পৌঁছাতে তৈরি রয়েছে ১৫টি র‍্যাম্প। আটটি মুখে রাস্তা ধরে বেরিয়ে যাবে গাড়ি। ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে 'বার্ডস নেস্ট' নামে অলিম্পিক ভিলেজ বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল চীন। পাখির বাসার মতো দেখতে সেই স্টেডিয়ামের স্থাপত্যে মুগ্ধ হয়েছিল বিশ্ব। দীর্ঘ আট বছরের প্রচেষ্টায় এবার দেশটি দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর চংকিংয়ে তৈরি করে আধুনিক স্থাপত্যের বিস্ময় পাঁচ স্তরের হুয়াংজুয়েন রাস্তাটি। রাস্তাটি পার হতে গেলে সাহায্য নিতে হবে নেভিগেশন ব্যবস্থার। কারণ যদি কেউ একটি পথ ভুল করে, তাহলে তার আবার ফিরে এসে গন্তব্যে পৌঁছতে একদিন লেগে যাবে।

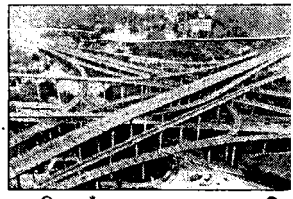

হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ মন্দিরের সন্ধান

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সিচুয়ান প্রদেশে হাজার বছরের পুরনো একটি মন্দিরের সন্ধান পান প্রত্নতাত্ত্বিকরা। একই সাথে মন্দির চত্বরে বৌদ্ধিক লিপিতে লেখা ১,০০০'রও বেশি ফলক এবং ৫০০'রও বেশি পাথর পাওয়া গেছে। এছাড়া খননকাজের সময় পাওয়া যায় ৮০টি প্রাচীন কবরস্থানের সন্ধান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, কবরগুলো ১৬০০-২৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শাং ও ঝাউ সাম্রাজ্যের রাজপরিবারের সদস্যদের।

মার্চ ২০১৭-এ আবিষ্কৃত হাজার বছরের পুরনো মন্দিরটি 'ফুগান' নামে পরিচিত। এ মন্দিরটি সম্পর্কে জানা যায়, পূর্ব জিন সাম্রাজ্য (৩১৭-৪২০) থেকে দক্ষিণ সং সাম্রাজ্য (১১২৭-১২৭৯) পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। মাত্র ৩৭.২ মিটার লম্বা এ মন্দিরটির কথা তাং সাম্রাজ্যের (৬১৮-৯০৭) বিখ্যাত সন্ন্যাসী দাওজুয়ান তার লিপিতে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া মন্দিরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিজের কবিতা লিখেছেন তাং সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট কবি লিউ যুসি। মন্দিরটি তাং ও সং সাম্রাজ্যের পর যুদ্ধের কারণে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। মন্দিরটির নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে, খরার কবল থেকে উদ্ধার পেতে এ মন্দিরে এক সন্ন্যাসী প্রার্থনায় বসেছিলেন। বৃষ্টি নামিয়ে স্বর্গের ঈশ্বর তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সেই থেকে এ মন্দিরের নাম হয় 'ফুগান', যার অর্থ 'আশীর্বাদ পাওয়া'।

নতুন সাইবার আইন

সাইবার সন্ত্রাস ও হ্যাকিংয়ের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি লড়াইয়ে ১ জুন ২০১৭ 'বিতর্কিত' একটি আইন কার্যকর করে চীন। এ আইনে দেশটিতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো ডেটা নজরদারি ও স্টোরেজ বিষয়ে কঠোর নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১৬ সালের নভেম্বরে পাস হওয়া এ আইনে অনলাইন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে তার তথ্য মুছে দেয়ার অধিকার দেয়া হয়। যারা এ বিধিমালা অমান্য করবে ও ব্যক্তিগত তথ্য লঙ্ঘন করবে তারা বড় জরিমানার সম্মুখীন হবে।

দ্রুতগামী উভচর সাঁজোয়া যুদ্ধযান তৈরি

চীন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী উভচর সাঁজোয়া যুদ্ধযান (AFV) তৈরি করছে। শান্ত পানিতে এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সাঁজোয়া যুদ্ধযান থাকলেও সেগুলো খুবই ধীর গতির। মার্কিন মেরিন বাহিনী যে ধরনের উভচর সাঁজোয়া যান ব্যবহার করে, তার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় মাত্র ৯ কিলোমিটার। পানির সংঘর্ষ কমাতে চীনের এএফভি'কে 'V' আকারে তৈরি করা হয়েছে এবং পানিতে চলার সময় এর চাকা শরীরের সাথে ভাঁজ হয়ে সেঁটে থাকে। ওজনের দিক থেকেও এটি তুলনামূলকভাবে হালকা। এর ওজন মাত্র সাড়ে পাঁচ টন।

'লাইন ছাড়া' রেলগাড়ি

নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে একের পর এক চমক দেখাচ্ছে চীন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশটি নির্মাণ করেছে রেললাইনবিহীন বিদ্যুচ্চালিত বাস, ট্রাম এবং ট্রেনের সমন্বয়ে 'অটোনমাস রেল র‍্যাপিড ট্রানজিট' (এআরটি) নামের এক বাহন। ৩০ মিটার লম্বা এ গাড়িতে রয়েছে ৩টি বগি। প্রত্যেক বগিতে ১০০ জন করে মোট ৩০০ জন যাত্রী বহন করতে পারবে এটি। 'এআরটি'কে বিশ্বের প্রথম 'লাইনবিহীন রেলগাড়ি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। লাইনবিহীন এ গাড়িতে প্রাথমিকভাবে ৩টি বগি থাকলেও প্রয়োজনে বগি কমানো বা বাড়ানো যাবে। ২ জুন ২০১৭ চীনের হুনান প্রদেশের জুঝাওয়ে এ নতুন যান উন্মোচন করা হয়। এ গাড়িটি পুরো চার্জ দেওয়া অবস্থায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারবে। 'চৌকস' বা 'স্মার্ট' এ গাড়ি চালানোর জন্য লাগবে না কোনো চালক। এআরটি চালানোর জন্য নতুন সড়ক তৈরির কোনো প্রয়োজন হবে না। এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিআরআরসি।

সংস্থা-সংগঠন

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সংস্থা সংগঠনের সাম্প্রতিক সময়ের খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

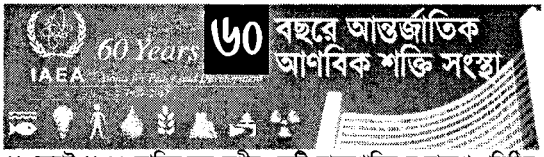

২৯ জুলাই ১৯৫৭ জাতিসংঘের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)। ২০১৭ সালে IAEA'র ৬০ বছর পূর্তি হয়। সংস্থাটির ৬০ বছর পূর্তিতে এর পরিচিতি তুলে ধরা হলো এখানে।

গঠনের প্রেক্ষাপট

৮ ডিসেম্বর ১৯৫৩ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার Atoms for Peace শীর্ষক এক বক্তৃতায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পারমাণবিক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। এরপর ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে 'Nuclear Bank' জাতীয় একটি পরমাণু সংস্থা গঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব রাখে।

গঠন

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বিশ্বের কেন্দ্রীয় আন্তঃসরকারি ফোরাম হিসেবে একটি সংস্থা গঠন করার লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৬ এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। এর আওতায় ২৯ জুলাই ১৯৫৭ প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিশ্বের সকল দেশের আণবিক শক্তিকে শান্তি ও প্রগতির কাজে লাগানো।
- এ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য কোনো সদস্য রাষ্ট্র যেন তার সামরিক খাতে ব্যবহার করতে না পারে, সে ব্যাপারে ভূমিকা পালন।

কার্যক্রম

- পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বিশ্বের কেন্দ্রীয় আন্তঃসরকারি ফোরাম এবং বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি যাচাই করা।
- রাষ্ট্রসমূহ পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা যাচাই করা।

Fact File : IAEA

International Atomic Energy Agency

প্রতিষ্ঠা : ২৯ জুলাই ১৯৫৭। জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি : ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭। প্রধানের পদবি : মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের মেয়াদকাল : ৪ বছর। প্রথম মহাপরিচালক : উইলিয়াম স্টার্লিং কোল (যুক্তরাষ্ট্র); ৭ অক্টোবর ১৯৫৭-৬ অক্টোবর ১৯৬১। বর্তমান মহাপরিচালক : ইউকিয়ো আমানো (জাপান); ১ ডিসেম্বর ২০০৯-বর্তমান। তিনি সংস্থার পঞ্চম মহাপরিচালক। সদর দপ্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৫৬। বর্তমান সদস্য : ১৬৮। সর্বশেষ সদস্য : তুর্কমেনিস্তান; ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে : ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

সদস্যপদ লাভ-প্রত্যাহার-পুনঃযোগদান

দেশ	সদস্যপদ লাভ	প্রত্যাহার	পুনঃযোগদান
হন্ডুরাস	২৯ জুলাই ১৯৫৭	১৯ জুন ১৯৬৭	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
নিকারাগুয়া	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০	২৫ মার্চ ১৯৭৭
কম্বোডিয়া	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮	২৬ মার্চ ২০০৩	২৩ নভেম্বর ২০০৯
উত্তর কোরিয়া	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	১৩ জুন ১৯৯৪	—

NATO'র ২৯তম সদস্য

৫ জুন ২০১৭ মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট NATO'তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেয় বলকান রাষ্ট্র মন্টিনিগ্রো। এর ফলে ৪ এপ্রিল ১৯৪৯ গঠিত NATO'র সদস্য সংখ্যা হয় ২৯।

OPEC'র ১৪তম সদস্য

বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন OPEC'র ১৪তম সদস্য নিরক্ষীয় গিনি। ২৫ মে ২০১৭ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ১৭২তম সাধারণ সভায় নিরক্ষীয় গিনিকে সদস্যপদ দেয়া হয়।

SCO'র সদস্য এখন ৮

বেইজিংভিত্তিক ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংস্থা সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)। ৯ জুন ২০১৭ কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় অনুষ্ঠিত SCO-এর বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তানকে সংস্থার সদস্য ঘোষণা করা হয়। ফলে দেশ দু'টি সংস্থাটির পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। এর আগে ভারত ও পাকিস্তান ছিল SCO'র পর্যবেক্ষক। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত SCO'র বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৮— চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, ভারত ও পাকিস্তান।

জাতিসংঘ সংবাদ

♦ সাধারণ পরিষদের সভাপতি

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শুরু হবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UNGA)-এর ৭২তম অধিবেশন। ৩১ মে ২০১৭ UNGA'র ৭২তম অধিবেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

সভাপতি : মিরোস্লাভ লাজকাক; স্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ৭১তম অধিবেশনের সভাপতি পিটার টমসনের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

♦ নিরাপত্তা পরিষদের নতুন অস্থায়ী সদস্য

২ জুন ২০১৭ নির্বাচিত হয় ২০১৮-১৯ মেয়াদের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নতুন ৫ অস্থায়ী সদস্য। নির্বাচিত দেশগুলো— আইভরি কোস্ট, নিরক্ষীয় গিনি, পেরু, কুয়েত ও পোল্যান্ড। দেশগুলো ১ জানুয়ারি ২০১৮ দুই বছরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাদের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮

উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ

১ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ঘোষিত তৃতীয় এ বাজেটের পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটও, যা ৬ জুন ২০১৭ পাস হয়। ২৯ জুন ২০১৭ পাস হওয়া এবং ১ জুলাই ২০১৭ থেকে কার্যকর হওয়া দেশের ইতিহাসের ৪৭তম বাজেটের নাড়ি-নক্ষত্র এবং বাজেটে পেশকৃত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ জানুন আমাদের এ আয়োজনে।

বাজেট : ৪৭তম ⊙ বাজেট ঘোষণা : ১ জুন ২০১৭ ⊙ বাজেট ঘোষক : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ⊙ বাজেট কার্যকর : ১ জুলাই ২০১৭ থেকে

⊙ মোট বাজেট : ৪,০০,২৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮%)

⊙ সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ) : ২,৯৩,৪৯৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২%; বাজেটের ৭৩.৩৩%)।

– রাজস্ব আয় ২,৮৭,৯৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৯৫%; বাজেটের ৭১.৯৫%)

– বৈদেশিক অনুদান : ৫,৫০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.২৫%; বাজেটের ১.৩৮%)

⊙ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) : ১,৫৩,৩৩১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৯%)

⊙ মোট ব্যয় ৪,০০,২৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮%)

– ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নীট) এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়।

⊙ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) : ১,০৬,৭৭২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৮% ও বাজেটের ২৬.৬৮%)

⊙ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া) : ১,১২,২৭৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০৫% ও বাজেটের ২৮.০৫%)

⊙ অর্থসংস্থান · ১,০৬,৭৭২ কোটি টাকা।

– বৈদেশিক ঋণ (নীট) : ৪৬,৪২০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০৯% ও বাজেটের ১১.৬%)

– অভ্যন্তরীণ ঋণ : ৬০,৩৫২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৭১% ও বাজেটের ১৫.০৮%)

⊙ মোট জিডিপি : ২২,২৩,৬০০ কোটি টাকা।

অনুমিত বিষয় : জিডিপি প্রবৃদ্ধি : ৭.৪% ⊙ মূল্যস্ফীতি : ৫.৫%।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ
শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে
১৬.৪%

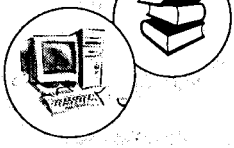

বাজেট কণিকা ২০১৭-১৮

মাথাপিছু বরাদ্দ
২৫,০১৬ টাকা

মাথাপিছু আয়
১,৬০২ ডলার

মাথাপিছু ঘাটতি
৭,০১৭ টাকা

অর্থমন্ত্রী হিসেবে টানা নয়বারের মতো বাজেট ঘোষণা করেন আবুল মাল আবদুল মুহিত; ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮। এর আগে ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ দু'বার বাজেট ঘোষণা করেন তিনি। অর্থাৎ, মোট ১১ বার বাজেট ঘোষণা করে মুহিত।

জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বাজেট ঘোষণা করে ১২ অর্থমন্ত্রী। সর্বাধিক ১২ বার বাজেট পেশ করেন প্রয়াত এম সাইফুর রহমান। তিনি ১৯৮০-৮১ ও ১৯৮১-৮২; ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ এবং ২০০২-০৩ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট ঘোষণা করেন।

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮

কোন খাতে কত বরাদ্দ

খাত	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বাজেটের অংশ (%)
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৫,৬৪৩	১৬.৪
জনপ্রশাসন	৫৪,৪৩৬	১৩.৬
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০,০৩৩	১২.৫
সুদ পরিশোধ	৪১,৬২৭	১০.৪
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৭,৬১৮	৬.৯
প্রতিরক্ষা	২৫,৬১৭	৬.৪
কৃষি	২৪,৪১৬	৬.১
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৪,০১৫	৬.০
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২২,৮১৫	৫.৭
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	২১,২১৪	৫.৩
স্বাস্থ্য	২০,৮১৩	৫.২
বিবিধ	১০,৮০৭	২.৭
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৪,০০২	১.০
গৃহায়ন	৩,৬০৫	০.৯
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৩,৬০৫	০.৯
মোট	৪,০০,২৬৬	১০০.০০

টাকা আসবে যেখান থেকে

খাত	কোটি টাকায়	বাজেটের অংশ (%)
করসমূহ		
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	৯১,২৫৪	২২.৮০
আয় ও মুনাফা থেকে কর	৮৫,১৭৬	২১.২৮
আমদানি শুল্ক	৩০,০২৩	৭.৫০
সম্পূরক শুল্ক	৩৮,৪০১	৯.৫৯
এনবিআরের অন্যান্য আদায়	[illegible] ৩৩৫	০.৮৩
এনবিআরের বাইরের কর	৮,৬২২	২.১৫
কর ব্যতীত রাজস্ব	৩১,১[illegible]	৭.৭৯
বিদেশি অনুদান	৫,৫০৪	১.৪০
বিদেশি ঋণ	৪৬,৪২০	১১.৬০
দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ	২৮,২০৩	৭.০৩
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	৩২,১৪৯	৮.০৩
মোট	৪,০০,২৬৬	১০০.০০

বা জে ট

পণ্য ও সেবা বিক্রির উপর একক ও অভিন্ন ১৫% হারে মূল্যসংযোজন কর বা ভ্যাট প্রযোজ্য।

সব ধরনের জাতীয় পদক ও পুরস্কারের অর্থ ও সুবিধাকে কর অব্যাহতি দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের অর্থও করমুক্ত, কেননা তা রেমিট্যান্স হিসেবে আসে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পাশাপাশি বছরে ১০,০০০ টাকা হারে দুটি উৎসব ভাতা দেয়া হবে।

মুক্তিযোদ্ধা, দুঃস্থসহ বিশেষ শ্রেণির জন্য সরকার যে ভাতা দেয় সেই টাকার ওপর কোনো কর দিতে হবে না।

নিত্যপণ্য, কৃষি ও সেবা খাতে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয় মোট ১০৪৩টি পণ্যের।

দীর্ঘসময় ধরে কোনো পরিবারে সব সদস্য কর দিলে সে পরিবারকে ঘোষণা করা হবে কর বাহাদুর পরিবার।

উড়োজাহাজে চড়ে বিদেশ গেলে এখন থেকে আপনাকে বাড়তি কর দিতে হবে। সার্কভুক্ত দেশগুলো বাদে এশিয়ার অন্য দেশে উড়োজাহাজের টিকিটের ওপর ১০০০ টাকার স্থলে ২০০০ টাকা এবং ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে গেলে ১৫০০ টাকার স্থলে ৩০০০ টাকা আবগারি শুল্ক দিতে হবে। এ শুল্ক টিকিটের দামের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে উন্নতমানের বাস ও মিনিবাস দিলে প্রয়োজন হিসেবে কর ছাড় দেয়া হবে।

বার্গার, স্যান্ডউইচ, হট ডগ, পিৎজাসহ ফাস্ট বা জাঙ্ক ফুড জাতীয় খাদ্যে ১৫% ভ্যাটের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০% সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত) আরোপ করা হয়।

বাজেট কাঠামো ২০১৭-১৮ [কোটি টাকায়]

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান				
রাজস্ব প্রাপ্তি	২,৮৭,৯৯০	২,১৮,৫০০	২,৪২,৭৫২	১,৭২,৯৫১
করসমূহ	২,৫৬,৮১২	১,৯২,২৬১	২,১০,৪০২	১,৫১,৮৮৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	২,৪৮,১৯০	১,৮৫,০০০	২,০৩,১৫২	১,৪৬,২৪২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৮,৬২২	৭,২৬১	৭,২৫০	৫,৬৪৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩১,১৭৯	২৬,২৩৯	৩২,৩৫০	২১,০৬৬
বৈদেশিক অনুদান/১	৫,৫০৪	৪,৬৯৪	৫,৫১৬	১,৮৮৯
মোট :	২,৯৩,৪৯৪	২,২৩,১৯৪	২,৪৮,২৬৮	১,৭৪,৮৪০
ব্যয়				
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	২,৩৪,০১৩	১,৯২,৯৩২	২,১৫,৭৪৪	১,৫৬,৮০৯
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	২,০৭,১৩৮	১,৭৮,১৫৪	১,৮৮,৯৬৬	১,৪৪,৪৩১
এর মধ্যে				
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩৯,৫১১	৩৩,৪৯৫	৩৮,২৪০	৩১,৪৬৮
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১,৯৪৬	১,৮৬৩	১,৭১১	১,৬৪৬
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	২৬,৮৭৫	১৪,৭৭৮	২৬,৭৭৮	১২,৩৭৮
খাদ্য হিসাব	৩৬১	৫৬১	- ৫৯৪	- ৮৪৬
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৩	৬,৮৭৯	৭,৬৯১	৮,৪২৮	১,০৬৩
উন্নয়নমূলক ব্যয়	১,৫৯,০১৩	১,১৫,৯৯০	১,১৭,০২৭	৮১,৪০৭
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৪	২৪৯	৩৭০	৩৫৩	৫০৮
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৩,৫১২	২,৯৮৭	৪,১৪৭	১৩৮
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	১,৫৩,৩৩১	১,১০,৭০০	১,১০,৭০০	৭৯,৩৫১
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৬	১,৯২১	১,৯৩৩	১,৮২৬	১,৪১০
মোট-ব্যয় :	৪,০০,২৬৬	৩,১৭,১৭৪	৩,৪০,৬০৫	২,৩৮,৪৩৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) :	- ১,০৬,৭৭২	- ৯৩,৯৮০	- ৯২,৩৩৭	- ৬৩,৫৯৩
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৪.৮	- ৪.৮	- ৪.৭	- ৩.৭
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) :	- ১,১২,২৭৬	- ৯৮,৬৭৪	- ৯৭,৮৫৩	- ৬৫,৪৮২
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৫.০	- ৫.০	- ৪.৯	- ৩.৮
অর্থ সংস্থান				
বৈদেশিক ঋণ-নীট	৪৬,৪২০	২৪,০৭৭	৩০,৭৮৯	১২,৮৬৬
বৈদেশিক ঋণ	৫৫,৩১৩	৩১,৫৮৭	৩৮,৯৪৭	১৯,৫৫৩
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	- ৮,৮৯৩	- ৭,৫১০	- ৮,১৫৮	- ৬,৬৮৭
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৬০,৩৫২	৬৯,৯০৩	৬১,৫৪৮	৫০,৭৩০
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	২৮,২০৩	২৩,৯০৩	৩৮,৯৩৮	১০,৬১৪
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	২০,৮৮৭	৮,৫০৬	২৮,৯১০	১২,০১১
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	৭,৩১৬	১৫,৩৯৭	১০,০২৮	- ১,৩৯৭
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩২,১৪৯	৪৬,০০০	২২,৬১০	৪০,১১৬
জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ (নীট)	৩০,১৫০	৪৫,০০০	১৯,৬১০	৩৪,১৫২
অন্যান্য (নীট)/৭	১,৯৯৯	১,০০০	৩,০০০	৫,৯৬৪
মোট-অর্থ সংস্থান :	১,০৬,৭৭২	৯৩,৯৮০	৯২,৩৩৭	৬৩,৫৯৬
মেমোরেন্ডাম আইটেম জিডিপি	২২,২৩,৬০০	১৯,৫৬,০৫৫	১৯,৬১,০১৭	১৭,২৯,৫৬৭

ব্যাখ্যামূলক স্মারক

১. *বৈদেশিক অনুদান যেহেতু পরিশোধযোগ্য নয়, তাই একে সরকারি রাজস্বের সাথে একই গ্রুপভুক্ত করা হয়েছে;*

২. *সম্পদ সংগ্রহ, ভূমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ ও পূর্ত কাজ, শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে;*

৩. *সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারি কর্মচারিদেরকে প্রদেয় ঋণ থেকে ঋণ পরিশোধ বাবদ প্রাপ্তি বাদ দিয়ে নীট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে;*

৪. *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত এরূপ কতিপয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এ গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;*

৫. *স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ৭,৩৩৭.৫৮ কোটি টাকা এবং এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি (ই.সি.এ) সমর্থিত অর্থায়নে ৩,৪১৬ কোটি টাকাসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট আকার ১,৬৪,০৮৪.৮৩ কোটি টাকা;*

৬. *উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের স্থানান্তর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির (কাবিখা) যে অংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত তা এ অংশে দেখানো হয়েছে;*

৭. *প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের হ্রাস-বৃদ্ধি (জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতীত)-এ গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।*

boighar.com

করহার

কর বছর : ২০১৭-১৮

কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতা	সীমা
সাধারণ করদাতা	২,৫০,০০০/-
মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব করদাতা	৩,০০,০০০/-
প্রতিবন্ধী করদাতা	৪,০০,০০০/-
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪,২৫,০০০/-

ব্যক্তিগত ন্যূনতম আয়কর

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি করপোরেশন	৪,০০০/-
অন্যান্য সব পর্যায়ে	৩,০০০/-

কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের সাধারণ করহার

আয়স্তর (টাকায়)	হার
করমুক্ত আয়সীমার পরবর্তী ৪,০০,০০০ পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৬,০০,০০০ পর্যন্ত	২০%
পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২৫%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের প্রদর্শিত মূল্যের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের হার

ক) ২,২৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%
খ) ২,২৫,০০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ৫,০০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	১০%
গ) ৫,০০,০০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ১০,০০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	১৫%
ঘ) ১০,০০,০০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ১৫,০০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	২০%
ঙ) ১৫,০০,০০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ২০,০০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	২৫%
চ) ২০,০০,০০,০০০ টাকার অধিক, যে কোনো অংকের উপর	৩০%

ভ্যাটের তথ্য ১৬৫৫৫ নম্বরে

আপনি ভ্যাট বোঝেন না, কোনো সমস্যা নেই। কল করুন ১৬৫৫৫ নম্বরে। এই নম্বরে কল করলেই ভ্যাটের সব তথ্য পাওয়া যাবে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প এই নম্বরে কল সেন্টার স্থাপন করেছে। এই কল সেন্টার থেকেই ভ্যাটের যাবতীয় তথ্য-উপাত্তসহ যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

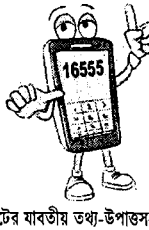

বাজেট ২০১৭-১৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ [কোটি টাকায়]

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৭-১৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৭-১৮
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২১	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫,২৬৯
জাতীয় সংসদ	৩১৪	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৬,১৮২
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১,৪৫৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪,৪৭০
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৯৫	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪,৮৩৩
নির্বাচন কমিশন	১,০৭০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৫৭৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১,৯৯৭	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৯৮৬
সরকারি কর্ম কমিশন	৭৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩,৮৮০
অর্থ বিভাগ	৪৩,৬১৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮,৮৫২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২,২০৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩,৭৩৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২২৮	তথ্য মন্ত্রণালয়	১,১৪৬
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৬১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪১৭
পরিকল্পনা বিভাগ	১,৩৩২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৫৯
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১০০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৩৮৬
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১৮	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২,২২৪
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,১৮৯	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৮,৮৯৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৪,৬৬৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩,৬০০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১,৮৮৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৯২৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,১৫০	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১,১২০
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস	২৪,২৯১	ভূমি মন্ত্রণালয়	১,৮৫৪
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-অন্যান্য সার্ভিস	১,৪৩৫	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫,৯২৭
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৩০	শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৮২৪
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৪২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬৯৫
সুপ্রীম কোর্ট	১৬৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬১২
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৮,২৭৬	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৬২
দুর্নীতি দমন কমিশন	১০১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৮৬
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২২	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৯,৬৯৬
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২,৮৬৬	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,০১৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,০২২	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২,৭৩২
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২৩,১৪১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬৮৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১১,০৩৮	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২,৫২২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩,৯৭৪	সেতু বিভাগ	৮,৪৩০

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন : ২০১৬-১৭

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৭.২৪%। আর ৪ জুন ২০১৭ প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস' জুন ২০১৭ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয় ৬.৮%। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৮ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়। ৮ জুন ২০১৭ বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা করে এ পূর্বাভাস দেয় IMF। আর্টিকেল ফোর মিশনের আওতায় এ পর্যালোচনা করে সংস্থাটি।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দেশের চলতি ও পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মৌল তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-এর উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি তুলে ধরা হলো এ আয়োজনে —

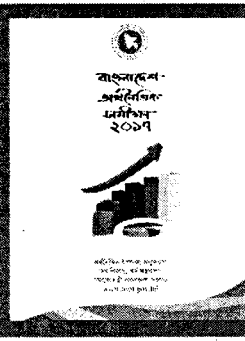

আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ

সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান

জনসংখ্যা (২০১৫ সাময়িক প্রাক্কলন) : ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ বা ১৫৮.৯ মিলিয়ন ◎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১৫) : ১.৩৭% ◎ পুরুষ-মহিলা অনুপাত (২০১৫) : ১০০.৩ ঃ ১০০ ◎ জনসংখ্যার ঘনত্ব/ বর্গকিলোমিটার (২০১৫) : ১,০৭৭ জন।

মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান, ২০১৫

স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) : ১৮.৮ জন ◎ স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে) : ৫.১ জন ◎ শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কমবয়সী (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)] : ২৯ জন ◎ মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার : ২.১০ জন ◎ গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার : ৬২.১% ◎ প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল : ৭০.৯ বছর; পুরুষ ৬৯.৪ বছর ও মহিলা ৭২.৩ বছর ◎ প্রথম বিবাহে গড় বয়স : পুরুষ ২৪.৯ বছর ও মহিলা ১৮.৩ বছর।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

সরকারি হাসপাতালের শয্যা প্রতি জনসংখ্যা (২০১৩-১৪) : ১,৬৫২ জন ◎ ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা (২০১৬) : ২,০৩৯ জন ◎ সুপেয় পানি গ্রহণকারী (২০১৫) : ৯৭.৯% ◎ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (২০১৫) : ৭৩.৫% ◎ সাক্ষরতার হার (৭ বছর+), ২০১৫ : ৬৩.৬%; পুরুষ ৬৫.৬% ও মহিলা ৬১.৬%।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান LFS 2013

মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তি (১৫ বছর+) : ৬.১ কোটি; পুরুষ ৪.৩ কোটি ও মহিলা ১.৮ কোটি ◎ শ্রমশক্তি নিয়োজিত : কৃষি খাতে ৪৫.১% ও অকৃষি খাতে ৫৪.৯%।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১০ অনুযায়ী CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের হার

দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা (%) ➢ জাতীয় : ৩১.৫ । পল্লী : ৩৫.২ । শহর : ২১.৩ ◎ দারিদ্র্যের নিম্নসীমা (%) ➢ জাতীয় : ১৭.৬ । পল্লী : ২১.১ । শহর : ৭.৭।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০১৬

দারিদ্র্যের উর্ধসীমা : ২৩.৫% ◎ দারিদ্র্যের নিম্নসীমা : ১২.১% ◎ দারিদ্র্যের হার (জাতীয়); বিবিএস, এপ্রিল-জুলাই, ২০১৬ : ২৩.২%।

জিডিপি ২০১৬-১৭ (সাময়িক) ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬

চলতি মূল্যে জিডিপি : ১৯,৫৬,০৫৬ কোটি টাকা ◎ স্থির মূল্যে জিডিপি : ৯,৪৭,৫৪২ কোটি টাকা ◎ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার : ৭.২৪% ◎ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় : ১,২৫,৯৯৯ টাকা বা ১,৬০২ মার্কিন ডলার ◎ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি : ১,২০,৯৩১ টাকা বা ১,৫৩৮ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র %) ২০১৬-১৭ (সাময়িক) ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬

দেশজ সঞ্চয় : ২৬.০৬ ◎ জাতীয় সঞ্চয় : ৩০.৩০ ◎ মোট বিনিয়োগ : ৩০.২৭ ➢ সরকারি : ৭.২৬ ও বেসরকারি ২৩.০১।

বাণিজ্যিক লেনদেন ভারসাম্য ২০১৬-১৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

রপ্তানি আয় (জুলাই '১৬-ফেব্রুয়ারি '১৭) : ২২,৮৩৬ ◎ আমদানি ব্যয় (জুলাই '১৬-ফেব্রুয়ারি '১৭) : ৩০,৬৭২ ◎ চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জুলাই '১৬-ফেব্রুয়ারি '১৭) : -১,১১৮ ◎ সার্বিক ভারসাম্য (জুলাই '১৬-ফেব্রুয়ারি '১৭) : ২,৪৪৯ ◎ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (১৯ এপ্রিল ২০১৭) : ৩২,৪৬৬ ◎ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই '১৬-মার্চ '১৭) : ১৪,৯৩১।

আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

মোট তফসিলি ব্যাংক : ৫৬টি ➢ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক : ৬টি । বিশেষায়িত ব্যাংক ২টি । বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩৯টি । বৈদেশিক ব্যাংক ৯টি ◎ ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ৩৩টি।

পরিবহন ২০১৭

জাতীয় মহাসড়ক : ৩,৮১৩ কিমি; আঞ্চলিক মহাসড়ক : ৪,২৪৭ কিমি; ফিডার/জেলা রোড : ১৩,২৪২ কিমি ◎ রেলপথ : ২,৮৭৭ কিমি।

বিবিধ

রিজার্ভ মুদ্রা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ : ১,৯১,২৫৩ কোটি টাকা ◎ মূল্যস্ফীতি ২০১৬-১৭ (জুলাই-মার্চ '১৭) : ৫.৫৩% ◎ বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার ➢ টাকা/মার্কিন ডলার (এপ্রিল ২০১৭) : ৭৯.৬৮ ◎ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (১৯ এপ্রিল ২০১৭) : ৩২,৪৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মেহেরপুর জেলার ক্ষুদ্রতম উপজেলা মুজিবনগর; ১১২.৬৮ বর্গকিলোমিটার

boighar.com

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

খাত	২০১৫-১৬ প্রকৃত	২০১৬-১৭ বাজেট	২০১৬-১৭ সংশোধিত বাজেট	২০১৭-১৮ প্রক্ষেপণ
প্রকৃত খাত				
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.১	৭.২	৭.২	৭.৪
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৯	৫.৮	৫.৫	৫.৫
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৯.৭	৩১.০	৩০.৩	৩১.৯
বেসরকারি	২৩.০	২৩.৪	২৩.০	২৩.২
সরকারি	৬.৭	৭.৬	৭.৩	৮.৭
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)				
মোট রাজস্ব আয়	১০.০	১২.৪	১১.২	১৩.০
কর রাজস্ব	৮.৮	১০.৭	৯.৮	১১.৫
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৪	১০.৪	৯.৫	১১.২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.২	১.৭	১.৪	১.৫
সরকারি ব্যয়	১৩.৫	১৭.৪	১৬.২	১৮.০
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৪	৫.৭	৫.৭	৬.৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৬	-৫.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৬	৫.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৯	৩.১	৩.৬	২.৭
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	১.৭	১.৫	২.৪
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)				
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.২	১৫.০	১৬.৪	১৬.৫
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৬.৮	১৫.০	১৬.৫	১৬.৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৬.৪	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬
বৈদেশিক খাত				
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	৮.৯	১০.০	৭.০	১১.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	৫.৫	১১.০	১০.৬	১২.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-২.৫	১০.০	-৫.০	৫.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	১.৭	-০.২	-১.৫	-২.১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি. মা. ড.)	৩০.৪	৩২.০	৩২.০	৩৩.২
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৭.৯	৬.৯	৬.৫	৬.০
মেমোরেন্ডাম আইটেম				
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৭৩২৯	১৯৬১০	১৯৫৬১	২২১৭৩

রাজস্ব প্রাপ্তি ও জিডিপি'র শতকরা হার

	রাজস্ব প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)		জিডিপি'র হার (%)	
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
কর রাজস্ব	১৫৫৪০০	১৯১৫০০	৮.৯৮	৯.৭৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২০০০	২৭০০০	১.২৭	১.৩৮
মোট রাজস্ব	১৭৭৪০০	২১৮৫০০	১০.২৬	১১.১৭

জিডিপি'তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

	প্রবৃদ্ধির হার (%)		অবদানের হার (%)	
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (সাময়িক)	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (সাময়িক)
কৃষি	২.৭৯	৩.৪০	১৫.৩৫	১৪.৭৯
শিল্প	১১.০৯	১০.৫০	৩১.৫৪	৩২.৪৮
সেবা	৬.২৫	৬.৫০	৫৩.১২	৫২.৭৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৭.১১	৭.২৪	১০০.০০	১০০.০০

শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারী শ্রমিকের অংশ

খাত	অংশ (%)
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৫.১০
খনিজ ও খনন	০.৪০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৬.৪০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২০
নির্মাণ	৩.৭০
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৪.৫০
পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৪০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	১.৩০
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	৬.২০
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৫.৮০
মোট	১০০

[শ্রমশক্তি জরিপ (LFS) ২০১৩]

দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তি ও রপ্তানির হার ২০১৬

দেশ	সংখ্যা	রপ্তানির হার (%)
ওমান	১৮৮২৪৭	২৫
সৌদি আরব	১৪৩৯১৩	১৯
কাতার	১২০৩৮২	১৬
বাহরাইন	৭২১৬৭	১০
সিঙ্গাপুর	৫৪৭৩০	৭
কুয়েত	৩৯১৮৮	৫
মালয়েশিয়া	৪০১২৬	৫
জর্ডান	২৩০১৭	৩
লেবানন	১৫০৯৫	২
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮১৩১	১
অন্যান্য	৫২৭৩৫	৭
সর্বমোট	৭৫৭৭৩১	১০০

দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ও রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার ২০১৫-১৬

দেশ	অর্থের পরিমাণ (মি. মা. ড.)	রেমিট্যান্স আয়ের অংশ (%)
সৌদি আরব	২৯৫৫.৬	২০
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৭১১.৭	১৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪২৪.৩	১৬
মালয়েশিয়া	১৩৩৭.১	৯
কুয়েত	১০৪০.০	৭
যুক্তরাজ্য	৮৬৩.৩	৬
ওমান	৯০৯.৭	৬
কাতার	৪৩৫.৬	৩
বাহরাইন	৪৯০.০	৩
সিঙ্গাপুর	৩৮৭.২	৩
অন্যান্য	১৩৭৬.৫	৯
সর্বমোট	১৪৯৩১.০	১০০

শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা ২০১৬

শ্রেণি	প্রবাসী বাংলাদেশী	অংশ (%)
পেশাজীবী	৪,৬৩৮	১
দক্ষ	৩১৮৮৫১	৪২
আধা-দক্ষ	১১৯৯৪৬	১৬
স্বল্পদক্ষ	৩১৪২৯৬	৪১

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ		জিডিপি'র শতকরা হার
		কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলারে	
২০১৪-১৫	৪৬১	১১৮৯৯৩.১০	১৫৩১৬.৯১	৭.৯
২০১৫-১৬	৬৮৫	১১৬৯০৯.৭৩	১৪৯৩১.০০	৬.৮
২০১৬-১৭*	৫৫১**	৭২১৭৬.৯০	৯১৯৪.৫১	-

**মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত* ****ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত*

বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

	২০১৬ (প্রকৃত)	২০১৭ (প্রক্ষেপণ)
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.১	৩.৫
আমদানি		
উন্নত অর্থনীতি	২.৪	৪.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	১.৯	৪.৫
রপ্তানি		
উন্নত অর্থনীতি	২.১	৩.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	২.৫	৩.৬

উৎস : World Economic Outlook, April 2017, IMF

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয় ও মোট রপ্তানির শতকরা হার ২০১৫-১৬

গ্রুপভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মি. মা. ড.)	রপ্তানির হার (%)
ক. প্রাথমিক পণ্য	১৩০৫	৩.৮
১. হিমায়িত খাদ্য	৫৩৬	১.৬
২. চা	২	০.০
৩. কৃষিজাত পণ্য	৩০৯	০.৯
৪. কাঁচাপাট	১৭৩	০.৫
৫. অন্যান্য	২৮৫	০.৮
খ. শিল্পজাত পণ্য	৩২৯৭৪	৯৬.৩
১. তৈরি পোশাক	১৪৭৮৪	৪৩.২
২. নীটওয়্যার	১৩৩৫৫	৩৯.০
৩. স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১০৯	০.৩
৪. হোম টেক্সটাইল	৭৫৩	২.২
৫. কটন এবং কটন দ্রব্য	১০৩	০.৩
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৬১	৩.৪
৭.পাটজাত পণ্য	৭৪৬	২.২
৮. সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১২৪	০.৪
৯.পাদুকা	২১৯	০.৬
১০. প্রকৌশল সামগ্রী	৫১০	১.৫
১১. পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৯৭	০.৯
১২. প্লাস্টিক দ্রব্য	৮৯	০.৩
১৩. সিরামিক দ্রব্য	৩৮	০.১
১৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	১০	০.০
১৫. অন্যান্য	৬৭৬	২.০
মোট রপ্তানি	৩৪২৫৭	

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় ২০১৫-১৬ *(সাময়িক)*

দেশ	আয় (মি. মা. ড.)
যুক্তরাষ্ট্র	৬২২০.৩
জার্মানি	৪৯৮৮.১
যুক্তরাজ্য	৩৮০৯.৭
ফ্রান্স	১৮৫২.২
বেলজিয়াম	১০১৫.৩
ইতালি	১৩৮৫.৭
নেদারল্যান্ড	৮৪৫.৯
কানাডা	১১১২.৯
জাপান	১০৭৯.৬
অন্যান্য	১১৯৪৭.৬
মোট	৩৪২৫৭.২

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় ২০১৫-১৬ *(সাময়িক)*

দেশ	আয় (মি. মা. ড.)
ভারত	৫৭২২
চীন	১২৫৮২
সিঙ্গাপুর	১২০৩
জাপান	২০৭৫
হংকং	৮২৭
তাইওয়ান	১০০৪
দক্ষিণ কোরিয়া	১৪১৭
যুক্তরাষ্ট্র	১১৩৪
মালয়েশিয়া	১১৮৪
অন্যান্য	১৫৭৭৩
মোট	৪২৯২১

খাদ্যশস্য উৎপাদন *[লক্ষ মে. টন]*

খাদ্যশস্য	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	২২.৮৯	২১.৩৫ (প্রকৃত)
আমন	১৩৪.৮৩	১৩৫.৩০
বোরো	১৮৯.৩৮	১৯১.৫৩
মোট চাল	৩৪৭.১০	৩৪৮.১৮
গম	১৩.৪৮	১৪.৩১
ভুট্টা	২৭.৫৯	৩৪.৩৯
মোট	৩৮৮.১৭	৩৯৬.৮৮

কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার ২০১৫-১৬

সারের নাম	পরিমাণ *[হাজার মে. টন]*
ইউরিয়া	২২৯১
টিএসপি	৭৩০
ডিএপি	৬৫৮
এসএসপি	-
এনপিকেএস	৪০
এমওপি	৭২৭
এএসপি	১০
জিপসাম	২২৯
জিংক	৫৩
অন্যান্য	-
মোট	৪৭৩৮

প্রাণি ও পাখির সংখ্যা *[লক্ষ]*

প্রাণি/পাখি	২০১৫-১৬
গরু	২৩৭.৩৫
মহিষ	১৪.৭১
ছাগল	২৫৭.৬৬
ভেড়া	৩৩.৩৫
মোট গবাদি প্রাণি	৫৪৩.৫৭
মোরগ-মুরগি	২৬৮৩.৯৩
হাঁস-মুরগি	৫২২.৪০
মোট হাঁস-মুরগি	৩২০৬.৩৩

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ২০১৫-১৬

দ্রব্য	পরিমাণ
দুধ	৭২.৭৫ লক্ষ টন
মাংস	৬১.৫২ লক্ষ টন
ডিম	১,১৯,১১৪ লক্ষ টি

boighar.com

বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন *[লক্ষ মে. টন]*

উৎস	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
অভ্যন্তরীণ	৩২.৫২	৩২.৪৯
ক. মুক্ত জলাশয়	১০.৪৬	১০.৭৬
খ. চাষকৃত	২২.০৬	২৩.৩৪
সামুদ্রিক	৬.২৭	৬.৩৯
সর্বমোট	৩৮.৭৮	৪০.৫০

জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

শিল্প	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
	জিডিপি (কোটি টাকায়)	প্রবৃদ্ধির হার (%)	জিডিপি (কোটি টাকায়)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৩০,৯০৯	৯.০৬	৩৩,৭৫৬	৯.২১
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	১,৪৭,৩১৩	১২.২৬	১,৬৩,৯৯৪	১১.৩২
মোট	১,৭৮,২২২	১১.৬৯	১,৯৭,৭৫০	১০.৯৬

ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ ও রপ্তানি

ইপিজেড	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ	রপ্তানি	কর্মসংস্থান
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন	(মি. মা. ড.)	(মি. মা. ড.)	(জন)
চট্টগ্রাম	১৭২	১২	১৫২০.১৯	২৫৬৬০.৩৪	১৯৩৮৬৯
ঢাকা	১০২	৯	১২৬৯.৪৬	২১৮৬৩.৯৯	৮৮৫৭৮
কুমিল্লা	৪১	৩০	২৬৭.৯২	১৯০১.৯২	২৫৬০৭
মোংলা	২০	১৬	৪৫.৭৬	৪৭২.২২	১৯২৬
উত্তরা	১২	১০	১৩২.২৯	৪৯৫.০৩	২২৬৯১
ঈশ্বরদী	১৫	১৮	১০৫.৮৫	৫১৬.৬২	৮০৮৩
আদমজী	৪৯	১৭	৪০৭.২৭	২৬৫৮.৫৩	৫৩১১৮
কর্ণফুলী	৪৮	১৬	৪৬৭.০০	৩৪৭৩.২৬	৬৬৭৯৬
মোট	৪৫৯	১২৮	৪২১৫.৭৩	৫৭০৪১.৯১	৪৬৩৫৪৮

[ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত]

ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান

পোশাক শিল্প : ১১৪। গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ : ৮৯। টেক্সটাইল : ৪০। নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প : ৩৫। জুতা ও চামড়াজাত শিল্প : ৩৩। টেরি টাওয়েল : ১৮। ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য : ১৮। প্লাস্টিক দ্রব্য : ১৪। ধাতব শিল্প : ১৩। তাবু : ১০। সেব খাত : ৯। কৃষিজাত শিল্প : ৮। টুপি : ৬। কেমিক্যাল শিল্প : ৬। আসবাবপত্র : ৩। মোড়ক সামগ্রী : ৩। বিদ্যুৎ শিল্প : ২। রশি : ২। স্পোর্টস পণ্য : ২। ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফট : ১। খেলনা : ১। বিবিধ : ৩২।

কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য ** ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত*

বছর	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৫-১৬	৭৫.৫৬	১১.৩৭	১০৫৪.৪০	১৩.৫০
২০১৬-১৭*	৮৮.৮৯	৭.৫৫	৭২৭.৬৪	৯.৩৩

পাটজাতপণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য ** ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।*

বছর	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৫-১৬	৯.৬৩	৭.৪২	৫০৬১.৪৬	৫৭.৮৫
২০১৬-১৭*	৪.০৯	৩.৩২	২৫৬১.৫৫	৩২.৮৪

ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের রপ্তানি চিত্র ২০১৬

প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল	মোট রপ্তানি	রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭টি দেশে

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

[ফেব্রুয়ারি ২০১৭]

মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা : ১৩,১৭৯ মেগাওয়াট

জ্বালানি ধরন অনুযায়ী	
জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতার অংশ (%)
প্রাকৃতিক গ্যাস	৬২.০১
ফার্নেস অয়েল	২১.৯৭
ডিজেল	৭.৮৩
বিদ্যুৎ আমদানি	৪.৫৫
কয়লা	১.৯০
পানি	১.৭৫
মালিকানা	উৎপাদন ক্ষমতার অংশ (%)
সরকারি	৫৩%
বেসরকারি	৪২%
বিদ্যুৎ আমদানি	৫%

বিদ্যুৎ উৎপাদন

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন : ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা

জ্বালানিভিত্তিক	
জ্বালানি	অংশ (%)
প্রাকৃতিক গ্যাস	৬৭.৯৪
তেল	২০.৫২
বিদ্যুৎ আমদানি	৭.৭৩
পানি	১.৯৬
কয়লা	১.৮৫
খাত অনুযায়ী	
খাত	অংশ (%)
বেসরকারি	৪৭
সরকারি	৪৫
বিদ্যুৎ আমদানি	৮

- মোট বিদ্যুৎ আমদানি ২০১৫-১৬ : ৫০,৯২৩.৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা
- **বিদ্যুতের সিস্টেম লস ২০১৫-১৬**
  বিতরণ লস : ১০.৯৬%
  সঞ্চালন ও বিতরণ : ১৩.১০%
- প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১% পূরণ করে।
- আবিষ্কৃত মোট গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা : ২৬টি
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাথমিক মোট মজুদ : ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)
- প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদ : ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)
- প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) : ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (%)

খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
বিদ্যুৎ	৪১.৩৩	৩৮.৪২
ক্যাপটিভ	১৬.৬৩	১৪.২৮
ইন্ডাস্ট্রিজ	১৬.১৩	১৮.৫৬
গৃহস্থালি	১৪.৬৩	১৭.৯০
সারকারখানা	৫.৪৪	৪.০৭
সিএনজি	৪.৮১	৫.৫৪
বাণিজ্যিক	০.৯৩	১.০৩
চা-বাগান	০.০৯	০.১৯

*[*ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত]*

মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেইলঘনত্ব	২০১৬	২০১৭*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	১২.৬৪	১২.৮৩
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.০৭২	০.০৬৯
মোট গ্রাহক (কোটি)	১২.৭১	১২.৮৯৭
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	৬.৬৬	৬.৬৭
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৮১.৪৮	৮২.১৭

*[*জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত]*

স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৫
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৮
	শহর	১৬.৫
	গ্রাম	২০.৩
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.১
	শহর	৪.৬
	গ্রাম	৫.৫
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.৩
	নারী	১৮.৪
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৬২৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৯
	পুরুষ	৬৯.৪
	মহিলা	৭২.০
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২৯
	শহর	২৮
	গ্রাম	২৯
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিচে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৬
	শহর	৩২
	গ্রাম	৩৯
মাতৃমৃত্যু হার (%)	জাতীয়	১.৮১
	শহর	১.৬২
	গ্রাম	১.৯১
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১০

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-এর আওতায় টিকাপ্রাপ্তির হার (২০১৬) : ৮৬.৫%

প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৬

মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় : ১,২৬,৬১৫টি ➢ সরকারি : ৬৪,১৭৭টি ● বেসরকারি : ৬২,৪৩৮টি।

মোট ভর্তি : ১৮৬.০৩ লক্ষ ➢ ছাত্র : ৯২.২৮ লক্ষ; মোট ভর্তির ৪৯.৬০% ● ছাত্রী : ৯৬.৭৫ লক্ষ; মোট ভর্তির ৫০.৪০% ■ নীট ভর্তির হার : ৯৭.৯% ■ ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার : ১৯.২%।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ২০১৬

মোট	পুরুষ	মহিলা
৩,৪৩,৩৪৯	১,২৮,১০২	২,১৫,২৪৭

উৎস : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৬

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা
নিম্ন মাধ্যমিক	২,৩২৪	টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১৭২
মাধ্যমিক	১৭,৫২৩	পিটিআই	৫৯
উচ্চ মাধ্যমিক	২,৪১৯	এসএসসি ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	১৬৯
পলিটেকনিক ইন্স.	৪৩৯	এইচএসসি-ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (স্বতন্ত্র)]	৬৭৫
সার্ভে ইন্সটিটিউট	৪	দাখিল	৬,৫৫৮
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	১৬৪	আলিম	১,৪৭৮
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	৩৩	ফাজিল	১,০৫৪
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্স.	৫০	কামিল	২২৪
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্স.	১৮৩	পালি অ্যান্ড টোল কলেজ	৯৩
মেরিন টেকনোলজি	১	সংস্কৃত টোল অ্যান্ড কলেজ	১২৮
গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইন্স.	১		
গ্রাফিক আর্টস ইন্স.	১		

** সূত্র : ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়*

উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৬

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা
সাধারণ কলেজ (সরকারি)	২৮১	শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১১৮
সাধারণ কলেজ (বেসরকারি)	১,৫৩৮	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১০৪
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১৩	ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	৩৪
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫	আইন মহাবিদ্যালয়	৭১
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৭	হোমিওপ্যাথিক মহাবিদ্যালয়	৫২
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৪	শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৩২
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১	লেদার টেকনোলজি	১
ভেটেরেনারী অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	১	মিউজিক কলেজ	২
		টেক্সটাইল কলেজ	১১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৯	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্স.	৫
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৯০		

উৎস : ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি
মেডিকেল কলেজ	৩৬	৬৮
ডেন্টাল কলেজ	৯	২৪
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন	২৩	১০
নার্সিং ইনস্টিটিউশন	৪৩	৫১
নার্সিং কলেজ	১৪	২৪

boighar.com

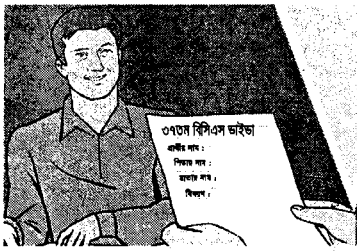

৩৭তম বিসিএস Real Viva পর্ব-১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী **জনাব মো. আবু জাফর**-এর ৩৫তম বিসিএস ভাইভার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো। তিনি বর্তমানে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে কর্মরত আছেন।

প্রার্থী : আস্সালামু আলাইকুম। আসতে পারি, স্যার?

চেয়ারম্যান : ওয়ালাইকুম আস্সালাম। আসুন, বসুন।

প্রার্থী : ধন্যবাদ, স্যার।

চেয়ারম্যান : কত সালে মাস্টার্স পাস করে বের হয়েছেন?

প্রার্থী : ২০১২ সালে।

চেয়ারম্যান : তাহলে এখনও বেকার আছেন কেন?

প্রার্থী : স্যার, বেশ কয়েকটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছি। রেজাল্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, একটা ভালো চাকরি, মানে প্রথম শ্রেণির চাকরির জন্য চেষ্টা করছি। এ ক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করছি। বাকিটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

চেয়ারম্যান : ভালো। ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রের নাম বলুন, এটি কোথায় অবস্থিত?

প্রার্থী : দারুল আরকাম। এটি মক্কা মোয়াজ্জেমায় অবস্থিত।

চেয়ারম্যান : ইসলামী আইন শাস্ত্র-এর অপর নাম কী?

প্রার্থী : ফিকাহ্।

চেয়ারম্যান : 'ফিকাহ্' শব্দের অর্থ কী?

প্রার্থী : বোঝা বা উপলব্ধি করা।

চেয়ারম্যান : ফিকাহ্ শাস্ত্রের জনক কে?

প্রার্থী : হযরত ইমাম শাফিঈ (র.)।

পরীক্ষক : বলুনতো বাংলাদেশে মোট মাজারের সংখ্যা কত এবং কোন জেলায় মাজার নেই?

প্রার্থী : সরি, স্যার (মাজারের সংখ্যা ৯৫০টি; রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় মাজার নেই)।

পরীক্ষক-১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্রের পরিচালকের নাম কী ছিল?

প্রার্থী : শামসুল হুদা চৌধুরী।

পরীক্ষক-১ : মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের মধ্যে ১টি পার্থক্য বলুন।

প্রার্থী : মৌলিক অধিকারগুলোতে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু মানবাধিকারে তা দেয়া হয় না।

পরীক্ষক-১ : সুশাসন বলতে কী বোঝায়? এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

প্রার্থী : সুশাসন বলতে প্রশাসন পরিচালনায় আমলা ও রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রভৃতি বোঝায়। সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Good Governance।

পরীক্ষক-২ : 'প্রতিমন্ত্রী'র ইংরেজি কী?

প্রার্থী : Deputy Minister (সঠিক State Minister)।

পরীক্ষক-২ : জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি? এটি কবে সদস্যপদ লাভ করে?

প্রার্থী : দক্ষিণ সুদান; ১৪ জুলাই ২০১১।

পরীক্ষক-২ : কিয়োটো প্রোটোকল-১৯৯৭ কী?

প্রার্থী : গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস বিষয়ক একটি চুক্তি।

পরীক্ষক-২ : বাংলা সনের কোন মাসটি কোনো নক্ষত্রের নাম অনুসারে নয়?

প্রার্থী : সরি, স্যার (সঠিক অগ্রহায়ণ)।

পরীক্ষক-১ : 'White Collar Job' আর 'Blue Collar Job'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রার্থী : White Collar job-এ কায়িক শ্রম নেই। Blue Collar Job-এ আছে।

পরীক্ষক-১ : 'De facto' আর 'De jure'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রার্থী : De facto মানে প্রকৃত অবস্থা, যা আছে তাই। De jure মানে যা হওয়া উচিত, আইনগতভাবে সিদ্ধ।

পরীক্ষক-১ : *'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'* গানটির স্রষ্টা কে?

প্রার্থী : লালন শাহ।

পরীক্ষক-১ : বানান শুদ্ধ করে লিখুন (নির্দেশ মোতাবেক)।

প্রার্থী : বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্যোগ, প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা, শরণাপন্ন, বিদ্বদ্বল্লভ।

পরীক্ষক-১ : বর্তমানে কোন বিভাগ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত?

প্রার্থী : সরি, স্যার (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী)।

পরীক্ষক-১ : 'Satanic Verses' গ্রন্থটির লেখক কে?

প্রার্থী : সালমান রুশদী।

পরীক্ষক-১ : 'Haggard' অর্থ কী?

প্রার্থী : খুবই ক্লান্ত।

চেয়ারম্যান : আপনি এবার আসুন।

প্রার্থী : সবাইকে ধন্যবাদ, স্যার। আস্সালামু আলাইকুম।

BCSসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার ভাইভার জন্য Exclusive আয়োজন

প্রফেসর'স ভাইভা সহায়িকা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ

৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি বিষয়ভিত্তিক টিপস

প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ৩৮তম বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুদের জন্য রয়েছে বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতিমূলক টিপসের ধারাবাহিক আয়োজন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য | পূর্ণমান ৩৫

ভাষা #১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। — বাক্যে নিম্নরেখ পদ দুটির শুদ্ধরূপ— বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ।
- 'অনাথিনী' শব্দটির শুদ্ধরূপ— অনাথা।
- সে একজন বিদুষা নারী। — বাক্যে 'বিদুষা' শব্দের শুদ্ধরূপ— বিদুষী।
- রহিমা পাগলী হয়ে গেছে। বাক্যে 'পাগলী' শব্দটির শুদ্ধরূপ— পাগল।

ধ্বনি ও বর্ণ

- ভাষার শব্দ গঠিত হয়— ধ্বনির সমন্বয়ে।
- ভাষার মূল উপাদান— ধ্বনি।
- যৌগিক স্বরধ্বনিকে বলা হয়— দ্বিস্বর বা সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর।
- ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে আবশ্যিকভাবেই আগমন ঘটে— স্বরধ্বনির।

শব্দ ও পদ

- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক— শব্দ।
- হাত, ফুল, গোলাপ, লাল, বই ইত্যাদি— মৌলিক শব্দ।
- অর্থ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার— যৌগিক, যোগরূঢ় এবং রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।
- হরতন, রুইতন, তুরুপ— ওলন্দাজ শব্দ।
- বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে— পদ।

বাক্য

- একটি আদর্শ বাক্যে গুণ থাকে— ৩টি।
- বাক্যের বাহন— শব্দ।
- 'পড়া শেষে খেলতে যাবে।' — এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে— অভিব্যক্তি।
- গঠন অনুসারে বাক্য— তিন প্রকার।

বাক্য শুদ্ধি

অশুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যকতা নেই।
অশুদ্ধ : সূর্য উদয় হয়েছে।
শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ : ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
অশুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।

- **বানান শুদ্ধি** : অকস্মাৎ। আকাঙ্ক্ষা। উচ্চৈঃস্বর। এতদ্দ্বারা। ওষ্ঠাধর। ক্ষুব্ধ। গার্হস্থ্য। ঘূর্ণায়মান। জলোচ্ছ্বাস। টইটম্বুর। তত্ত্ব। দারিদ্র্য। ধ্বংস। নিক্বণ। পক্ব।
- **পরিভাষা** : Award— পুরস্কার। Background— পটভূমি। Curfew— সান্ধ্য আইন। Dead-Lock— অচলাবস্থা। Extension— সম্প্রসারণ। Factory— কারখানা। Guideline— নীতিপন্থা, নির্দেশনা।
- **সমার্থক শব্দ** : ঈশ— ঈশ্বর, প্রভু, স্বামী, পালক, রক্ষক, মনিব। উত্তম— উৎকৃষ্ট, ভালো, উপাদেয়, শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। ঋতু— সময়, কাল, যুগ। একা—একলা, নিঃসঙ্গ, একক, একাকী। ঐরাবত— হস্তি, হাতি, গজ, দ্বিপ, কুঞ্জর, বৃংগল।
- **বিপরীতার্থক শব্দ** : অনাবিল— আবিল। আবির্ভাব— তিরোভাব। ইহলৌকিক — পারলৌকিক। ঈর্ষা— প্রীতি। ঋজু— বক্র। একতা— বিচ্ছিন্নতা। ঐকমত্য— মতভেদ। ওস্তাদ— শাগরেদ।
- **প্রকৃতি ও প্রত্যয়** : ঈশ্বর— √ ঈশ্ + বর। উড়ন্ত— √ উড় + অন্ত। ঘটকালি— ঘটক + আলি। চরণ— √ চর + অন। ছুটি— √ ছুট + ই। জীবন্ত— √ জীব্ +অন্ত। ডিঙি— ডিঙা + ই। নীলিমা— নীল + ইমন্।
- **সন্ধি** : অধমর্ণ = অধম + ঋণ। আজ্ঞাধীন = আজ্ঞা + অধীন। ঈশ্বরেচ্ছা = ঈশ্বর + ইচ্ছা। উমেশ = উমা + ঈশ। ঘড়িয়াল = ঘড়ি + ইয়াল। চন্দ্রানন = চন্দ্র + আনন। নদ্যম্বু = নদী + অম্বু। পাপাচার = পাপ + আচার।
- **সমাস** : অনেক— নঞ তৎপুরুষ। আশীবিষ— ব্যধিকরণ বহুব্রীহি। উপশহর— অব্যয়ীভাব। একঘরে— প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। কাপুরুষ— কর্মধারয়। করকমল— উপমিত কর্মধারয়। খবরবার্তা— দ্বন্দ্ব। গজমূর্খ— উপমান কর্মধারয়।
- **মিশ্র শব্দ** : ডাক্তারখানা— ইংরেজি + ফারসি। পকেটমার— ইংরেজি + বাংলা। কালিকলম— বাংলা + আরবি। মাস্টারমশাই— ইংরেজি + তদ্ভব। চৌহদ্দি— ফারসি + আরবি।

সাহিত্য #২০

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ ০৫

- চর্যাপদের পদকর্তা হিসেবে পাওয়া যায়— মোট ২৩ জন, মতান্তরে ২৪ জনের পরিচয়।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবরপা ছিলেন— বাঙালি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি প্রদান করেন— বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ— বৈষ্ণব পদাবলি।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম— পদ্মপুরাণ।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি— ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য যে দুটি পালায় বিভক্ত— রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউসেনের গল্প।
- বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ রচনা— ব্রজবুলি ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ।
- 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের উৎস— বাইবেল ও কুরআন।
- বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক— কৃত্তিবাস ওঝা।
- চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি ছিলেন— জ্ঞানদাস।

boighar.com

- বাংলা ভাষায় প্রথম 'লাইলী-মজনু' কাব্য রচনা করেন— দৌলত উজির বাহরাম খান।
- গোবিন্দদাস বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন— বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে।
- মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন— জমিদার রঘুনাথের নির্দেশে।
- 'নবীবংশ' কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে— ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা।
- মধ্যযুগে বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ— দৌলত কাজী।
- আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের হিরামন হচ্ছে— শুক পাখির নাম।
- আব্দুল হাকিমের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— মাতৃভাষা প্রীতি।

(খ) আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান) ১৫

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; গ্রন্থ সংখ্যা ৫টি।
- ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র— বেঙ্গল গেজেট; সম্পাদক : জেমস অগাস্টাস হিকি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক— স্বর্ণকুমারী দেবী; উপন্যাস : দীপনির্বাণ (১৮৭৬)।
- কৌলীন্য প্রথা অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'-এর লেখক— রামনারায়ণ তর্করত্ন।
- বাংলা প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তক— রাজা রামমোহন রায়।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' হিসেবে অভিহিত করেছেন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যরচনা— প্রভাবতী সম্ভাষণ।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ ঘটান— 'পদ্মাবতী' নাটকে; তবে সফল প্রয়োগ ঘটান 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে।
- বাংলা কবিতার প্রথম রোমান্টিক কবি— বিহারীলাল চক্রবর্তী।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার যে গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন— সাম্য।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস— বৌঠাকুরাণীর হাট।
- কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা— প্রলয়োল্লাস।
- 'মুক্ত বুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী' হিসেবে খ্যাত— আবুল ফজল।
- আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহর প্রথম কাব্যগ্রন্থ— সাতনরী হার (১৯৫৫)।
- জহির রায়হান নিখোঁজ হন— ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ— হুমায়ূন আহমেদ।

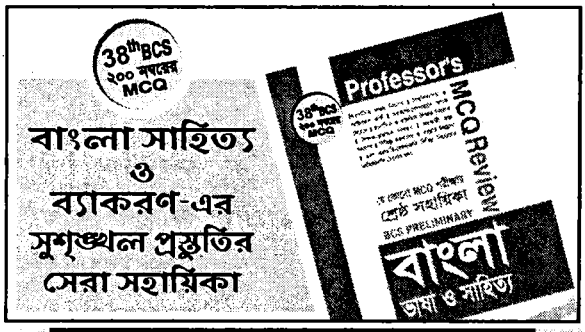

৩৮তম বিসিএস

- ৩৮তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ২৩টি ক্যাডারে মোট ২,০৪২ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে।
- আবেদনপত্র অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানার পাশাপাশি আবেদনপত্রের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)-এর নম্বর বাধ্যতামূলক।
- প্রথমবারের মতো বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা।
- লিখিত পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়াবলির (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) মধ্যে আলাদা করে ৫০ নম্বরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রশ্ন রাখা হবে।
- লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করবেন দু'জন পরীক্ষক।

রচনা ও রচয়িতা

- উপন্যাস : বিষবৃক্ষ— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সূর্য দীঘল বাড়ি— আবু ইসহাক । রাইফেল রোটি আওরাত— আনোয়ার পাশা । রাঙা প্রভাত— আবুল ফজল । মৃত্যুক্ষুধা— কাজী নজরুল ইসলাম । হাঁসুলী বাঁকের উপকথা— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ শতকের মেয়ে— নীলিমা ইব্রাহীম।
- নাটক : বেণীসংহার— রামনারায়ণ তর্করত্ন । জমীদার দর্পণ— মীর মশাররফ হোসেন । আলেয়া— কাজী নজরুল ইসলাম । বেদের মেয়ে— জসীমউদ্‌দীন । এখনও ক্রীতদাস— আবদুল্লাহ আল মামুন।
- প্রবন্ধ : সভ্যতার সংকট— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তরুণের বিদ্রোহ— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু— আবুল মনসুর আহমদ । জাগ্রত বাংলাদেশ— আহসান ছফা । সাহিত্য ও সংস্কৃতি— মুহম্মদ আবদুল হাই । সংস্কৃতির সংকট— বদরুদ্দীন উমর।
- কাব্যগ্রন্থ : মাটির দেয়াল— অমিয় চক্রবর্তী । রাজা যায় রাজা আসে— আবুল হাসান । রাত্রিশেষ— আহসান হাবীব । স্পেনবিজয় কাব্য— ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- কবিতা ও কবি : মানব-বন্দনা— অক্ষয়কুমার বড়াল । বাংলাদেশ— অমিয় চক্রবর্তী । জয়যাত্রা— আব্দুল কাদির । আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি— আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ।
- রম্য রচনা : নববাবুবিলাস— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পঞ্চতন্ত্র— সৈয়দ মুজতবা আলী । মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত— শওকত ওসমান।

গ্রন্থ ও চরিত্র

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— বড়াই, রাধা, কৃষ্ণ । কৃষ্ণকুমারী— কৃষ্ণকুমারী, ভীম সিং, বিলাসবতী, তপস্বিনী । পল্লী সমাজ— রমা, রমেশ । চরিত্রহীন— সতীশ, সাবেত্রী, কিরণময়ী, দিবাকর।

সংবাদপত্র ও সম্পাদক

- ব্রাহ্মণ সেবধি— রাজা রামমোহন রায় । সংবাদ রত্নাবলী— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । জ্ঞানান্বেষণ— দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । সুধাকর— শেখ আবদুর রহিম।

ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম

- কাঙাল হরিনাথ— হরিনাথ মজুমদার । নীললোহিত— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । প্রিয়দর্শী— সৈয়দ মুজতবা আলী।

English Language and Literature | Marks 35

Part-I : Language #20

Parts of Speech

- She was a beauty in her youth. Here 'beauty' is a— Noun.
- Honesty is the best policy. Here 'honesty' is an— Abstract Noun.
- The determiner 'some' is used before— both countable and uncountable noun.
- It is I who am to blame. Here 'who' is a— Relative Pronoun.
- The up train is late. Here 'up' is an— Adjective.
- The day of my sister's marriage is drawing near. Here 'near' is an— Adverb.
- Government has been entrusted— elected politicians. — to.
- The book was neither well-written nor interesting— Here 'neither' is a — Conjunction.
- **Idioms and Phrases :** A stitch in time saves nine— Timely action ǀ Raise one's brows— Surprise ǀ To end in smoke— To come to nothing ǀ Bring to pass— Cause to happen ǀ Through thick and thin— Under all conditions ǀ A round dozen— A full dozen ǀ Hold water— Bear examination ǀ Pass the buck— To pass the blame to someone else ǀ Down to earth— Realistic ǀ Milk and water— Timid.

Clauses (Bold words)

- It is incredible **how fast he can run.** — Noun clause.
- Please tell me the way **how you did it.** — Adjective clause.
- You need not fear **so long I am here.** — Adverbial clause.
- **How he came here** is a mystery. — Noun clause.
- **As soon as he started for home,** it began to rain— Adverbial clause.
- I will run **as far as I can.** — Adverbial clause.

Sentences and Transformation

- **Simple→ Complex→ Compound :** In case of your doing this, you will die→ If you do this, you will die→ Do this and die ǀ I am sure of his success→ I am sure that he will succeed→ He will succeed and I am sure about it ǀ Karim is a very good boy→ Karim is a boy who is very good→ Karim is a boy and he is very good.
- **Active→ Passive :** The man is going to open a shop→ A shop is going to be opened by the man ǀ They type letters, seal them and post them→ Letters are typed, sealed and posted by them ǀ Do it or face death→ You are ordered to do it or to face death.
- **Affirmative→ Negative** : Both Rajib and Adeeb did this→ Not only Rajib but also Adeep did this ǀ I know both Karim and Rahim→ I know not only Karim but also Rahim ǀ As soon as the thief saw the police, he ran away→ No sooner had the thief seen the police than he ran away.

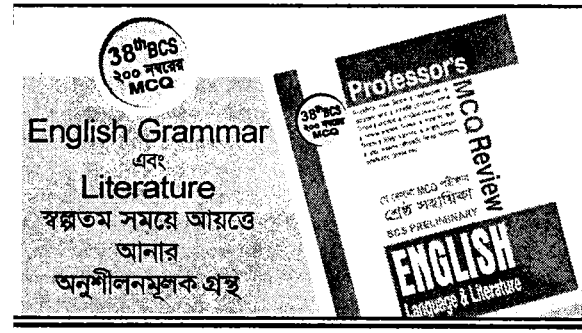

- **Synonyms :** Lucrative— Profitable ǀ Wild— Untamed ǀ Fauna— Animal ǀ Calamity— Catastrophe ǀ Naive— Gullible ǀ Adamant— Arduous ǀ Acme— Zenith ǀ Ambiguity— Uncertainity ǀ Conceit— Vanity ǀ Aberration— Deviation ǀ Bankrupt— Insolvent ǀ Daunt— Intimate ǀ Elocution— Oratory ǀ Embellish— Adorn ǀ Foresee— Anticipate.
- **Antonyms :** Amalgamate— Separate ǀ Capricious— Consistent ǀ Demur— Accept ǀ Grandiose— Simple ǀ Halcyon— Martial ǀ Incongruous— Appropriate ǀ Invidious— Charitable ǀ Obloquy— Praise ǀ Nebulous— Clear ǀ Salient— Unimportant.

Correct Spelling

- Razzmatazz ǀ Stationary ǀ Unnecessary ǀ Expedient ǀ Cigarette ǀ Foreigner ǀ Collateral ǀ Extension ǀ Anterior ǀ Certainty ǀ Recession ǀ Incumbent ǀ Missionary ǀ Proprietor.

Usages of Words as Various Parts of Speech

Noun	Verb	Adjective	Averb
Centre	Centralize	Central	Centrally
Honour	Honour	Honourable	Honourably
Strength	Strengthen	Strong	Strongly
Critic	Criticize	Critical	Critically
Habit	Habituate	Habitual	Habitually

Formation of new words by adding Prefixes and Suffixes

- **Prefix :** De + Centralize = Decentralize ǀ Dis + Qualification = Disqualification ǀ Em + Broil = Embroil ǀ En + Joy = Enjoy ǀ Mis + Rule = Misrule.
- **Suffix :** Falsify + ier = Falsifier ǀ Protect + or = Protector ǀ Bind + er = Binder ǀ Confess + ion = Confession ǀ Penetrate + ive = Penetrative.

Composition

- The main idea of a paragraph lies in its— Topic sentence.
- The last sentence of a paragraph is called a— Terminator.
- Cohesion and coherence is essential in— Paragraph.
- A letter has— Six parts.

Part-II : Literature #15

- Elizabethan Tragedy is centred on— Revenge.
- 'Tom Jones' by Henry Fielding was first published in— The 1st half of 18th century.
- 'Hamlet' by Shakespeare is— A tragedy.
- The Romantic Age in English literature began with the publication of— Preface to Lyrical Ballads.
- 'Riders to the Sea' is— A one-act play.
- O' Henry is famous for— short story.
- 'Faerie Queene' is— An epic.
- 'Waiting for Godot' is— An absurd drama.
- The first novel of Virginia Woolf was— The Voyage Out.
- 'The Solitary Reaper' is a— Romantic poem.
- 'To be or not to be' is a famous soliloquy from— Hamlet.
- William Wordsworth was inspired by— The French Revolution.
- **Works and Authors :** Utopia— Thomas More ǀ Ralph Roister Doister— Nicholas Udall ǀ Novum Organum— Francis Bacon ǀ Gorboduc— Thomas Sackville ǀ Every Man in His Humour— Ben Jonson ǀ The White Devil— John Webstar.
- **Novels and Novelists :** A Haunted House— Virginia Woolf ǀ A Passage to India— E.M. Forster ǀ Between the Lines— Kuldip Nayar ǀ Bleak House— Charles Dickens ǀ Emma— Jane Austen.
- **Poems and Poets :** Hyperion— John Keats ǀ Ode on the Intimations of Immorality— William Wordsworth ǀ Samson Agonistes— John Milton ǀ Rubaiyat-e-Omar Khayyam— Edward FitzGerald ǀ Reprieve— Jean Paul Sartre.
- **Plays and Playists :** Arms and the Man— G. B. Shaw ǀ A Doll's House— Henrik Ibsen ǀ From Here to Eternity— James Jones ǀ Murder in Cathedral— T. S. Eliot ǀ Tempest— William Shakespeare ǀ The Tragical History of Dr Faustus— Christopher Marlowe.

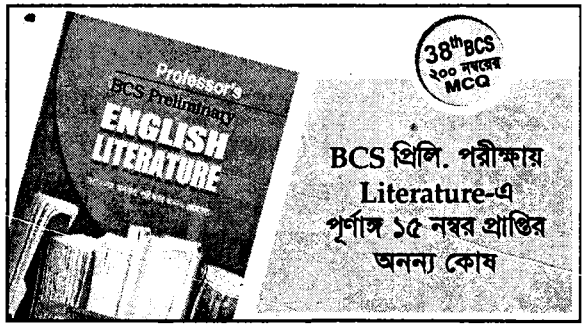

- **Literary Works and Characters :** Romeo and Juliet (Play)— Romeo, Juliet, Benvolio ǀ The Way of the World (Play)— Mirabell, Lady Wishfort, Mrs. Fainall, Millamant ǀ Riders to the Sea (Play)— Maurya, Cathleen, Nora, Bartley ǀ The Merchant of Venice (Play)— Antonio, Portia, Shylock, Bassanio.
- **Literary Persons and Titles :** Nicholas Udall— Father of English Drama ǀ Francis Bacon— Father of English Essay ǀ Henry Fielding— Father of English Novel ǀ James Joyce— Father of English Stream of Consciousness Novel.
- **Pen Names and Real Names :** George Eliot— Mary Ann Evans ǀ Mark Twain— Samuel Langhorne Clemens ǀ George Orwell— Eric Arthur Blair ǀ Voltaire— Francois-Marie Arouet.
- **Literary Periods and Writers :** Romantic Period (1798–1832) : William Wordsworth, S. T. Coleridge, P. B. Shelley, John Keats, Lord Byron, William Blake, Jane Austen, William Hazlitt, Charles Lamb, Edgar Allan Poe, Sir Walter Scott.

Literary Terms

Idyl : A short poem describing simple, rural, pastoral scenes.
Image : Picture of words.
Irony : It is a statement or a situation or an action which actually means the opposite of its surface meaning.
Metaphor : It is an implicit comparison between two dissimilar objects. Such as— Diana is a rose.
Monologue : A form of dramatic entertainment, comedic solo, or the like by a single speaker.
Morality Play : It refers to a medieval dramatic form which allegorically presents an ideal Christian life on the stage.
Motif : A particular idea or dominant element, a theme, character or verbal pattern which runs through a work of art, lilerature or folklore.
Novel : A fictitious prose narrative of a certain length (50,000 or above words).
Novelette : A short novel usually of thirty to forty thousand words.
Example : Joseph Conrad's Heart of Darkness.
Onomatopoeia : The use of words whose sounds express their meaning.
Oxymoron : A figure in which contradictory words are placed side by side for raising a striking effect.

Quotations

- Patience is bitter, but its fruit is sweet. —Rousseau.
- Prejudice is the reason of fools. — Voltaire.
- Speech is great, but silence is greater. — Carlyle.
- Success makes success, as money makes money. — Chamfort.
- They think too little who talk much. — John Dryden.
- We first make our habits, and then our habits make us.—John Dryden.
- Admiration is the daughter of ignorance. — Ben Franklin.
- God made the country and man made the town. — Cowper.
- God is on the side of big battalions. — George Bernard Shaw.
- Man's conscience is the oracle of God. — Lord Byron.
- Superstition is a religion of feeble minded persons. — Edmund Burke.
- Self-preservation is the first law of nature. — Sumuel Butler.

বাংলাদেশ বিষয়াবলি | পূর্ণমান ৩০

১. বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি : ০৬

- গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন— শশাঙ্ক।
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার'-এর প্রতিষ্ঠাতা— রাজা ধর্মপাল।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল— একডালা।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব— মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলায় মারাঠী বা বর্গী দমনে সবচেয়ে বেশি অবদান— আলীবর্দী খানের।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন— সিরাজউদ্দৌলা।
- পর্তুগিজরা বাংলাদেশে পরিচিত ছিল— 'ফিরিঙ্গী' নামে।
- উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে পরিচিত— সিপাহী বিদ্রোহ।
- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন— ১৯৩৯ সালে।
- 'পাকিস্তান' নামটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন— চৌধুরী রহমত আলী (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়— ৩ এপ্রিল ১৯৫৪; শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গঠিত হয়েছে যে জাতিগোষ্ঠী থেকে— অস্ট্রিক।
- বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল— বঙ্গ।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয়— ১০ এপ্রিল ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন— গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র— জীবন থেকে নেয়া।

২. বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ : ০৩

- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়— ৫ এপ্রিল ১৯৭৩।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়— ঠাকুরগাঁও জেলায়।
- 'বর্ণালি' ও 'শুভ্রা'— উন্নত জাতের ভুট্টা।
- 'স্বর্ণা' সার আবিষ্কার করেন— বিজ্ঞানী ড. আবদুল খালেক; ১৯৮৭ সালে।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা— ১৬২টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার অবস্থিত— ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- ডায়মন্ড ও কার্ডিনেল উন্নতজাতের— আলু।
- বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সদর দপ্তর— গাজীপুর।
- বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প— তিস্তা সেচ প্রকল্প।

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি : ০৩

- জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান— NIPORT।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— ১.৩৭%।
- অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি শুরু হয়— ১৮৭২ সালে।
- বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা— ৪৫টি।
- লিখিত বর্ণমালা নেই যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর— সাঁওতাল।
- 'খিয়াং'রা ঈশ্বরকে বলে— ফাদাগা।
- বাংলাদেশের পঞ্চম ও সর্বশেষ আদমশুমারী পরিচালিত হয়— ২০১১ সালে।
- আদমশুমারি ২০১১ অনুসারে দেশে মোট খানা— ৩,২১,৭৩,৬৩০টি (অনুমিত)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর— স্যার এ এফ রহমান।
- দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়— ১ জানুয়ারি ১৯৯৩।

৪. বাংলাদেশের অর্থনীতি : ০৩

- বাংলাদেশের ঋণদাতা দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে—জাপান।
- বাংলাদেশে প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়—১৯৮২ সালে।
- দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত হয়— দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে।
- জাতীয় আয় হলো— উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্য।
- প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে— আয়কর।
- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে— পরিকল্পনা কমিশন।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস— মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় বাজেট ঘোষণাকারী— তাজউদ্দীন আহমদ।
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করে— ১ জুলাই ২০১৫।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা— ৩১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

৫. বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য : ০৩

- বাংলাদেশে সিল্ক উৎপন্ন হয়— রাজশাহীতে।
- দেশের প্রথম সার কারখানা— ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, সিলেট।
- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম— স্টেলা মেরিস।
- দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা— লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি; ছাতক, সুনামগঞ্জ।
- বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাস হয়— ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে— যুক্তরাষ্ট্রে (মূল্যের হিসাবে)।
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অবস্থিত— গাজীপুর।
- দেশের সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা— ছাতক সিমেন্ট।
- রেমিট্যান্স অর্জনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান— অষ্টম।

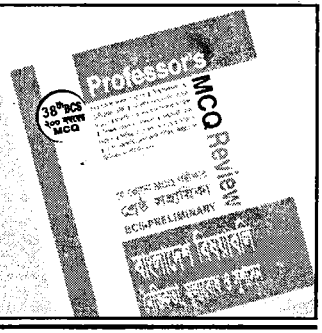

নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত নির্ভুল ও সজীব তথ্যের সন্নিবেশে BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সর্বোত্তম অবলম্বন

boighar.com

৬. বাংলাদেশের সংবিধান : ০৩

- এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন হয়েছে— ১৬ বার।
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি— ৪টি।
- 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' এর কথা বলা হয়েছে— ২২ নং অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; ২৩ মার্চ ১৯৭২।
- গণপরিষদ আদেশ কার্যকর হয়— ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে।
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম নির্বাচিত স্পিকার— শাহ আবদুল হামিদ।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কারো সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন— ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ।
- সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ আছে— দশম ভাগে; ১৪২ অনুচ্ছেদে।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিতি হবেন— ৬(২)।

৭. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা : ০৩

- ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রথম পেশ করা হয়— পাকিস্তানের লাহোরে।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা— বহুদলীয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন— ১৯৬৬ সালে।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়— ঢাকায়।
- জাতীয় সংসদে বর্তমানে প্রধান বিরোধী দল— জাতীয় পার্টি।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়— বিরোধী দলকে।
- বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স— ১৮ বছর।
- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র— পরমতসহিষ্ণুতা।
- ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৫ জুলাই ১৯৫৭।
- 'ন্যাপ'-এর প্রথম সভাপতি— মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা পায়— ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ দেশের যে ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব বিস্তার করে— রাজনৈতিক।

৮. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা : ০৩

- আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই— রাষ্ট্রপতির উপর।
- সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা— অ্যাটর্নি জেনারেল।
- জেলা পরিষদ গঠিত হয়— ২১ জন সদস্য নিয়ে।
- প্রথম কমিউনিটি পুলিশিং চালু হয়— ১৯৯২ সালে।
- ৫৪ ধারা হলো— বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করার ক্ষমতা।
- জাতীয় অর্থনীতির নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ ফোরাম— ECNEC।
- ECNEC-এর বিকল্প সভাপতি হলেন— অর্থমন্ত্রী।
- দেশে বর্তমানে উপজেলার সংখ্যা—৪৯১টি।
- বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা— সংসদীয় গণতন্ত্র।
- জাতীয় সংসদের প্রতীক— শাপলা।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ— এককক্ষ বিশিষ্ট।
- ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট আসন আছে— ১৫টি।
- সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের বাইরে থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া যায়— ১০%।
- প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে থাকবেন— সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে।

৯. বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন ও সিলেবাসভুক্ত অন্যান্য বিষয়াদি : ০৩

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম মিশন— UNIIMOG।
- বাংলায় 'ঋণ সালিসি আইন' যার আমলে প্রণীত হয়— এ. কে. ফজলুল হক।
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক— ড. মযহারুল ইসলাম।
- ফারাক্কা বাঁধ চালু হয়— ১৯৭৫ সালে।
- সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে— ইউনেস্কো।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে— ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪; ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি— হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
- সিরডাপ-এর সদর দপ্তর— ঢাকায়।
- বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক— আবদুল্লাহ আল-মুতি।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী— জয়নুল আবেদিন।
- 'আলোকিত মানুষ চাই'— এটি যে প্রতিষ্ঠানের স্লোগান— বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
- নবজাতক মৃত্যুর বর্তমান হার— ২.৮ শতাংশ।
- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে— কমনওয়েলথ।
- কুমিল্লা বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা— আখতার হামিদ খান।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | পূর্ণমান ২০

১. বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি :০৪

- প্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন করে— ফিনিশীয়রা।
- এশিয়াকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে— লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল।
- আফ্রিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি— সাহারা।
- মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে সবচেয়ে বেশি পেট্রোল মজুদ আছে— সৌদি আরব।
- পৃথিবীর যে নদীতে মাছ নেই— জর্ডান।
- ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভারতের যে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল— উত্তর প্রদেশ।
- সোভিয়েত ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়— ২১ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- 'মেমোগেট' কেলেঙ্কারিতে জড়িত দেশ— পাকিস্তান।
- লৌহ ব্যবহার প্রথম শুরু করে যে সভ্যতার লোকেরা— হিট্টাইট।
- জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়— ১৯০৫ সালে।
- নেপালের ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের বিলোপ হয়— ২৮ মে ২০০৮।
- নাৎসি আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু হয়— মিউনিখ শহর থেকে।
- 'The 46664 Campaign' হলো— এইডস বিরোধী প্রচারণা।
- 'পার্ল অব অ্যান্টিলিজ' নামে পরিচিত— কিউবা।
- কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট শুরু হয়— ১৯৬২ সালে।
- 'শিলামুদ্রার দেশ' হিসেবে বিখ্যাত 'ইয়াপ' দ্বীপটি অবস্থিত— মাইক্রোনেশিয়ায়।
- 'লাল করিডোর' অঞ্চল চিহ্নিত হয়— ভারতে।

২. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক : ০৪

- ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল— ৬ দিন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে— ১৯৪৫ সালের মে মাসে।
- মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম তেলঅস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল— ১৯৭৩ সালে।
- যে সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়— কোরিয়া সংকট।
- নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়— ৪ এপ্রিল ১৯৪৯।
- ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার নাম— মোসাদ।

- বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী— জিমি কার্টার।
- ওয়াটার লু'র যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতির নাম— ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন— উড্রো উইলসন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়— ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়— চতুর্দশ শতাব্দীতে।
- ইন্টারপোল-এর দাপ্তরিক নাম— ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন।
- 'ব্ল্যাক ক্যাট' যে দেশের কমান্ডো বাহিনী— ভারত।
- প্রথম বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- 'Earth Summit' অনুষ্ঠিত হয়েছিল— রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল; ১৯৯২ সালে।

৩. বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ : ০৪

- ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের বর্তমান নেতা— ইসমাইল হানিয়া।
- দক্ষিণ এশীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে যে দেশ— ভারত; ৫ মে ২০১৭।
- চীনের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের নাম— Comac C919।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম যে দেশ সফর করেন— সৌদি আরব।
- দক্ষিণ কোরিয়ার ১২তম ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম— মুন জায়ে ইন।
- পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র Minuteman যে দেশের— যুক্তরাষ্ট্র।
- যে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা চা-গাছের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন— চীন।
- ২৮তম NATO শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ২৪-২৫ মে ২০১৭; তাওরমিনা, ইতালি।
- ২০১৭ সালের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে শীর্ষ ও সর্বনিম্ন দেশ যথাক্রমে— নরওয়ে ও উত্তর কোরিয়া।
- চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (OBOR)-এর বর্তমান নাম— বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)।
- ২০১৭ সালে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'কিং আব্দুল আজিজ মেডেল' লাভ করেন— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- ২৭ এপ্রিল ২০১৭ যে দেশ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (OAS) ছাড়ার ঘোষণা দেয়— ভেনিজুয়েলা।

৪. আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি : ০৪

- সর্বপ্রথম পানি দূষণ সমস্যাকে চিহ্নিত করেন— হিপোক্রেটিস।

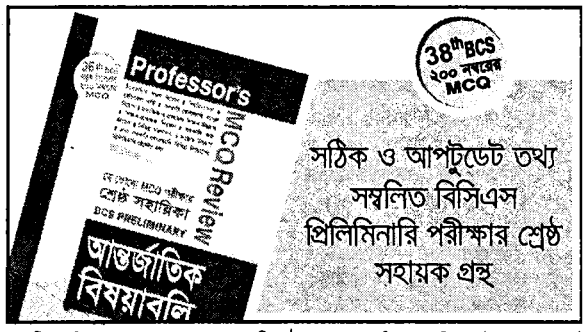

- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন গৃহীত হয়— ৫ জুন ১৯৯২; রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল এবং কার্যকর ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
- জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি হলো— জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন।
- বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি হলো— বাসেল কনভেনশন।
- বাসেল কনভেনশন গৃহীত হয়— ২২ মার্চ ১৯৮৯; বাসেল, সুইজারল্যান্ড এবং কার্যকর ৫ মে ১৯৯২।
- জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেনশন হলো— বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোকাবিলায় জাতিসংঘ কনভেনশন।
- বিশ্বে সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ— পাকিস্তান।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— ১৯৭২ সালে (প্রথম পালিত হয় ১৯৭৩ সালে)।
- বিশ্বে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) নিঃসরণে শীর্ষ দেশ— চীন; দ্বিতীয়-যুক্তরাষ্ট্র।
- ওজোন স্তরে যে রশ্মির শোষণের ফলে সেখানে তাপের সৃষ্টি হয়— আল্ট্রাভায়োলেট-বি (UV-B)।
- ভিয়েনা কনভেনশন হলো— ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ক।
- ভিয়েনা কনভেনশন গৃহীত হয়— ২২ মার্চ ১৯৮৫; ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া; কার্যকর ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
- মন্ট্রিল প্রটোকল হলো— বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষা বিষয়ক প্রটোকল।
- মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়— ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর ১ জানুয়ারি ১৯৮৯)।
- 'ইকোলজি' যে ভাষার শব্দ— গ্রিক ভাষা।
- 'ইকোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন— জার্মান বিজ্ঞানী আর্নস্টে হেকেল।
- ওজোন স্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে— ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস।

৫. আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি : ০৪

- ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC)-র প্রধান কার্যালয় বা সচিবালয় অবস্থিত— জেদ্দায়।
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র— দক্ষিণ সুদান।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের— ১৩৬তম সদস্য।
- Veto অর্থ— আমি এটা মানি না।
- নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ—১৫টি।
- কমনওয়েলথ-এর বর্তমান মহাসচিব— প্যাট্রিসিয়া জ্যানেট স্কটল্যান্ড (ইংল্যান্ড)।
- EU'র ২৮তম সদস্য দেশ— ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই ২০১৩)।
- আরব লিগ-এর সদর দপ্তর— কায়রো, মিসর।
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৮ মে ১৯৬১।
- International Chamber of Commerce (ICC)-এর সদর দপ্তর— প্যারিস, ফ্রান্স।
- ISO-এর পূর্ণরূপ— International Organization for Standardization।
- জাতিসংঘের পূর্বসূরি— লীগ অব নেশনস।
- ইয়াল্টা কনফারেন্সের অন্যতম লক্ষ্য ছিল— জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা।
- স্থায়ী সালিসি আদালত (PCA) অবস্থিত— দি হেগ, নেদারল্যান্ডস।
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব— অ্যান্টোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)।
- ইউনেস্কো'র প্রধান কার্যালয় অবস্থিত — প্যারিসে।
- OPCW শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে— ২০১৩ সালে।
- বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট— WTO।
- GATT রূপান্তরিত হয়ে WTO-তে পরিণত হয়— ১৯৯৩ সালে।
- UNCTAD'র সদর দপ্তর— জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

boighar.com

ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | পূর্ণমান ১০

১. বাংলাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক : ০২
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন— সেন্টমার্টিন।
- বাংলাদেশের 'কুয়েত সিটি' নামে খ্যাত— খুলনা অঞ্চল।
- লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ অবস্থিত— আরব সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে।
- ইউরোপের ককপিট বলা হয়— বেলজিয়ামকে।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান বা দ্বীপ— ছেঁড়া দ্বীপ/ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের উপজেলা— থানচি, বান্দরবান।

২. অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ : ০২
- ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম— মাউন্ট এলব্রুস; উচ্চতা ৫,৬৪২ মিটার।
- ক্ষুদ্রতম মহাদেশের নাম— ওশেনিয়া।
- 'পামির মালভূমি' অবস্থিত— মধ্য এশিয়ায়; উচ্চতা ৪,৮১৩ মিটার।
- 'আন্দিজ'র সর্বোচ্চ শৃঙ্গ— অ্যাকোঙ্কাগুয়া।
- 'সেন্ট হেলেনা' দ্বীপটি অবস্থিত— আটলান্টিক মহাসাগরে।
- 'পার্ল হারবার' অবস্থিত— হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।
- 'হনশু' দ্বীপ অবস্থিত— জাপান সাগরে।

৩. বাংলাদেশের পরিবেশ : ০২
- বাংলাদেশের একমাত্র যে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়— কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, পটুয়াখালী।
- বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ— সেন্টমার্টিন।
- কাপ্তাই লেকে প্লাবিত রাঙ্গামাটির উপত্যকাকে বলা হয়— ভেঙ্গীভ্যালি।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়— ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশের মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ— .০২ হেক্টর।
- বাঙালি ও যমুনা নদীর সংযোগ স্থল— বগুড়া।
- পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম— দক্ষিণ তালপট্টি।

৪. বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তন : ০২
- বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে কমে যায়— বায়ুচাপ।
- রাতের বেলা বায়ু স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত হয়— সমুদ্রের দিকে।
- বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বলে— বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)।
- আখ যে অঞ্চলের ফসল— ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের।
- সাধারণত কোনো অঞ্চলের ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলে— জলবায়ু।
- বায়ুর যে উষ্ণতায় জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় তাকে বলে— শিশিরাঙ্ক।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে— ৪টি; চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর ও সিলেট।

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা : ০২
- প্রতি বছর বাংলাদেশে ভাঙন প্রবণতা দেখা যায়— প্রায় ৪০টি নদীতে।
- বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র— ৪১০টি।
- স্পারসো যে মন্ত্রণালয়ের অধীন— প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
- সুনামির কারণ— সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প।
- ২০০৪ সালের ভয়ংকর সুনামি ঢেউয়ের গতি ছিল ঘণ্টায়— ৭০০-৮০০ কি.মি।
- সাইক্লোন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে— নিম্নচাপ ও উচ্চতাপমাত্রা।
- দক্ষিণ এশিয়াতে ঘূর্ণিঝড়কে বলে— সাইক্লোন।
- সুনামি হলো— সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস।

সাধারণ বিজ্ঞান | পূর্ণমান ১৫

ভৌত বিজ্ঞান ০৫
- ১ বর্গইঞ্চি সমান— ৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার।
- ১ কুইন্টাল সমান— ১০০ কেজি।
- পানিতে শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায়— প্রায় সাড়ে চার গুণ।
- আলট্রাসোনিক তরঙ্গ— শ্রাব্য শব্দের কম্পাঙ্ক থেকে বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গ।
- শব্দের তীব্রতা মাপা হয়— ডেসিবেল এককে।
- প্রেসার কুকারে পানির স্ফুটনাংক— স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।
- পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি— 4°C তাপমাত্রায়।
- ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস স্কেল সমান তাপমাত্রা নির্দেশ করে— -40° তাপমাত্রায়।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে— মিথেন।
- জলজ শামুক, ঝিনুকের খোলস— কার্বনেট দিয়ে গঠিত।
- যে অধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে— গ্রাফাইট।
- ইস্পাতে কার্বনের শতকরা পরিমাণ— ০.১৫ - ১.৫%।
- কার্বনের দুটি রূপভেদ— হীরক ও গ্রাফাইট।
- জৈব যৌগ হলো— কার্বন ও অন্যান্য মৌলের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ।
- অক্সিজেন আবিষ্কার করেন— ইংরেজ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্টলি; ১৭৭৪ সালে।

জীববিজ্ঞান ০৫
- হিমোগ্লোবিন যে জাতীয় পদার্থ— ফ্যা প্রোটিন।
- অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো— গ্লাইকোজেন।
- মৌমাছির চাষকে বলে— এপিকালচার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম টেস্টটিউব শিশুর মা হন— ফিরোজা বেগম।
- পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন— আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।
- শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ঝোপের সৃষ্টি করে— গুল্ম।
- মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড থাকে— মসবর্গের উদ্ভিদের।
- অণুজীববিজ্ঞানের জনক বলা হয়— এন্টনি ভন লিউয়েন হুককে।
- ভাইরাস হলো— অকোষীয়/ কোষবিহীন অণুজীব।
- HIV সংক্রমণের শেষ পর্যায়— এইডস (AIDS)।
- কোষের মস্তিষ্ক বলা হয়— নিউক্লিয়াসকে।

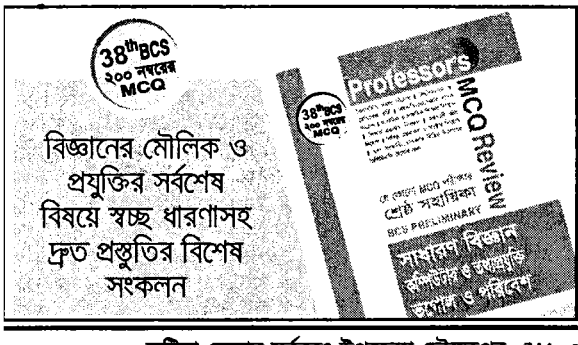

- যে কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে— পেশী কোষ।
- সবুজ ফল পাকলে রঙিন হয়— জ্যান্থোফিলের উপস্থিতির কারণে।
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়— মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে।
- 'ডিম্বাণু থেকেই সকল জীবনের সূত্রপাত হয়' মতবাদটি— উইলিয়াম হার্ভের।
- চিকিৎসাশাস্ত্রের 'আলকানুন' নামক বইটি লিখেছেন— ইবনে সিনা।

আধুনিক বিজ্ঞান ০৫

- ডায়োডের P-টাইপ অঞ্চলকে বলে— অ্যানোড।
- Light Emitting Diode তৈরি করা হয়— গ্যালিয়াম ফসফাইড বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থেকে।
- ইলেক্ট্রনিক্সের বিপ্লব শুরু হয়— ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সময় থেকে।
- Transistor তৈরি করতে প্রয়োজন হয়— Semiconductor।
- পৃথিবীর উৎপত্তি ও জীবনের উৎপত্তির ঘটনা প্রবাহকে বলে— রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।
- প্রাণিজগতকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী দু'ভাগে ভাগ করেন— ল্যামার্ক।
- ডারউইন একজন— ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী।
- প্রোটিন পরিপাক শুরু হয়— পাকস্থলীতে।
- হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের প্রসারণকে বলা হয়— ডায়াস্টোল।
- রক্তের যে কণিকা বৃদ্ধি পেলে ব্লাড ক্যান্সার হয়— শ্বেত কণিকা।
- হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়— ৭৬ বছর পর পর।
- পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ— আর্লিবার্ড (Early Bird)।
- ছায়াপথ তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে আসতে যে সময় নেয় তাকে বলে— কসমিক ইয়ার বা গ্যালেক্টিক ইয়ার।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে— ৮.৩২ মিনিট বা ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড (প্রায়)।
- রেডিও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়— গলগণ্ড রোগ নির্ণয়ে।
- এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে— হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফুলানো।
- মানবদেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে— দূষিত বাতাসের কার্বন মনোক্সাইড।
- হিগস কণা সৃষ্টিতে অবদান রাখেন— বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'কণা পরিসংখ্যান তত্ত্ব'।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি | পৃষ্ঠমান ১৫

কম্পিউটার ১০

- ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (IC) আবিষ্কার করেন— জ্যাক কেলবি ও রবার্ট নয়েস; ১৯৫৮ সালে।
- অ্যানালগ শব্দটি এসেছে— Analogous শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ সদৃশ।
- ক্ষমতা, আকৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে অতি বড় কম্পিউটারকে বলা হয়— সুপার কম্পিউটার।
- পামটপ হলো— ছোট্ট কম্পিউটার।
- এনালগ এবং ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি করা হয়— হাইব্রিড কম্পিউটার।
- কম্পিউটার সিস্টেম হলো— কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস।
- আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ : Monitor, Printer, Plotter, Speaker ইত্যাদি।
- কম্পিউটারের Software ও Hardware-এর সম্মিলিত রূপ ROM-BIOS কে বলে— Farmware (ফার্মওয়্যার)।
- ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসগুলো হলো— মডেম, টাচস্ক্রিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক কার্ড, হ্যান্ডসেট, ফ্যাক্স, মাল্টি-ফাংশন ডিভাইস ইত্যাদি।
- কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ গঠিত— অভ্যন্তরীণ স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি অংশ ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে।
- ১ মেগাবাইট সমান— ১০২৪ কিলোবাইট।
- ডেটাবাসের কাজ হচ্ছে— বিভিন্ন চিপের মধ্যে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা।
- গ্রাফিক্সের কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় — ভেসা বাস।
- PCI-এর পূর্ণরূপ— Peripheral Component Interconnect।
- USB-এর পূর্ণরূপ— Universal Serial Bus।
- বর্তমানে বাংলাদেশে MICR Technology ব্যবহৃত হচ্ছে— ব্যাংকের চেক বইয়ে।
- বিভিন্ন ধরনের ছবি ও প্রচ্ছদ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়— Graphics Soitware.
- BIOS-এর পূর্ণরূপ— Basic Input Output System।
- বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট— বিজয়, একুশে, অভ্র, লেখনী, বৈশাখী প্রভৃতি।
- CIH ভাইরাস কম্পিউটারে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টি করে— ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯।
- GUI-এর পূর্ণরূপ হলো— Graphical User Interface।

তথ্যপ্রযুক্তি ০৫

- LAN'র পূর্ণরূপ— Local Area Network।
- Client server management system-এর সুবিধা হলো— কমিউনিকেশন ব্যয় ও সময় কম লাগে।
- ইন্টারনেট প্রথম চালু হয়— ১৯৬৯ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম অন-লাইন ইন্টারনেট চালু হয়— ৪ জুন ১৯৯৬ সালে।
- কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার জন্য যে যন্ত্রাংশ প্রয়োজন— মডেম।
- ISP-এর পূর্ণরূপ— Internet Service Provider (ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান)।
- সারা বিশ্বে ইন্টারনেটের সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আদর্শ প্রোটোকল হলো— TCP/IP।
- SMTP এর পূর্ণরূপ— Simple Mail Transfer Protocol।
- URL এর পূর্ণরূপ— Uniform Resource Locator।
- কয়েকটি জনপ্রিয় Internet Browser হলো— Firefox, Google Crome, Internet Explorer, Opera, Safari।
- উইকিলিকস্-এর প্রতিষ্ঠাতা— জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ।
- টেলেক্স-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়— শব্দ ও ছবি।

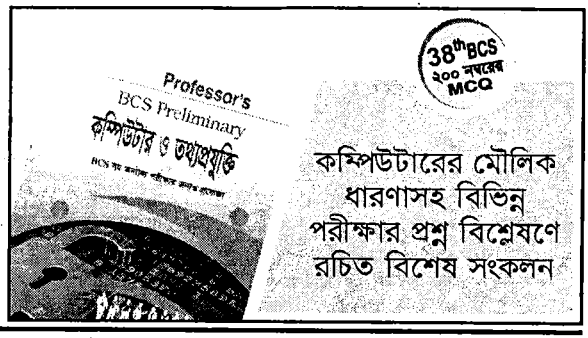

গাণিতিক যুক্তি | পূর্ণমান ১৫

ত্রিভুজ (Triangle) : তিনটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ সীমারেখাকে ত্রিভুজ বলে।

সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ (Acute-angled Triangle) : যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ (৯০°-এর চেয়ে ছোট) তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলে।

স্থূলকোণী ত্রিভুজ (Obtuse-angled Triangle) : যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

সমকোণী ত্রিভুজ (Right-angled Triangle) : যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

অতিভুজ (Hypotenuse) : সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে।

ভূমি ও লম্ব (Base & Perpendicular) : কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুইটির একটিকে ভূমি ও অপরটিকে লম্ব বলা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্য ও সূত্র

১. সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণই সমান এবং প্রতিটি কোণের মান 60°।
২. সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যমাসমূহ পরস্পর সমান।
৩. সমবাহু ত্রিভুজের সকল মধ্যমাই লম্ব।
৪. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$; যখন a = একটি বাহুর দৈর্ঘ্য।
৫. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণদ্বয় সমান।
৬. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর সাধারণ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা ঐ বাহুর উপর লম্ব।
৭. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{a}{4}\sqrt{4b^2 - a^2}$ [সমান বাহু b]
৮. বিষমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর অসমান।
৯. বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

যেখানে, অর্ধ পরিসীমা,

$$S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{\text{তিন বাহুর যোগফল}}{2}$$

চতুর্ভুজ (Quadrilateral) : চারটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ সীমারেখাকে চতুর্ভুজ বলে। সামান্তরিক, রম্বস, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র ও ট্রাপিজিয়াম এগুলো চতুর্ভুজের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্ভুজের চার অন্তঃকোণের সমষ্টি 4 সমকোণ।

কর্ণ (Diagonal) : চতুর্ভুজের বিপরীত কৌণিক শীর্ষের সংযোজক রেখাংশকে কর্ণ বলে।

চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয়ের সমষ্টি তার পরিসীমা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

সামান্তরিক (Parallelogram) : চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল হলে তাকে সামান্তরিক বলে।

- সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।
- সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।
- সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- সামান্তরিকের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)।
- সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা।

আয়তক্ষেত্র (Rectangle) : সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ হলে তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

- আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান।
- আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)
- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
- আয়তক্ষেত্রের কর্ণ = $\sqrt{a^2 + b^2}$

বর্গক্ষেত্র (Square) : চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং কোণগুলো সমকোণ হলে তাকে বর্গক্ষেত্র বলে।

- বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- বর্গের ক্ষেত্রফল = (এক বাহুর দৈর্ঘ্য)^2
- বর্গের পরিসীমা = 4 × এক বাহুর দৈর্ঘ্য।
- বর্গের কর্ণ = $\sqrt{2}$ × এক বাহুর দৈর্ঘ্য।

মানসিক দক্ষতা | পূর্ণমান ১৫

❖ ভাষাগত যৌক্তিক বিচার
Verbal Reasoning

১. মনের — ও সুচিন্তার দ্বারাই মানুষ মহৎ হয়।
ⓚ পরিচ্ছন্নতা ⓚ প্রশান্তি
ⓖ ইচ্ছা ⓖ গভীরতা

২. If in a certain language, GAMBLE is coded as FBLCKF, how is FLOWER coded in that code?
ⓚ HNQYGT ⓚ GMPVDS
ⓖ GKPVFQ ⓖ EMNXDS

৩. — ত্যাগ করলে মানুষ স্বর্গসুখ লাভ করতে পারবে।
ⓚ হিংসা, দ্বেষ, লোভ ⓚ পরশ্রীকাতরতা
ⓖ স্বার্থপরতা ⓖ ঐশ্বর্য ও বংশমর্যাদা

❖ সমস্যা সমাধান
Problem Solving

৪. একটি রাস্তায় ১২৫ মিটার অন্তর বৈদ্যুতিক খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। ৮ কিমি দীর্ঘ রাস্তায় কতগুলো খুঁটির প্রয়োজন হবে?
ⓚ ৫০টি ⓚ ৪৩টি ⓖ ৬৫টি ⓖ ৫১টি

৫. ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ছিল। একই বছরের ৩১ ডিসেম্বর কি বার ছিল?
ⓚ সোমবার ⓚ বৃহস্পতিবার ⓖ বুধবার ⓖ শনিবার

৬. একটি ক্রিকেট দলে যতজন স্ট্যাম্প আউট হলো তার দেড়গুণ কট আউট হলো এবং মোট উইকেটের অর্ধেক বোল্ড আউট হলো। এই দলের কতজন কট আউট হলো?
ⓚ ৪ জন ⓚ ৩ জন ⓖ ২ জন ⓖ ৫ জন

সমাধান

১	ক
২	ঘ
৩	ক
৪	গ
৫	খ
৬	খ

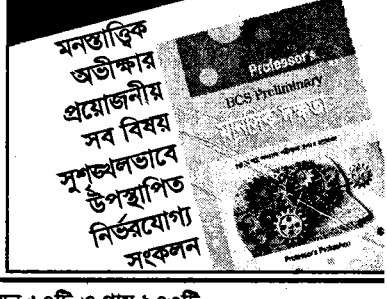

বানান ও ভাষা
Spelling & Language

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মরিচীকা (খ) মরীচিকা (গ) মরিচিকা (ঘ) মরীচীকা

৮. যদি ইংরেজি বর্ণমালাকে উল্টোদিক থেকে লেখা হয়, তাহলে বাঁদিক থেকে ১২তম অক্ষরের বাম পাশের সপ্তম অক্ষর কোনটি হবে?
(ক) F (খ) G (গ) V (ঘ) S

৯. Identify the correct spelling
(ক) Acommodation (খ) Accommodation
(গ) Accomodation (ঘ) Acomodation

যান্ত্রিক দক্ষতা
Mechanical Reasoning

১০. কোন শব্দটি আয়নায় একই দেখাবে?
(ক) TOOT (খ) CAN (গ) STYLE (ঘ) ROOT

১১. Which person must pull harder to lift the weight?
(ক) A
(খ) B
(গ) Both A and B
(ঘ) No difference

১২. একটি দেয়াল ঘড়ির দর্পণ চিত্র নিম্নরূপ।

ঘড়িটিতে সময় কত দেখাচ্ছে?
(ক) ৫ : ০৫ (খ) ৭ : ১০ (গ) ৮ : ১০ (ঘ) ১১ : ০৫

স্থানাঙ্ক সম্পর্ক
Space Relation

১৩. তানিয়া প্রথমে ১২ কিমি উত্তরে যায়। পরে ১২ কিমি পশ্চিমে যায়। সেখান থেকে ৬ কিমি দক্ষিণে যায়। যাত্রাস্থান হতে বর্তমান অবস্থানের সোজাসুজি দূরত্ব কত?
(ক) ৯ কিমি (খ) ৬√৫ কিমি
(গ) ১১ কিমি (ঘ) ৬ কিমি

১৪. How many four sided shapes does this diagram have?
(ক) 11—15
(খ) 16—20
(গ) 21—25
(ঘ) 26—30

১৫. নিচের চিত্রে যথাক্রমে কতটি আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র রয়েছে?

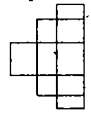

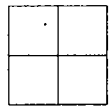

(ক) ২ ও ৪
(খ) ৪ ও ৫
(গ) ২ ও ৫
(ঘ) ৫ ও ৩

সংখ্যাগত ক্ষমতা
Numerical Ability

১৬. ২, ৩, ৫, ৯, ১৭ — শূন্যস্থানের সংখ্যাটি কত?
(ক) ৩৩ (খ) ৪৫ (গ) ২৫ (ঘ) ৬৫

১৭.

২	৬
৫৪	১৮

?	৯
৮১	২৭

(ক) ৯ (খ) ৩ (গ) ৬ (ঘ) ১৮

সমাধান

৭	খ
৮	গ
৯	খ
১০	ক
১১	খ
১২	ক
১৩	খ
১৪	ঘ
১৫	খ
১৬	ক
১৭	খ

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সু-শাসন | পূর্ণমান ১০

- সামাজিক মূল্যবোধ হলো— সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো— জনগণের।
- সুশাসনের মূল লক্ষ্য— আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি— সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না— আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক— বিপরীতমুখী।
- পরানীতিবিদ্যার সূচনাকারী— জি. ই. ম্যুর (G. E. Moore)।
- Modern Moral Philosophy গ্রন্থটির রচয়িতা— W. D. Hudson।
- সুশাসন হলো— একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন।
- একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে— ফলপ্রসূ শাসন কার্যের ওপর।
- শুদ্ধাচার বলতে বোঝায়— সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে।
- রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের— দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে— সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন— সরকারি কার্যক্রমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
- আমলার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে প্রশাসনের— কর্মদক্ষতা।

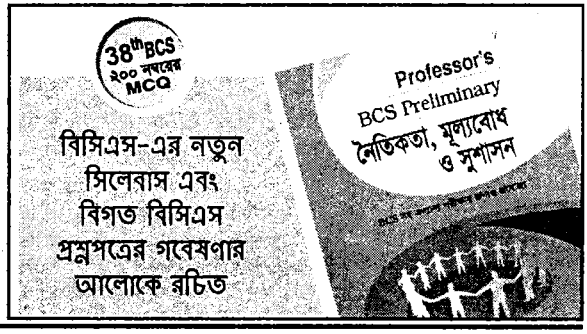

২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মডেল নন-ক্যাডার জব

বাংলা । মান-৫০

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন : ১৫

ক. খাদ্যে ভেজাল : কারণ ও প্রতিকার।

খ. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা : খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনা।

গ. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান।

ঘ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ঙ. বাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ।

২. সারমর্ম লিখুন : ৫

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
....
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন। ১০

গ্রামের বাড়িতে ঈদের ছুটিতে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

অথবা, বাড়িভাড়া সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র রচনা করুন।

৪. বাংলায় অনুবাদ করুন : ৫

Dishonest men may be seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy.

অনুবাদ : অসৎ ব্যক্তিরা আপাতদৃষ্টিতে উন্নতি করে থাকে এবং সাময়িকভাবে তাদের অপরাধ ধরা পড়ে না। কিন্তু পরিণামে তাদের অসাধুতা ধরা পড়ে এবং তজ্জন্য তারা শাস্তি ভোগ করে ও অপমানিত হয়। তাই সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৫. যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১৫

ক. 'ণ-ত্ব' বিধান কাকে বলে? উদাহরণসহ তিনটি 'ণ-ত্ব' বিধির উল্লেখ করুন।

খ. অল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

গ. উপসর্গযোগে শব্দগঠন করে তা দিয়ে বাক্য রচনা করুন : নি; প্র; অনু; বদ্; অভি।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নিরূপণ করুন : শ্বেতপদ্ম, স্কুল পালানো, নীলবসনা, যথারীতি, গোঁফ খেজুরে।

ঙ. সমোচ্চারিত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য গঠন করুন : শর, সর; শূর, সুর; বেশি, বেশী; সাড়া, সারা; জোর, জোড়।

ENGLISH । Marks : 50

1. Write an essay on any one of the following: 15

a. Facebook : The Medium of Social Communication

b. Local Government Bodies : Their functions and Importance

c. Working women as parents

2. Write a letter to an English daily expressing your views on English as a compulsory subject for all PSC examinations. 10

Or, Write an application to the Managing Director (MD) of an organization for the post of Junior Executive and enclose your full curriculum vitae (CV) with the application.

3. এ অংশে একটি Passage এবং সেটির ওপর ৪/৫টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে। Passageটির সামগ্রিক অর্থ ও ভাবার্থ অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। 10

4. Fill in the blanks with appropriate prepositions : 1 × 5 = 5

a. The day-labourers depends— their days' earnings — survivals.

b. I took — walking, hoping — lose some weight.

c. The ambassador called — the President — 6.30 PM.

d. Why is it difficult— dispose— waste?

e. She went — the big gate — the prison — the road.

Ans. : (a) on, for ; (b) to, to; (c) upon, at; (d) to, of (e) through, of, on.

5. Make sentence with the following : 1×5=5

a. Moot point (অমীমাংসিত বিষয়) : Dowry system is still a moot point in Bangladesh.

b. Out of sorts (অসুস্থ) : I feel out of sorts today.

c. Out of the wood (ঝামেলামুক্ত, বিপদমুক্ত) : He is out of the wood now.

d. Pin drop silence (অত্যন্ত নীরবতা) : The judge read out the verdict in a pin drop silence.

e. Soft Soap (মন ভোলানো কথা) : Never believe in other's soft soap.

6. Make the following sentences correct : 5

a. He went to mosque to pray.
Ans. He went to mosque for saying his prayer.

b. He wrote a novel, but before that he wrote an one act play.
Ans. He had written a one-act play before he wrote a novel.

c. Airport is a busy place.
Ans. The airport is a busy place.

d. He wants to admit to Dhaka Commerce College.
Ans. He wants to get himself admitted into Dhaka Commerce College.

e. The plane was landed just at 12 p.m.
Ans. The plane landed just at 12 p.m.

সাধারণ জ্ঞান ▮ মান-৪০

ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি; মান : ১৫

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

১. বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ কোথায় অবস্থিত? এর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার।

২. বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত ২০১৭ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ ও শিল্পী মিতা হক।

৩. 'Witness to Surrender' এবং 'Surrender at Dhaka' বই দু'টির লেখক কারা?
উত্তর : Witness to Surrender বইটির লেখক পাকিস্তানের সিদ্দিক সালিক (Siddique Salik) এবং Surrender at Dhaka বইটির লেখক ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল জে. এফ. আর জ্যাকব (J. F. R. Jacob)।

৪. শালবন বিহার কি? এটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : শালবন বিহার বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক স্থান। এটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

৫. দেশে নির্মিত সর্ববৃহৎ জাহাজ এবং এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম কি?
উত্তর : দেশে নির্মিত সর্ববৃহৎ জাহাজ 'জেএসডব্লিউ প্রতাপগড়'। এর নির্মাতা 'ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড'।

[বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর এরকম ৭টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে।]

খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; মান : ১৫

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি কে? জাতিসংঘের বর্তমান ও পঞ্চম উপ-মহাসচিব কে?
উত্তর : সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত)। জাতিসংঘের বর্তমান ও পঞ্চম উপ-মহাসচিব *আমিনা মোহাম্মদ* (নাইজেরিয়া)।

২. ফ্রান্সের নতুন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : ফ্রান্সের নতুন প্রেসিডেন্টের নাম ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম এডওয়ার্ড ফিলিপ।

৩. সুয়েজ খালের দুই প্রান্তে কোন কোন জলরাশি অবস্থিত?
উত্তর : সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে ভূ-মধ্যসাগর ও দক্ষিণ প্রান্তে লোহিত সাগর অবস্থিত।

৪. দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ কবে, কোথা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
উত্তর : ৫ মে ২০১৭ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (Indian Space Research Organization- ISRO) অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরি কোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে দক্ষিণ এশীয় উপগ্রহ G SAT-9 এর সফল উৎক্ষেপণ করা হয়।

৫. Third Reich কি?
উত্তর : জার্মান শব্দ Reich (রাইখ) অর্থ 'সাম্রাজ্য'। Third Reich (তৃতীয় রাইখ) শব্দটি দ্বারা জার্মানিতে ১৯৩৩ হতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে হিটলারের শাসনকালকে বোঝায়।

[আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির উপর এরকম ৭টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে।]

গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; মান : ১০

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

১. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি এবং মানব শরীরে কয়টি হাড় আছে?
উত্তর : মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens* এবং মানুষের শরীরে মোট ২০৬টি হাড় আছে।

২. ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে কোন রোগ হয়?
উত্তর : ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে মূলত স্কার্ভি রোগ হয়।

৩. যে রোগে শরীরের ইমিউনিটি নষ্ট হয়ে যায়, তার নাম কি?
উত্তর : এইডস রোগের ফলে শরীরের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

৪. শব্দ রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কি?
উত্তর : শব্দ রেকর্ড করার যন্ত্রের নাম অডিওগ্রাফ (Audiograph)।

৫. 'সবুজ বিপ্লবের জনক' বলা হয় কাকে?
উত্তর : নরম্যান বোরলোগ (যুক্তরাষ্ট্র)-কে 'সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) জনক' বলা হয়।

[বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের উপর এরকম ৭টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে।]

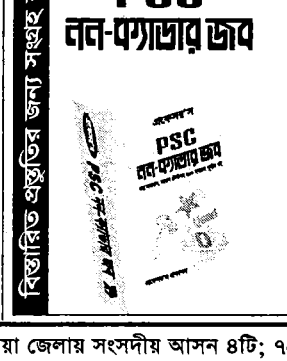

গণিত ও মানসিক দক্ষতা ▮ মান-৬০

গণিত : মান ৪০

মানবণ্টন এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

পাটিগণিত : ১৫

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : সেট ও সংখ্যা • সরল • গড় • লাভ-ক্ষতি • শতকরা • সুদকষা • ক্ষেত্রফল • অনুপাত-সমানুপাত।

বীজগণিত : ১৫

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : বর্গ ও ঘন-এর সূত্র এবং এর ব্যবহার • ল.সা.গু. ও গ.সা.গু. • উৎপাদকে বিশ্লেষণ • সমাধান • মান নির্ণয় ইত্যাদি।

জ্যামিতি : ১০

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা • রেখা • বিন্দু • কোণ • ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় বিষয়াদি • ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কীয় বিষয়াদি • ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।

মানসিক দক্ষতা : মান ২০

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : Ability to understand language • Decision making ability • Ability to measure spatial relationship and direction • Problem solving ability • Perceptual ability etc.

নমুনা প্রশ্ন

১. If $(x - y) = 10$ and $xy = 75$, what is the value of x?
ⓚ 15 ⓛ 5 ⓜ 10 ⓝ 0

২. A farmer had 20 hens all but 2 died. How many hens are still alive?
ⓚ 2 ⓛ 10
ⓜ 15 ⓝ 18

উত্তর : ১. ক; ২. ক।

এ অংশে ভালো করতে হলে ভালো মানের *Mental ability*-এর বই সংগ্রহ করে ব্যাপক অনুশীলন করতে হবে। এক্ষেত্রে **প্রফেসর'স মানসিক দক্ষতা** বইটি আপনার সহায়ক গ্রন্থ হতে পারে।

চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৭

প্রিলিমিনারি টেস্ট প্রস্তুতি

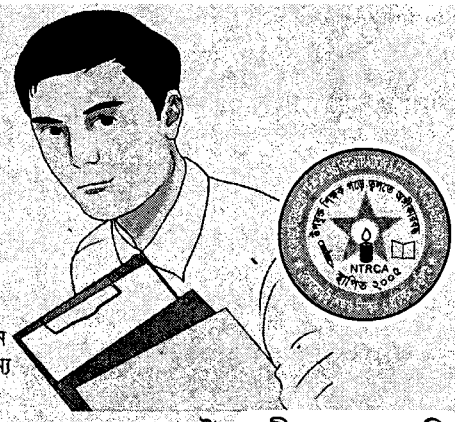

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুদের জন্য আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : ১০.০৭.২০১৭ সন্ধ্যা ৬টা

পরীক্ষার সময়সূচি

	পর্যায়	তারিখ ও বার	সময়
প্রিলিমিনারি টেস্ট	স্কুল ও স্কুল-২	২৫.০৮.২০১৭ (শুক্রবার)	সকাল ১০.০০ টা – সকাল ১১.০০ টা
	কলেজ		বেলা ৩.০০ টা – বিকাল ৪.০০ টা
লিখিত পরীক্ষা	স্কুল ও স্কুল-২	০৮.১২.২০১৭ (শুক্রবার)	সকাল ০৯.০০ টা – দুপুর ১২.০০ টা
	কলেজ	০৯.১২.২০১৭ (শনিবার)	সকাল ০৯.০০ টা – দুপুর ১২.০০ টা

বাংলা-২৫

ভাষারীতি

- ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়— সাধু ভাষারীতিতে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব— গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- ভাষার মৌলিক অংশ— ৪টি।
- গঠন অনুসারে শব্দ— ২ প্রকার।
- বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট— ১২টি।
- দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে যে বিরামচিহ্ন বসে— সেমিকোলন (;)।

বাগধারা

- অগত্যা মধুসূদন— উপায়ান্তর না থাকা। আমড়াগাছি— চাটুকারিতা। উনপঞ্চাশ বায়ু— পাগলামি। ঘটিরাম— অপদার্থ। চশমখোর— লজ্জাহীন। ঠোঁটকাটা— স্পষ্টভাষী। ডাকাবুকো— দুরন্ত। তুলসী বনের বাঘ— ভণ্ড। বাহাত্তরে ধরা— বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন হওয়া। মণিকাঞ্চন যোগ— যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিল। একাদশে বৃহস্পতি— সৌভাগ্যের বিষয়।

শুদ্ধ বানান

- অশ্বত্থ। অপরাহ্ণ। আহ্নিক। ঐন্দ্রজালিক। ওষ্ঠাধর। কৃচ্ছ্র। ক্ষুণ্নিবৃত্তি। ঘূর্ণায়মান। জাজ্বল্যমান। টীকাটিপ্পনী। তত্ত্বাবধান। দারিদ্র্য। দ্যূতক্রীড়া। নিশীথিনী।

অনুবাদ

- The anti-socials are still at large— সমাজবিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
- There is no rose but thorn.— দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
- Patience has its reward— সবুরে মেওয়া ফলে।
- Rome was burning while Neru was playing on flute— কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।
- We mean business— আমরা কাজ নিয়ে থাকি।
- Books are a man's best companions in life— বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সঙ্গী।
- A beggar must not be a chooser— ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
- The rose is a fragrant flower— গোলাপ সুগন্ধি ফুল।
- The man is off his head— লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
- Look before you leap. — ভাবিয়া করিও কাজ।

সন্ধি-বিচ্ছেদ

- অধীশ্বর = অধি + ঈশ্বর। উপর্যুপরি = উপরি + উপরি। ঘড়িয়াল = ঘড়ি + ইয়াল। ত্বরান্বিত = ত্বরা + অন্বিত। পরমেশ্বর = পরম + ঈশ্বর। উল্লিখিত = উৎ + লিখিত। তদবধি = তত + অবধি। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। বরঞ্চ = বরম + চ। বাগালোপ = বাক্ + লোপ। মৃত্যুঞ্জয় = মৃত্যু + জয়। ষোড়শ = ষট্ + দশ। সজ্জন = সৎ + জন।

কারক-বিভক্তি

- অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী— কর্মে শূন্য। আষাঢ়ে বাদল নামে— অধিকরণে ৭মী। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল— অধিকরণে ৭মী। গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে— সম্প্রদানে ৭মী। ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দ হাঁটিয়া চলিল— অধিকরণে ৭মী। জল পড়ে পাতা নড়ে— কর্মে শূন্য।

সমাস

- অল্পবুদ্ধি— বহুব্রীহি। আপাদমস্তক— অব্যয়ীভাব। আটঘাট— দ্বন্দ্ব। উড়োজাহাজ— কর্মধারয়। কুসুমকোমল— উপমান কর্মধারয়। কলাবেচা— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। খেয়াঘাট— ষষ্ঠী তৎপুরুষ। গ্রামান্তর— নিত্য সমাস। ঘরে বাইরে— অলুক দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- কর্তব্য = √কৃ + তব্য। খ্যাতি = √খ্যা + তি। ঐতিহাসিক = ইতিহাস + ইক। জীবন্ত = √জীব্ + অন্ত। ভৌগোলিক = ভূগোল + ষ্ণিক। দিশারি = দিশা + আরি। লেখক = √লিখ্ + ণক।

সমার্থক শব্দ

- অসম : বন্ধুর, উঁচু-নিচু, অসমতল, বিষম, অসমান, ভিন্ন প্রকার। ইলা : পৃথিবী, অবনি, বুধপত্নী, ধেনু। গৃহ : ঘর, ধাম, আবাস, আলয়, সদন, আগার। কাক : বায়স, পরভৃৎ, বলিপুষ্ট, বলিভুক।

বিপরীতার্থক শব্দ

- অতিকায়— ক্ষুদ্রকায় । আঁঠি— শাঁস । আর্দ্র— অনার্দ্র । আপদ— সম্পদ । কৃশ— স্থূল । গৃহী— সন্ন্যাসী । জনাকীর্ণ— জনবিরল । ছলনা— সততা । বরখাস্ত— বহাল । মসৃণ— অমসৃণ । মৃদু— প্রবল ।

বাক্য সংকোচন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- অনুকরণ করার ইচ্ছা— অনুচিকীর্ষা । অগভীর সতর্ক নিদ্রা— কাকনিদ্রা । আকাশ ও পৃথিবী— ক্রন্দসী । আমিষের অভাব— নিরামিষ । আয় অনুসারে ব্যয় করে যে— মিতব্যয়ী । ইষ্টকে অতিক্রম না করে— যথেষ্ট । উর্বর নয় যা— ঊষর । এসেছেন যিনি অথচ অপরিচিত— আগন্তুক ।

লিঙ্গ পরিবর্তন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- মালিকা— মালা । কবি— মহিলা কবি । নর্তক— নর্তকী । পুত্র— কন্যা, পুত্রবধূ । দেবর— ননদ, ননদিনী, জা । শিক্ষক— শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষক পত্নী ।

ENGLISH-২৫

Completing Sentences

- She noticed — away from the house. — him running
- News of the shocking attack of Parl Harbor— the nation into action. — galvanized
- The changes in the city have occurred—. — rapidly
- Although he left very — he smiled—. — angrily, friendly
- I can't quite— out what is written on the board. — make

Translation from Bengali to English

- আর অপেক্ষা করো না, তুমি বরং যাও ।
- Do not wait any more, you should rather go.
- রোমেল হয়ত এতক্ষণে বাড়ি পৌছে থাকবে ।
- Romel might have reached home by this time.
- যে কঠোর পরিশ্রম করে সে সফল হয় ।
- He who works hard succeeds.
- তার জুতো মেরামত করা প্রয়োজন ।
- His shoe needs to be repaired.
- বাংলাদেশ যদি আমেরিকা হতো, আমরাও হাজার হাজার আণবিক বোমা তৈরি করতাম ।
- If Bangladesh were America, we too could produce thousands of atom bombs.

Right forms of Verbs

- I don't mind — with cooking but I am not going to wash the dishes. —helping
- I decided to go — with my friend as I needed some exercise. — for a walk
- My uncle arrived while I — the dinner.— was cooking.
- Please — the necessity of arriving early.— emphasise.
- I don't think you will have any difficulty — a driving license. — in getting
- No one can — that he is clever. — deny

Transformation of Sentences

- Nobody likes a liar. (affirmative)— Everybody hates a liar.
- He is a good man (negative)— He is not a bad man.
- Everyone always remembers him (negative)— *Everyone never forgets him.*
- You must work hard for success. (compound)— Work hard and you will succeed.
- He is no less clever than a fox (postive)— He is as clever as a fox.

Synonyms

- Ardent— Eager । Bankrupt— Insolvent । Candid— Spontaneous । Daunt— Intimidate । Embellish— Adorn । Formidable— Dangerous । Humility— Modesty । Instigate— Incite । Kudos— Praise । Redundant— Unnecessary । Synthetic— Artificial.

Antonyms

- Apostate— Loyalist । Clandestine— Overt । Debacle— Success । Efficacy— Inefficiency । Flexible— Rigid । Halcyon— Martial । Incongruous— Appropriate । Judicious— Imprudent । Lenient— Intolerant.

Idioms and Phrases

- Null and void— Invalid । Apple of one's eye— Extremely favourite । Swan song— Last work । Blue blood— Aristocratic birth । Take one to tasks— Rebuke । Bill of fare— A list of dishes at a restaurant । Put up with— Tolerate.

Change of Parts of Speech

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

Noun	Verb	Adjective	Adverb
Belief	Believe	Believable	Believably
Character	Characterize	Characteristic	Characteristically
Fool	Befool	Foolish	Foolishly
Habit	Habituate	Habitual	Habitually
Office	Officiate	Official	Officially

Fill in the blanks with appropriate word *[শুধু শিক্ষক]*

Preposition *[শুধু প্রভাষক]*

The tree has been blown— by the storm. — away

- The lights have been blown — by the strong wind. — out
- He divided the money — the two children. — between
- I finally killed the fly— a rolled up newspaper. — with
- The man died — over eating. — from
- What are you so angry—. — about

Use of Articles

[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]

- He plays — piano well. — the
- His interest in — English literature is great. — no article
- I am — MBBS. — an
- I saw — one-eyed man. — a
- Dhaka is — London of Bangladesh. — the

Identify Appropriate Title from story

[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]

এ Topicটিতে একটি গল্প থাকবে এবং এর Title বা নামকরণ করতে হবে। Writing এর Title বা নামকরণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে হতে পারে— মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী; মূল চরিত্রের নামানুসারে; গল্পের বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোনো বিষয়ের সমালোচনার জন্য।

সাধারণ গণিত-২৫

৬ষ্ঠ থেকে ১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পর্যন্ত প্রশ্ন বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসতে দেখা যায়—

- **পাটিগণিত** : পাটিগণিতীয় সূত্র ও নিয়মাবলী, গড়, গ.সা.গু ও ল.সা.গু, ঐকিক নিয়ম, লাভ-ক্ষতি, সুদকষা।
- **বীজগণিত** : বর্গ ও ঘনসম্বলিত সূত্রাবলী ও প্রয়োগ, উৎপাদক, সূচক ও লগারিদম।
- **জ্যামিতি** : পরিমিতি।

সুতরাং এ অধ্যায়গুলোর অঙ্ক বেশি গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করতে হবে।

boighar.com

সাধারণ জ্ঞান-২৫

ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে— অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল— বঙ্গ।
- বাংলায় মুঘল প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন— ইসলাম খান।
- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়— ২৩ মার্চ ১৯৪০।
- বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাবক ছিলেন— ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়— ২ মার্চ ১৯৭১।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয়— কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।
- 'শীলাদেবীর ঘাট' অবস্থিত— বগুড়া।
- ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল নির্মিত হয়— ১৮৭২ সালে।
- যে গাছের কাঠ হতে দিয়াশলাই-এর কাঠি তৈরি হয়— গেওয়া।

খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত— তুরস্কে।
- এশিয়া মহাদেশের গভীরতম হ্রদের নাম— বৈকাল হ্রদ; সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৬৩৭ মিটার; গড় গভীরতা ৭৫৮ মিটার।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন দেশের নাম— ভ্যাটিকান সিটি।
- দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী— ৩টি। মূল রাজধানী প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপটাউন (আইনসভা) ও ব্লুমফন্টেন (বিচার বিভাগীয়)।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগোষ্ঠীকে বলে— বান্টু।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য দেশ— ১৯৩টি।
- প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়— ২৪ অক্টোবর।
- রেডক্রস-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— জেনেভা।
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়— ১০ ডিসেম্বর।
- এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ. চলতি ঘটনাবলি

বাংলাদেশ

- জাতীয় 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়— ২৫ মার্চ।
- বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে— ১২ মার্চ ২০১৭।
- নির্বাচন কমিশনের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) তৈরি করে আনা হয়— ফ্রান্স থেকে।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ভুবন মাঝি'-এর পরিচালক— ফাখরুল আরেফীন খান।
- মোবারকপুর গ্যাস ক্ষেত্র অবস্থিত— সুজানগর, পাবনা।
- দেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার— বেগম কবিতা খানম।
- বাংলাদেশের যে এলাকাকে প্রাথমিকভাবে ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য (Geological Heritage) ঘোষণা করা হয়েছে— জাফলং, সিলেট।

আন্তর্জাতিক

- মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী, বিশ্বে বর্তমান জনসংখ্যা— ৭৩৪.৯৫ কোটি।
- ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র যে দেশে 'থাড' (THAAD) ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করে— দক্ষিণ কোরিয়া।
- সার্কের বর্তমান (১৩তম) মহাসচিব— আমজাদ হোসেন বি. সিয়াল।
- আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)-এর বর্তমান সদস্য দেশ— ৫৫টি।
- ২০১৭ সালের 'প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস (PWC)-এর তথ্য অনুযায়ী, জিডিপি-পিপিপি'র ভিত্তিতে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশ— চীন।
- নবম BRICS শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে— ৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭; জিয়ামেন, চীন।
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর সদর দপ্তর— ইনচিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া।

ঘ. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান

- আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল— আগুন।
- পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি— 4°C তাপমাত্রায়।
- পানির তলায় শব্দ নির্ধারণের যন্ত্র— হাইড্রোফোন।
- মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম— ওডোমিটার।
- আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি চালু হয়— ১৯৬০ সালে।
- চলন্ত বাস ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন — গতি জড়তার কারণে।
- সবচেয়ে হালকা পদার্থ— হাইড্রোজেন গ্যাস।
- বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি— মেরু অঞ্চলে।
- পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না— মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য।
- একটি সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিলে তার দোলনকাল হবে— অসীম।
- লাল আলোতে নীল রঙের বস্তু — কালো দেখায়।
- দৃশ্যমান বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে রঙের আলোর— বেগুনী।
- অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর যে ঘটনাটি ঘটে— পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন।
- টেলিভিশনে রঙিন ছবি উৎপাদনের জন্যে মৌলিক রং ব্যবহার করা হয়— ৩টি।
- বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি এবং হিটারে ব্যবহৃত হয়— নাইক্রোম তার।
- বিদ্যুতের উচ্চতর ভোল্ট থেকে নিম্নতর ভোল্ট পাওয়া যায়— স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে।
- সর্বাপেক্ষা বেশি কর্মদক্ষতাসম্পন্ন ইঞ্জিন— বৈদ্যুতিক মোটর।
- পারমাণবিক ভর বা ওজন ধারণার প্রবর্তক— জন ডাল্টন।
- ব্রোঞ্জ যে দুটি ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত— তামা ও টিন।
- সর্বাপেক্ষা ভারী ও একমাত্র তরল ধাতু— পারদ।
- ফুল ও ফলের মিষ্টি গন্ধের কারণ— এস্টারের উপস্থিতি।

ঐচ্ছিক বিষয়

দ্বাদশ নিবন্ধন থেকে ১ম ধাপে প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই ২য় ধাপে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রার্থী যে বিষয়ে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক সে বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় ধরে পরীক্ষা দিতে হয়। ১০০ নম্বরের রচনামূলক পরীক্ষা। সময় ৩ ঘণ্টা। পাস নম্বর ৪০। ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনা করুন।

চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য
NTRCA-এর নতুন সিলেবাসের আলোকে বের হয়েছে

১ম-১৩তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান ব্যাখ্যাসহ বিষয়ভিত্তিক MCQ ৫০ সেট মডেল টেস্ট ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের বিগত বছরের প্রশ্নসহ

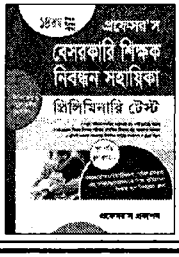

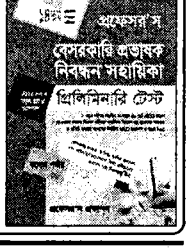

প্রফেসর'স প্রকাশন

প্রশ্ন সমাধান

অগ্রণী-পূবালী ব্যাংকের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা

Agrani Bank Limited

Post : Senior Officer

পরীক্ষার তারিখ : ০৯.০৬.২০১৭; Set-B

বাংলা

1. 'ডালে ডালে কুসুম ভার' এখানে কোন অর্থ প্রকাশ করছে? — B. সমূহ।
2. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? — D. প্রাতিপদিক।
3. 'জঙ্গম' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? — A. স্থাবর।
4. নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা? — C. নাটক।
5. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ? — C. ডাল-ভাত।
6. 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? — A. মালিকা।
7. 'অম্বু' শব্দের অর্থ — D. পানি।
8. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে? — C. ফকির গরিবুল্লাহ্।
9. কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন? — D. তাসের ঘর।
10. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই'-বাক্য সংকোচনে বলা যায় : — B. অবীরা।
11. 'ষষ্ঠ'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? — A. ষষ্ + থ।
12. 'কার্তুজ' শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে? — D. পর্তুগিজ।
13. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি? — A. রাম।
14. 'বুলবলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে'- এ বাক্যে 'বুলবলিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? — C. কর্তায় ৭মী।
15. 'মহানবী' কোন সমাস? — A. কর্মধারয়।
16. 'মণিকাঞ্চন যোগ'-এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? — B. সোনায় সোহাগা।
17. মুসলিম রেনেসাসেঁর কবি কে? — C. ফররুখ আহমদ।
18. কোন বানানটি শুদ্ধ? — B. আদ্যাক্ষর।
19. চলিত রীতির প্রবর্তন করেন কে? — B. প্রমথ চৌধুরী।
20. 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটি কার রচনা? — C. সৈয়দ মুজতবা আলী।

English

Fill in the blanks (Questions 21 – 24)

21. The doctor was worried — the patient. — C. about
22. Soldiers were deployed — the boarder of the country. — D. along
23. I am accustomed — such a life. — C. to
24. — she reached the exam hall than the door closed. — B. No sooner had
25. The proverb *'A burnt child dreads fire'* means : — A. A bad experience may scare one's attitude.
26. What is the synonym of 'Diligent'? — D. Assiduous
27. Which is in singular number? — A. Hypothesis
28. Which one of the following pairs is similar in relationship to 'Curiosity : Know'? — B. Wanderlust : Travel
29. The author of the novel 'The Trial' is : — C. Franz Kafka
30. Find the odd word in the following list. — C. Nadir
31. Find out this text in your text book. The underlined words are respectively : — A. Noun and Adjective
32. The passive form of the sentence 'Who has written *Hamlet*' is : — D. Who has *Hamlet* been written by?
33. The indirect form of the sentence— *He said, 'Let us go for a walk.'* is : — B. He suggested that they should go for a walk.
34. The idiom 'be all and end all' means : — B. supreme aim
35. The word 'Hypocritical' is the antonym of : — C. Sincere
36. Which one is correct spelling? — A. Psychotic

Choose the correct sentence : Questions (37 – 40) :

37. C. Between you and me, I doubt that he will come.
38. D. One of the boys is meeting me today.
39. A. He acted in a cowardly manner.
40. B. The intruder stood quietly for a few moments.

General Mathematics and Quantitative Skill

41. A and B together have Tk. 1210. If 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, what is amount B has? — C. Tk. 484
42. $5^{-3}+5^{-3}+5^{-3}+5^{-3}+5^{-3}=?$ — C. 5^{-2}
43. If two angles are said to be complementary angles and one angle is of 52° then the other angle is of : — D. 38°
44. How many degrees are between the hands of a clock at 3 : 30? — A. 75°
45. An angle which is less than 360° and larger than 180° is classified as : — C. reflex angle
46. $50^7 \times 20^7$ is 10^x times larger than 1×10^8, where x is : — B. 13
47. In a class 75% passed in English, 60% in Mathematics and 25% failed in both the subjects. What is the percentage who passed in both subjects? — A. 60%
48. A person makes a profit of 10% on 25% of the quantity and a loss of 20% on the rest of the quantity. What is the gain or loss in percentage on the whole? — B. 12.5%
49. Increasing the original price of an item by 10%, then decreasing by 20% and then again increasing the price by 10% is equivalent to : — C. 3.2% decrease

boighar.com

50. In a row of trees, a tree is 7th from the left and 14th from the right end. How many trees are there in the row? — D. 20
51. The average age of 12 children is 15 years. If another child comes the average age comes to 13. What is the age of the new child?
A. 11 years B. 7 years
C. 9 years D. 5 years
[Note : নতুন একজন যুক্ত হলে ১৩ জনের মোট বয়স হয় ১৬৯ বছর। আগের ১২ জনের মোট বয়স ১৮০ বছর। এটি অসম্ভব]
52. A train 150 meter long and running at a speed of 60 km per hour takes 30 seconds to cross a bridge. What is a length of the bridge? — C. 350 meter
53. A dishonest shopkeeper professes to sell ghee at his cost price. But he uses a false weight of 950g for a kilogram. His gain percentage is : — A. 5.26
54. A sum of money at simple interest amounts to Tk. 2800 in 2 years and to Tk. 3250 in 5 years at a rate of : — D. 6%
55. A dog takes 4 leaps for every 5 leaps of a hare but 3 leaps of the dog is equal to 4 leaps of the hare. Compare their speeds : — C. 16 : 15
56. In a mixture of 50 liters, milk and water are in the ratio of 3 : 2. How much water should be added to the mixture to make the ratio of the two equal? — B. 10 liters.
57. If x is 90% of y them what percent of x is y? — D. 111.1
58. A room of size 5m × 3m and height 3m requires walls and ceiling painting. What is the area to be painted? — C. 63 sq. m
59. The length and breadth of a square are increased by 40% and 30% respectively. The area of the resulting rectangle exceeds the area of the square by : — B. 82%
60. A husband and wife have six married sons. Each of them has four children. The total number in the family is : — C. 38
61. A father is 61 and his son is 16. In how many years will the father be twice as old as his son?
A. 19 B. 22 C. 17 D. 25
[Note : *সঠিক উত্তর 29]*
62. What is 200% of 0.010? — C. 0.02
63. If $2x + y = 7$ and $x - y = 2$, then $x + y = ?$ — B. 4
64. For what value of x is $8^{2x-4} = 16^x$? — A. 6
65. On selling 17 balls at Tk. 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is : — D. Tk. 60
66. Two-fifth of one-fourth of three seventh of a number is 15. What is the half of the number? — C. 175
67. A gas tank is 1/5th full and requires 32 gallons more

to make it 3/7 full. What is the capacity of the tank? — B. 140 gallons
68. A and B can do a piece of work in 9 days, B and C in 12 days, A and C in 18 days. If all of them work together, then how much time will they take to finish the same work? — C. 8
69. A family had provision of food for 15 days. After 5 days 8 guests came and the provision lasted 6 days. How many are the members of the family? — C. 12
70. Two motorists drove their cars at a speed of 45 km per hour and 50 km per hour respectively. One car took 10 minutes longer than the other to travel a distance. Find the distance travelled.
A. 15 km B. 12 km
C. 18 km D. 20 km
[Note : *সঠিক উত্তর 75 km]*

General Knowledge and Basic Computer

71. Which of the following are extensions of graphics files? — D. BMP
72. Multiplication of 111_2 by 101_2 is : — B. 100011_2
73. Which of the following commands can be used to save a file? — C. Ctrl + S
74. Which one is both input and output device? — A. Touch Screen
75. The city Davos is mostly associated with : — C. World Economic Forum's Meeting
76. Which of the following has recently been included in UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity list? — B. Mongol Shobhajatra
77. In 2016, who won the Nobel Prize in medicine? — D. Yoshinori Ohsumi

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ
সকল ব্যাংক-বিমার নিয়োগ
পরীক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য

78. Which Bangladeshi player's name has been included in the Guinness book of records? — C. Zobera Rahman Linu
79. Which of the following countries is the last member of the United Nations? — A. South Sudan
80. Which of the following countries recently officially accepted Bitcoin and digital currencies as legal money?
A. Japan B. China
C. Russia D. France
[Note : *সঠিক উত্তর Ecuador]*
81. Which bank launched Agent banking for the first time in Bangladesh?
A. Sonali Bank Ltd.
B. Agrani Bank Ltd.
C. Janata Bank Ltd.
D. Pubali Bank Ltd.
[Note : *সঠিক উত্তর BankAsia Ltd.; তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে Agrani Bank Ltd.]*
82. The Headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is located in : — B. Beijing
83. Which country receives the highest amount of foreign aid in the world? — A. Afghanistan
84. The total number of countries that officially use Euro as currency is : — D. 19
85. Taka 10 polymer note was first introduced in Bangladesh in : — D. 2000
86. The only rock-mine of Bangladesh is situated in : — B. Dinajpur

87. For the first time 'Islamic Index' has been introduced in the share market of : — C. Bahrain
88. The government of which of the following countries has issued a tax strike on digital economy? — B. Australia
89. Fazle Kabir is the — governor of Bangladesh Bank. — D. 11th
90. Which of the following is a key board command to copy some text in MS Word? — D. Ctrl + C
91. Which one of the following is an example of optical storage device? — B. CD ROM
92. Which one of the following is Utility software? — C. McAfee
93. Which of the following commands is used to select all the contents in MS Word? — B. Ctrl + A
94. Which of the following MS Office program can be used for numerical calculation? — A. MS Excel
95. Which one of the following extends a private network across public networks? — D. Virtual private network
96. Which countries are NOT included in D-8 countries? — A. India, Nepal, Sri Lanka
97. The length of the proposed Padma bridge is : — C. 6.15 km
98. Which country is NOT a member of G-20? — B. Malaysia
99. A 'Bear Market' means, share prices are : — A. falling
100. Yuan is the currency of : — A. China

Pubali Bank Limited

Post : Trainee Assistant Teller (TAT)

পরীক্ষার তারিখ : ০২.০৬.২০১৭

English

Direction : *Choose the correctly spelt word :*

1. C. accommodate
2. B. vegetarian
3. C. immense
4. B. privilege
5. A. supersede

Direction : *For each of the capital word, four words are listed below. Choose the word nearest in meaning to it :*

6. APEX — C. top
7. FULSOME — D. excessive
8. DETERRENT — A. restriction
9. WAIVE — C. permit
10. DIPLOMATICALLY — C. tactfully

Direction : *Select the word that is most closely opposite in meaning to the capitalized word :*

11. PROFOUND — A. superficial
12. SCARCE — C. plentiful
13. MOISTURE — A. dryness
14. EXTRAVAGANT — B. thrifty
15. IMPRECISION — A. accuracy

Direction : *Select from the answer options, the pair of words having a similar relationship to the first pair.*

16. Convict : Imprisonment :: — B. Exile : Banishment
17. Water : Flood :: — C. Snow : Blizzard
18. Belt : Trousers :: — D. Cables : Bridge
19. Lungs : Blood :: — D. Carburettor : Gasoline
20. Habits : Instincts :: — B. Training : Heredity

Direction : *Fill up the blanks with correct alternative :*

21. We didn't— the programme to be such a huge success. — B. expect
22. We should— opportunities as they arise. — D. seize
23. The students aren't prepared— the examination. — C. to take
24. I suffer from no— about my capabilities. — D. illusions
25. Man is essentially a— animal and tends to associate with others. — B. gregarious

Mathematics

26. The difference between the place value and the face value of 6 in the numeral 856973 is — C. 5994
27. $4500 \times ? = 3375$ — B. $\frac{3}{4}$
28. Which one of the following numbers is exactly divisible by 11? — D. 415624
29. Find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. — A. 4
30. $0.002 \times 0.5 = ?$ — B. 0.001
31. $(8 \div 88) \times 8888088 = ?$ — A. 808008
32. A man has some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equals 140, then the number of hens will be : — D. 26
33. $\sqrt{.0025} \times \sqrt{2.25} \times \sqrt{.0001} = ?$ — B. 0.00075
34. The mean of 50 observations was 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. The corrected new mean is : — C. 36.5
35. If doubling a number and adding 20 to the result gives the same answer as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product, the number is : — C. 4
36. The sum of three consecutive multiples of 3 is 72. What is the largest number? — C. 27
37. Rahim is 40 years old and Karim is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3 : 5? — B. 10 years
38. $49 \times 49 \times 49 \times 49 = 7^?$ — C. 8
39. $\frac{1}{2}$ is what percent of $\frac{1}{3}$? — B. 150%
40. After deducting a commission of 5% a T.V set costs Tk. 9595. Its marked price is : — C. Tk. 10,100
41. A shopkeeper purchased 70 kg of potatoes for Tk. 420 and sold the whole lot at the rate of Tk. 6.50 per kg. What will be his gain percent? — C. $8\frac{1}{3}\%$
42. A man buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. His gain or loss percent is : — D. more than 20% profit
43. If $\frac{x}{5} - \frac{y}{8}$, then $(x + 5) : (y + 8)$ is equal to: — D. 5 : 8
44. A and B started a business jointly. A's investment was thrice the investment of B and the period of his investment was two times the period of investment of B. If B received Tk. 4000 as profit, then their total profit is : — D. Tk. 28,000

boighar.com

45. A and B can do a piece of work in 5 days; B and C can do it in 7 days; A and C can do it in 4 days. Who among these will take the least time if put to do it alone? — A. A
46. A car moves at the speed of 80 km/hr. What is the speed of the car in metres per second? — C. $22\frac{2}{9}$ m/sec
47. A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is : — C. 600 kg
48. The simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% p.a. for 8 years is Tk. 840. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years? — B. 8%
49. In a dairy farm, 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat one bag of husk? — C. 40
50. Below, out of the four figures marked A, B, C and D, three are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other three. Choose the figure which is different from the rest. — C.

বাংলা

৫১. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? — গ. তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজি হননি।
৫২. 'মন্দা' শব্দের প্রচলিত বিপরীত শব্দ কোনটি? — গ. তেজি
৫৩. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? — ক. পচানব্বই।
৫৪. নিম্নের কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গবাচক শব্দ? — গ. ক্লৈব।
৫৫. 'Birds of a feather flock together.'— এই ইংরেজি প্রবচনের সঙ্গে মিল রয়েছে কোন বাংলা প্রবচনের? — খ. ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশে।
৫৬. নিচের কোনটিতে 'উপ' উপসর্গ 'অপ্রধান' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে? — ক. উপভাষা।
৫৭. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগ দোষে দুষ্ট নয়? — ঘ. প্রতিযোগ।
৫৮. নদীর সমার্থক নয় কোনটি? — গ.জলধি।
৫৯. 'depreciation'-এর গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা — গ. অবচয়।
৬০. নিচের কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ নয়? — ঘ. ফল।
৬১. নিচের কোনটি সংশয় বাচক অব্যয়ের দৃষ্টান্ত — খ. বুঝি।
৬২. নিচের কোন শব্দজোড়টি স্থানভেদে বিপরীত ও সমার্থক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়? — ঘ. সাধু-সন্যাসী।
৬৩. 'parasite' শব্দের বাংলা পরিভাষা — গ. পরগাছা।
৬৪. শুদ্ধ বানানের শব্দজোড় কোনটি? — ক. স্বত্ব, পিপীলিকা।
৬৫. 'ডেঙ্গু' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে — গ. স্পেনীয় ভাষা থেকে।
৬৬. 'বিষয় বহির্ভূত অথচ প্রচলিত'- ব্যাকরণে একে বলা হয় — ঘ. নিপাতনে সিদ্ধ।
৬৭. 'লাবণ্য' শব্দের মূল শব্দ — ক. লাবণী।
৬৮. 'পয়জার' শব্দের অর্থ — গ.জুতো।
৬৯. নিচের কোনটির গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা তৈরি হয়নি? — ঘ. parcel।
৭০. নিচের কোনটির অর্থ 'চুরি করা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়? — ঘ. বদান্যতা।
৭১. নিচের কোন বিপরীতার্থক শব্দজোড় অশুদ্ধ? — গ. আকাশ-বাতাস।
৭২. 'অনাচার-অপকর্ম শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না।' - এই কথাটি নিচের কোন প্রবাদ-প্রবচন ধারণ করে আছে? — গ. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
৭৩. একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে স্থান দিলে সেগুলোর মধ্যে যে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে— ক. ড্যাশ।
৭৪. 'ঊর্ণজাল' অর্থ — ঘ. মাকড়সার জাল।
৭৫. সন্ধি সহযোগে গঠিত শুদ্ধ শব্দ কোনটি? — ঘ. প্রীত্যান্তে।

General Knowledge

76. How many tribes live in the Chittagong Hill Tracts? — A. 11
77. Awami Muslim League was formed in— B. 1949
78. Madaripur town is located on the river— A. Arial Khan
79. 'Tajmahal Mosque' is located in— D. Agra
80. What is the position of Bangladesh in ODI Cricket ranking according to ICC? — A. 6th
81. Which one is the largest Muslim country in the world by population? — A. Indonesia
82. Which country banned smoking first? — B. Bhutan
83. What is the name of Boarder Security Force of Myanmar?
A. NASAKA B. MGB
C. MSF D. MBP
[**Note :** *Now, Border Guard Police (BGP)]*
84. Who is the secretary general of OIC?
A. Ahmed Saleem
B. Ekmeleddin Ihsanoglu
C. Prince Salman
D. Iyad Bin Amin Madani
[**Note :** *Now, Dr. Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen]*
85. Which country is known as the sugar bowl of the world? — C. Cuba
86. The oldest tennis tournament in the world is— A. Wimbledon
87. The first general election was held in independent Bangladesh on — A. 7 March 1973
88. What is the name of the director of the film 'Muktir Gaan'? — B. Tareq Masud
89. What is the length of Bangabandhu Bridge? — C. 4.8 km
90. What is the name of the first woman speaker of Jatiya Sangshad of Bangladesh?— B. Dr. Shirin Sharmin Chowdhury
91. Which one was the first foreign bank in Bangladesh? — A. Standard Chartered
92. Where is the mausoleum of Bir Sreshtha Mostafa Kamal? — A. Akhaura, Brahmanbaria
93. Where was the residence of 'Bangabondhu' located? — C. Dhanmondi
94. What is the official name of litterateur Shaukat Osman?— C. Sheikh Azizur Rahman
95. The birth place of Professor Amartya Sen was in— D. Manikgonj
96. What was the previous name of Comilla? — A. Tripura
97. Which day is being observed as the 'Mujibnagar Day' in Bangladesh? — A. 17 April
98. The first European country to recognize Bangladesh— A. East Germany
99. Who introduced the Bengali Calendar? — B. Emperor Akbar
100. In which district is the Payra Sea Port located? — B. Patuakhali

চাকরিতে জেলা কোটা পুনর্নির্ধারণ

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন করপোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারি পদ বিতরণের হার নতুন করে নির্ধারণ করে ৫ জুন ২০১৭ নতুন পরিপত্র জারি করে সরকার। পরিপত্রে বলা হয়, ২০১১ সালে আদমশুমারির নতুন রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ায়, বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নতুন করে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায় জেলাওয়ারি পদ বিতরণের শতকরা হার সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে কোটা সংক্রান্ত আগের পরিপত্র বাতিল হয়ে যায়। এর আগে ২০০১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২০ ডিসেম্বর ২০০৯ জেলাওয়ারি কোটা ঠিক করে দেয় সরকার।

৬৪ জেলার পদ বিতরণের শতকরা হার

সর্বোচ্চ ঢাকা ৮.৩৬% | **সর্বনিম্ন** বান্দরবান ০.২৭%

ঢাকা বিভাগ ➢ ২৫.২৯%

ঢাকা : ৮.৩৬ । টাঙ্গাইল : ২.৫০ । গাজীপুর : ২.৩৬ । নারায়ণগঞ্জ : ২.০৫ । কিশোরগঞ্জ : ২.০২ । নরসিংদী : ১.৫৪ । ফরিদপুর : ১.৩৩ । মুন্সীগঞ্জ : ১.০০ । মানিকগঞ্জ : ০.৯৭ । গোপালগঞ্জ : ০.৮১ । মাদারীপুর : ০.৮১ । শরিয়তপুর : ০.৮০ । রাজবাড়ী : ০.৭৩।

চট্টগ্রাম বিভাগ ➢ ১৯.৭৩%

চট্টগ্রাম : ৫.২৯ । কুমিল্লা : ৩.৭৪ । নোয়াখালী : ২.১৬ । ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ১.৯৭ । চাঁদপুর : ১.৬৮ । কক্সবাজার : ১.৫৯ । লক্ষ্মীপুর : ১.২০ । ফেনী : ১.০০ । খাগড়াছড়ি : ০.৪৩ । রাঙামাটি : ০.৪১ । বান্দরবান : ০.২৭।

রাজশাহী বিভাগ ➢ ১২.৮৩%

বগুড়া : ২.৩৬ । সিরাজগঞ্জ : ২.১৫ । নওগাঁ : ১.৮১ । রাজশাহী : ১.৮০ । পাবনা : ১.৭৫ । নাটোর : ১.১৮ । চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ১.১৪ । জয়পুরহাট : ০.৬৩ ।

খুলনা বিভাগ ➢ ১০.৮৯%

যশোর : ১.৯২ । খুলনা : ১.৬১ । সাতক্ষীরা : ১.৩৮ । কুষ্টিয়া : ১.৩৫ । ঝিনাইদহ : ১.২৩ । বাগেরহাট : ১.০২ । চুয়াডাঙ্গা : ০.৭৮ । মাগুরা : ০.৬৪ । নড়াইল : ০.৫০ । মেহেরপুর : ০.৪৫।

বরিশাল বিভাগ ➢ ৫.৭৮%

বরিশাল : ১.৬১ । ভোলা : ১.২৩ । পটুয়াখালী : ১.০৭ । পিরোজপুর : ০.৭৭ । বরগুনা : ০.৬২ । ঝালকাঠি : ০.৪৭।

সিলেট বিভাগ ➢ ৬.৮৮%

সিলেট : ২.৩৮ । সুনামগঞ্জ : ১.৭১ । হবিগঞ্জ : ১.৪৫ । মৌলভীবাজার : ১.৩৩।

রংপুর বিভাগ ➢ ১০.৯৬%

দিনাজপুর : ২.০৮ । রংপুর : ২.০০ । গাইবান্ধা : ১.৬৫ । কুড়িগ্রাম : ১.৪৪ । নীলফামারী : ১.২৭ । ঠাকুরগাঁও : ০.৯৭ । লালমনিরহাট : ০.৮৭ । পঞ্চগড় : ০.৬৯।

ময়মনসিংহ বিভাগ ➢ ৭.৬৩%

ময়মনসিংহ : ৩.৫৫ । জামালপুর : ১.৫৯ । নেত্রকোনা : ১.৫৫ । শেরপুর : ০.৯৪।

কোটা ব্যবস্থার বিবর্তন

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তৎকালীন সংস্থাপন (বর্তমানে জনপ্রশাসন) সচিব এমএম জামানের স্বাক্ষরে এক নির্বাহী আদেশে কোটা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ঐ আদেশে সরকারি চাকরিতে মাত্র ২০ ভাগ ছিল মেধা কোটা, ৪০ ভাগ জেলা কোটা, ৩০ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা কোটা আর ১০ ভাগ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত নারী কোটা। ১৯৭৬ সালে এ কোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মেধা কোটায় বরাদ্দ হয় ৪০ ভাগ, জেলা কোটায় ২০ ভাগ। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আগের মতোই ৩০ ভাগ রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে এ ব্যবস্থা আবারও বদলানো হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৪৫ ভাগ, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩০ ভাগ, নারীদের জন্য ১০ ভাগ এবং প্রথমবারের মতো উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ ভাগ পদ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত হয়। ১৭ মার্চ ১৯৯৭ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের এর আওতাভুক্ত করে পরিপত্র জারি করা হয়। আর সর্বশেষ ১২ জানুয়ারি ২০১২ অন্য একটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ ভাগ কোটা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ৬০% নারী কোটা ও ২০% পোষ্যসহ অন্যান্য কোটা রয়েছে।

সরকারি চাকরিতে কোটা

কোটার নাম	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী
মেধা	৪৫%	-
মুক্তিযোদ্ধা	৩০%	৩০%
মহিলা	১০%	১৫%
জেলা	১০%	৩০%
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৫%	৫%
শিশু সদনের এতিম ও প্রতিবন্ধী*	—	১০%
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য	—	১০%
মোট	১০০%	১০০%

** প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা থেকে ১% যোগ্য প্রতিবন্ধী দ্বারা পূরণ করা হবে।*

চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা আলমডাঙ্গা; ৩৮০.৩৮ বর্গকিলোমিটার

boighar.com

পর্ব ৩

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

শেষ হয়েছে ২০১৭ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা। এখন সময় উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নেয়ার। উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের এ ধারাবাহিক আয়োজন।

বিষয়ভিত্তিক টিপস

বাংলা প্রথম পত্র

গদ্য

আহ্বান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৪-১৯৫০]

- গল্পে লেখকের সহপাঠী ছিলেন— আবেদালি।
- 'নড়ি' শব্দের অর্থ— লাঠি।
- গল্পে বর্ণিত বুড়ির স্বামী পেশায় ছিলেন— করাতি।
- বুড়িকে কবর দেয়া হয়েছিল— একটি প্রাচীন বৃক্ষের নিচে।
- গল্পের প্রধান শিক্ষণীয় দিক— উদার মানবিকতা।
- 'আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই'— উক্তিটিতে 'মাইনে' দ্বারা বোঝানো হয়েছে— মাসিক বেতন।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল— শিক্ষকতা।

আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬]

- কাজী নজরুল ইসলাম নমস্কার জানিয়েছেন— সত্যকে।
- ভুলের মধ্য দিয়ে যেভাবে সত্যকে পাওয়া যায়— ভুল স্বীকার করার মাধ্যমে।
- কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা যে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন— ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।
- কাজী নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিলেন— এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রণতূর্য নিয়ে।
- সবচেয়ে বড় দাসত্ব হচ্ছে— পরনির্ভরশীলতা।
- প্রবন্ধে 'বিপথ' বলতে বোঝানো হয়েছে— সত্যের বিরোধী পথকে।
- 'মেকি' শব্দের অর্থ— মিথ্যা।

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী [১৯০৩-১৯৫৬]

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন— বৃক্ষকে।
- বৃক্ষ আমাদের শোনায়— সার্থকতার গান।
- প্রবন্ধ অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা— আত্মবুদ্ধির ক্ষমতায়।
- প্রবন্ধে যে সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ রয়েছে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- সমাজের কাজ হলো— বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া।
- মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধ গ্রন্থ— সংস্কৃতি কথা।

পদ্য

এই পৃথিবীতে এক স্থানে আছে

জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯-১৯৫৪]

- জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম— কুসুমকুমারী দাশ।
- কবিতায় যে নদীগুলোর নাম আছে— কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ও পদ্মা।
- জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন— বুদ্ধদেব বসু।
- কবিতায় বর্ণিত 'সবুজ ডাঙা' ভরে আছে— মধুকূপী ঘাসে।
- কবিতায় বর্ণিত বারুণী থাকে— গঙ্গাসাগরের বুকে।
- কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশ— বাংলাদেশ।
- কবিতায় যেসব গাছের নাম আছে— কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল ও হিজল।

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল [১৯১১-১৯৯৯]

- 'উত্তরী' শব্দের অর্থ— চাদর।
- 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'— চরণটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝানো হয়েছে— মায়াবী দৃষ্টি।
- কবি মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন— শীত ঋতুকে।
- 'পাথার' শব্দের অর্থ— সমুদ্র।
- কবি সুফিয়া কামালের জন্ম— বরিশাল জেলায়; পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
- কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন— স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।

সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব [১৯১৭-১৯৮৫]

- কবিতাটি আহসান হাবীবের যে কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে— বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।
- 'অমোঘ অস্ত্র' দ্বারা বোঝানো হয়েছে— অব্যর্থ অস্ত্র।
- কবিতার অস্ত্র হলো— ভালোবাসা।
- কবিতায় কবি আহসান হাবীবের প্রত্যাশা— পৃথিবীতে ভালোবাসা ব্যাপ্ত করা।
- কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উত্তোলিত হলে নদী হবে— আরও কল্লোলিত।
- কবি আহসান হাবীবের জন্ম— পিরোজপুর জেলায়।
- কবি জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেন— সাংবাদিকতাকে।

উপন্যাস

লালসালু
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ [১৯২২-১৯৭১]

- মহব্বতনগর গ্রামের মহিলাদের সাথে মজিদের যোগসূত্র— রহিমা।
- মজিদ তার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে— সকলকে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে।
- মজিদের ভাষায় স্ত্রীলোকদের সন্তানাদি না হওয়ার কারণ— পেটে বেড়ি পড়া।
- দেশে দেশে পিরদের সফর শুরু হয়— ধানের মৌসুমে।
- 'যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে'। —এখানে 'সাপ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে— প্রতিহিংসা।
- 'সালু' হলো— এক রকম লাল সুতি কাপড়।
- 'বতোর দিন' যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত— চাষাবাদ।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পৈতৃক নিবাস— নোয়াখালী।
- 'উপন্যাস'-এর আক্ষরিক অর্থ— বিশেষ রূপে উপস্থাপন।
- 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ— Tree without Roots.
- মজিদ পূর্বে বাস করত— গারো পাহাড়ে।
- খালেক ব্যাপারীর প্রথম স্ত্রীর নাম— আমেনা।
- ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়েছিল— পানিপড়া আনতে।

নাটক

সিরাজউদ্দৌলা
সিকান্দার আবু জাফর [১৯১৮-১৯৭৫]

- মোহাম্মদি বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করতে ব্যবহার করেছিল— লাঠি ও ছুরি।
- সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে মোহাম্মদি বেগ— অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল।
- নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাগুলো সংঘটনের স্থান— ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
- 'সিরাজের পতন কে না চায়?' সংলাপটি— ঘসেটি বেগমের।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন— মানিকচাঁদকে।
- উমিচাঁদের কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়— দওলত।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন— পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য।
- 'ট্র্যাজেডি' নাটক যে রসে আচ্ছাদিত থাকে— করুণ রস।
- নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য সংখ্যা— চারটি অঙ্ক, বারোটি দৃশ্য।
- ইংরেজরা আত্মরক্ষার অজুহাতে গোপনে অস্ত্র আমদানি করেছিল— কাশিম বাজার কুঠিতে।
- সিরাজউদ্দৌলার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন— ওয়াটসন।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

ভাষা ও ব্যাকরণ

- চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়— প্রমিত ভাষা।
- সাধুরীতিতে যে পদের দীর্ঘরূপ হয় না— অব্যয়।
- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলে— ধাতু।
- 'দরিদ্র' বিশেষণ শব্দটি বিশেষ্য রূপ— দারিদ্র্য।
- 'রহিম কিংবা করিম এর জন্য দায়ী'— এখানে 'কিংবা' একটি— বিয়োজক অব্যয়।
- 'পরস্পর' যে ধরনের সর্বনাম— ব্যতিহারিক।
- **সন্ধি :** করাঘাত = কর + আঘাত। গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র। গবাক্ষ = গো + অক্ষ। জলৌকা = জল + ওকা। রাজর্ষি = রাজা + ঋষি। রাধেন্দু = রাধা + ইন্দু। লক্ষ্মীশ্বর = লক্ষ্মী + ঈশ্বর। হত্যাপরাধ = হত্যা + অপরাধ। অসদুপায় = অসৎ + উপায়। উড্ডীন= উৎ + ডীন।
- **কারক :** অর্থ অনর্থ ঘটায়— কর্তায় শূন্য। এ বাড়িতে কেউ নেই— অধিকরণে ৭মী। গাড়ি স্টেশন ছাড়ল— অপাদানে শূন্য। ঘোড়ায় গাড়ি টানে— কর্তায় ৭মী। নদীতে মাছ আছে— অধিকরণে ৭মী। পুলিশ চোর ধরেছে— কর্তায় শূন্য।
- **সমাস :** গৃহান্তর— নিত্য সমাস। খাসমহল— কর্মধারয়। কানাকানি— ব্যতিহার বহুব্রীহি। জীবনবীমা— ষষ্ঠী তৎপুরুষ। তুষারশুভ্র— উপমান কর্মধারয়। বিয়ে পাগল— চতুর্থী তৎপুরুষ। হাভাত— অব্যয়ীভাব।
- **প্রকৃতি-প্রত্যয় :** বাঙ্গালী = বাঙ্গাল + ঈ। নীলিমা = নীল + ইমন। তরল = √তৃ + অল। ডুবন্ত = √ডুব্ + অন্ত। ঝরনা = √ঝর্ + না। ঈশ্বর = √ঈশ্ + বর।
- **সমার্থক শব্দ :** নিগ্রহ : দণ্ড, শাসন, শৃঙ্খলা, দমন, নিরোধ। নদী : স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিনী, কল্লোলিনী। দেহ : গা, গাত্র, অঙ্গ, কায়, কায়া, তনু, শরীর। তপন : সূর্য, রবি, ভানু, প্রভাকর, দিনপতি। তনয়া : কন্যা, মেয়ে, দুহিতা, আত্মজা।
- **বিপরীতার্থক শব্দ :** আরোহণ— অবরোহণ। উচাটন— প্রশান্ত। উদ্যম— বিরাম। ঐহিক— পারত্রিক। ক্ষীয়মাণ — বর্ধমান। তীক্ষ্ণ— ভোঁতা। পূর্বাহ্ন— অপরাহ্ণ। বিনীত— উদ্ধত।
- **পারিভাষিক শব্দ :** Vocation— বৃত্তি। Armour— বর্ম। Constipation— কোষ্ঠকাঠিন্য। Hightide— জোয়ার। Migratory bird— অতিথি পাখি। Industrious— পরিশ্রমী। Coating— আবরণ। Agora— মুক্তাঞ্চল। Vivid— প্রাণবন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-১৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ২২-২৬ অক্টোবর ২০১৭।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) : ২২-৩০ অক্টোবর ২০১৭।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) : ২৫-২৯ নভেম্বর ২০১৭।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন শুরু ২৪ আগস্ট ২০১৭।

চবি'তে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ বাতিল

ঢাকা, রাজশাহী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও (চবি) স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছুদের দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ বাতিল করা হয়।

- **বাগধারা :** হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা— সুযোগ হেলায় হারানো। হাতটান— চুরির অভ্যাস। হরিষে বিষাদ— আনন্দে দুঃখ। সোনার পাথর বাটি— অলীক বস্তু। শিবরাত্রির সলতে— একমাত্র বংশধর। লগন চাঁদা— ভাগ্যবান। রাশভারি— গুরুগম্ভীর। পাথরে পাঁচ কিল— উন্নত অবস্থা।
- **বাক্য সংকোচন :** আগে যা চিন্তা করা হয়নি— অচিন্তিতপূর্ব। আদরের সাথে— সাদরে। আড়ম্বরের সঙ্গে বর্তমান— সাড়ম্বর। আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে— সংশপ্তক। একই মায়ের পুত্র— সহোদর। একই গুরুর শিষ্য— সতীর্থ। কোন কিছু পাবার ইচ্ছা— লিপ্সা। জানা উচিত—জ্ঞাতব্য।

ENGLISH

1st Paper

Important Textual Informations
Unit-2

Lesson-1
How Your Brain Negotiates Traffic.

- The word 'traffic' usually means— the movement of vehicles or pedestrians on a road.
- The CPU of human body is— Brain.
- CPU refers— Central Processing Unit.
- The human brain works— Naturally.
- The sophisticated machine of human body is— Human brain.

Lesson–2
Traffic Capital of the World
- According to the lesson, the world's densest and fastest growing city is— Dhaka.
- The main reason of traffic jam in Dhaka city is— increasing number of vehicles and population.
- The cost of Dhaka's traffic congestion is estimated— at $ 3.8 billion a year.
- The arguments given for banning rickshaws are that— The rickshaws are very slow vehicles and trap the cars, buses and auto-rickshaws behind them.
- Dhaka is an— unplanned city.

Lesson–3; The Traffic Police
- The poem 'The Traffic Police' has— three stanzas.
- A traffic policeman's days are unpredictable because of— uncertain weather condition.
- 'Killer speeds' means— The frightening speed of vehicles.
- The first line of the poem is 'Amidst killer speeds I stand'.
- Words : Synonyms→ Antonyms : Visible : Tangible→ Hidden ǀ Fantasy : Imagination→ Reality ǀ Attached : Engaged→ Removed ǀ Alleviate : Relieve→ Increase ǀ Suburb : Outskirt→ Metropolis ǀ Build : Construct→ Demolish.

2nd Paper

Parts of Speech
- The word 'adjective' is— A noun.
- The verb in the sentence 'May God be with you'. — be.
- He actually wanted to have motherly 'affection' from her. — Noun.
- It is best analyzed in D. Saxena's book. — Adverb.
- He came after my departure. — Preposition
- You have no right to it. — Noun.

Synonyms
- Reflective — Thoughtful ǀ Arduous — Difficult ǀ Impassive — Reserved ǀ Abortive— Unsuccessful ǀ Barter— Exchange ǀ Annex— Add ǀ Defect— Fault.

Antonyms
- Abhor — Love ǀ Dubious— Genuine ǀ Contamination— Purity ǀ Peripheral— Central ǀ Mitigated— Aggravated ǀ Hungry— Satiated ǀ Friend— Foe.

Appropriate Preposition
- The Karnaphuli flows — the Bay of Bengal. — into
- Marcel is French. He has just returned — France after two years — Brazil. — to, from
- Now it is ten o'clock — my watch. — by
- He accommodated me — a loan. — with
- I agree with you — this point. — at
- Don't jeer — me. — at
- Most mothers are blind — their sons' faults. — to

Idioms & Phrases
- Dog days— hot weather ǀ Pig out— to eat too much food ǀ At home in — expert ǀ Take to one's heels— to escape ǀ A square meal— a large and satisfying meal.

Articles
- English is— language of — people of England. — the, the
- He is — BBA student. — a
- I met Lisa who is a doctor in — hospital. — a

Tense
- I — English since I was twelve. — have been learning
- The doctor suggested that the patient— weight. — lose
- She — from flu when she was interviewed. — had been suffering
- The man — down silently and — his food. — sat, took
- The cyclist — cautiously before he crossed the main street. — had looked

Conditional Sentence
- If you—, you would have won. — had tried
- If you read more, you— learn more. — will
- If he had the money, he — buy a car. — would
- Hadn't he studied hard, he — in the exam. — might have failed
- If the driver had been more careful, the accident —. — would have been averted

Analogy
- Flower : Fragrance :: Fire : Heat ǀ Devoted : Dedicated :: Anxious : Nervous ǀ Tycoon : Affluent :: Beggar : Pauper ǀ Comedy : Theater :: Film : Festival.

Correct Spellings
- Incriminate ǀ Repetition ǀ Censor ǀ Expedient ǀ Anonymous ǀ Occasion ǀ Hygiene ǀ Deficiency ǀ Breath ǀ Voluntary ǀ Technique ǀ Quite.

Translations
- চাঁদেও কলঙ্ক আছে।— There are lees to every wine.
- তুমি কোন দেশের নাগরিক?— Where do you come from?
- সে কে, জান কি?— Do you know who he is?
- তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ। — You are very late.

Voice
- Active : Evening dress will be worn.
  Passive : Guests will wear evening dress.
- Active : I was deceived by the stranger.
  Passive : The stranger deceived me.
- Active : Do you know the man?
  Passive : Is the man known to you?
- Active : Rice sells cheap .
  Passive : Rice is sold cheap.
- Active : Who has written Hamlet?
  Passive : By whom has Hamlet been written?

Narration
- Direct : I said, 'Do it.'
  Indirect : I ordered someone to do it.
- Direct : He said, 'Let me come in.'
  Indirect : He requested that he might be allowed to go in.
- Direct : Monir said, 'I must write a letter.'
  Indirect : Monir said that he had to write a letter.
- Direct : He said, 'How beautiful the flowers are!'
  Indirect : He exclaimed with joy that the flowers were very beautiful.

Agreement & Disagreement
- — she can't drive, she has bought a car. — Even though
- The man sitting next to me on the plane was nervous because he —. — hadn't flown
- Jamal and I— to school.— go
- Slow and steady— the race. — wins
- A friend of mine phoned — me to a party. — to invite

Miscellaneous
- Dogs 'bark' and horses— neigh.
- Axis, formulae, crisis and syllabus among the words the plural form is— formulae.
- Few students have come to school today. Here 'few' is a— numeral adjective
- The phrasal verb 'fall heavily on' means— blame and criticize.

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ

- গোপালগঞ্জ জেলা যে প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত— চন্দ্রদ্বীপ।
- 'Let there be light' যার বিখ্যাত চলচ্চিত্র— জহির রায়হান।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয় — ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য— ৬.১৫ কিমি।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর নাম— প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট।
- সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন— লর্ড বেন্টিঙ্ক।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন— আইন।
- তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের যে শহরটি অবস্থিত— ডাউকি।
- জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন— ৫০টি।
- ঢাকায় প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়— ১৬১০ সালে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হন— ১০ অক্টোবর ১৯৭২।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী— নাফ।
- 'মুক্তিযুদ্ধের সময় তারামন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন— ১১ নং সেক্টর।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৫০ সালে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা যার হাতে ন্যস্ত— প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের যতত্ম সদস্য— ১৩৬তম।
- যে তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়— ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- 'সোনালিকা' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে— উন্নত জাতের গম।
- বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন— FBCCI।
- রাষ্ট্রের প্রধান আইনজীবী হলেন— এটর্নি জেনারেল।
- 'উয়ারি-বটেশ্বর' হলো— প্রাচীন জনপদ।
- বাংলাদেশের পদমর্যাদার মানক্রমে জাতীয় সংসদের স্পিকার-এর স্থান— তৃতীয়।
- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচিত প্রথম কবিতার কবি— মাহবুব উল আলম চৌধুরী।
- দেশের প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড ঘোষণা করা হয়— মহেশখালীকে।
- কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের দৈর্ঘ্য— ৮০ কিমি।
- বাংলাদেশ সর্বশেষ যে দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে— সান ম্যারিনো।
- দেশে বর্তমানে নদীবন্দর— ৩০টি; ৩০তম সুনামগঞ্জ নদীবন্দর।
- বর্তমানে ভারতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন— ৫টি।
- বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিতে চীন ও বাংলাদেশ যে বছরকে 'বিনিময় ও বন্ধুতার' বছর হিসেবে অভিহিত করেছে— ২০১৭।
- বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন— কাজুহিরো ওয়াতানাবে।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— ১.৩৭%।
- বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয়— মিয়ানমারে।

আন্তর্জাতিক

- ফার্ক (FARC) যে দেশভিত্তিক গেরিলা সংগঠন— কলম্বিয়া।
- যে খলিফার শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে— হযরত ওমর (রা)।
- ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত— তুরস্কে।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে ন্যূনতম ইলেক্টোরাল ভোটের প্রয়োজন— ২৭০টি।
- যে বিপ্লব 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব'-এ মূলমন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়— ফরাসি বিপ্লব।
- তাহরির স্কয়ার অবস্থিত— কায়রো, মিসর।
- নেপালের প্রথম নারী প্রধান বিচারপতির নাম— সুশীলা কারকি।
- পৃথিবীর প্রথম সমবায় সমিতির নাম— রচডেল।
- ইরিত্রিয়ার রাজধানীর নাম— আসমারা।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট— WTO।
- বিশ্বের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র— দক্ষিণ সুদান।
- যে শহরকে 'সিটি অব কালচার' বলা হয়— প্যারিস।
- বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক পুস্তকের লাইব্রেরি— লাইব্রেরি অব কংগ্রেস।
- হোমার যে ভাষার কবি— গ্রিক।
- 'সম্মেলনের শহর' বলে খ্যাত— জেনেভা।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব— ট্রিগভেলি।
- মোসাদ যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা— ইসরাইল।
- 'গেটিসবার্গ ভাষণ' দিয়েছেন— আব্রাহাম লিংকন।
- ডুরান্ড লাইন (Durand Line) যে দুটি দেশের সীমা চিহ্নিতকরণ রেখাকে নির্দেশ করে— আফগানিস্তান-পাকিস্তান।
- ওয়াটার লু-র যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন— ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- উইনস্টন চার্চিল যে বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন— সাহিত্য।
- 'India Wins Freedom' গ্রন্থটির লেখক— মওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- 'সিলিকন ভ্যালি' যে দেশে অবস্থিত— যুক্তরাষ্ট্রে।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ— রাশিয়া।
- যে দেশের সংবিধান অলিখিত— ইংল্যান্ড।
- 'ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল' যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত— যুদ্ধাপরাধ।
- এশিয়া মহাদেশের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট— কোরাজন একুইনো; ফিলিপাইন।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম— গেস্টাপো।
- ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের বর্তমান নেতা— ইসমাইল হানিয়া।
- দক্ষিণ এশীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী দেশ— ভারত।
- ২০১৭ সালে আরব বুকার পুরস্কার লাভ করেন— মোহাম্মেদ হাসান আল ওয়ান।
- দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট— মুন জায়ে-ইন।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম বিদেশ সফর শুরু করেন— সৌদি আরব সফর দিয়ে।
- T20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট-২০১৬ চ্যাম্পিয়ন— ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, বিসিএস, বিভিন্ন চাকরি ও ভাইভাসহ যে কোনো প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নির্ভরযোগ্য বই

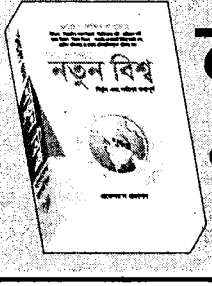

নতুন বিশ্ব
নির্ভুল এবং সর্বশেষ তথ্যপূর্ণ

প্রফেসর'স প্রকাশন
/natunbiswa

পরিবর্তিত তথ্যের আলোকে প্রতি ২ মাসে নতুন সংস্করণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী— নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কুমার, চিত্রা প্রভৃতি

boighar.com

পদার্থবিজ্ঞান

প্রথম পত্র

- একটি ঘড়ির সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটার কৌণিক বেগের অনুপাত— 720 : 12 : 1।
- ক্ষমতা, বল ও বেগের মধ্যে সম্পর্ক হলো— P = Fv।
- 1 J গতিশক্তির একটি বস্তুর গতির বিপরীতে 1 N বল প্রয়োগে বস্তুটি যতদূর অগ্রসর হয়ে থেমে যাবে— 1m।
- একটি বস্তুর গতিশক্তি ধ্রুব হলে ধ্রুব হবে— দ্রুতি।
- একটি বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব 10 হলে উহার ঘনত্ব— 10^4 kg m^{-3}।
- জটিল গতির উদাহরণ— পৃথিবীর গতি।
- শব্দ তরঙ্গ হলো— লম্বিক তরঙ্গ।
- স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে হাইড্রোজেন অণুর গড় মুক্ত পথ প্রায়— 10^{-7}m।
- ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে সর্বনিম্ন যে একক পর্যন্ত মাপা যায়— মাইক্রোমিটার।
- চাপের মাত্রা সমীকরণ— $[ML^{-1}T^{-2}]$।
- দুটি সমমানের ভেক্টর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান যে কোনো একটি ভেক্টরের মানের সমান হলে মধ্যবর্তী কোণ— 120°।
- পরমশূন্য তাপমাত্রা হলো— – 273.16°C বা 0K বা – 159.4°F।

দ্বিতীয় পত্র

- তাপের যান্ত্রিক সমতা J-এর এস.আই. একক— জুল/ক্যালরি।
- একটি সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে 50 cm ব্যবধানে অবস্থিত দুটি 200 V তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য— 400 Vm^{-1}।
- '40W–200V' লেখা একটি বাল্বের রোধ— 1000 Ω।
- বলের ভ্রামকের মাত্রা সমীকরণ— ML^2T^{-2}।
- চৌম্বক আবেশ এবং চৌম্বক তীব্রতার অনুপাতকে বলে— চৌম্বক প্রবেশ্যতা।
- আরোহী ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা গৌণ কুণ্ডলীর চেয়ে— কম।
- স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব শিশুর চোখে ও স্বাভাবিক চোখে যথাক্রমে— 5 সেমি–18 সেমি ও 25 সেমি.বা 10 ইঞ্চি।
- অবতল দর্পণে প্রধান লক্ষ্যবস্তু প্রধান ফোকাসে থাকলে বিম্বের আকার হবে— অত্যন্ত বিবর্ধিত।
- আলোর যে ঘটনা রংধনু সৃষ্টি করে— বিচ্ছুরণ।
- 5000Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মির ফোটনের শক্তি হলো— 2.48 eV।

রসায়ন

প্রথম পত্র

- তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে বেশি— বেগুনি রঙের।
- কোয়ান্টাম শক্তি বিকিরিত শক্তির কম্পাংকের সাথে— সমানুপাতিক।
- জাল টাকা শনাক্তকরণে যে তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি ব্যবহৃত হয়— আলট্রাভায়োলেট রশ্মি।
- যে পরমাণুর আকার যত ছোট সে পরমাণুর ইলেকট্রন আসক্তি তত— বেশি।
- তুঁতে বা ব্লু ভিট্রিওলের সংকেত— $CuSO_4.5H_2O$।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের ওপর প্রভাব রয়েছে— তাপমাত্রা, ঘনমাত্রা ও চাপের।
- অম্লীয় জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে, $p^H < 7$।
- বিশুদ্ধ পানিতে $[H^+]$-এর মান— 10^{-7} mol/L।
- কাঁচা খাদ্যদ্রব্য সহজে পচার কারণ— আর্দ্রতা ও অণুজীব জন্মানো।
- আম, কাঁঠাল কৌটাজাত করতে সাধারণত ব্যবহৃত হয়— সাইট্রিক এসিড।
- NH_4^+ আয়নের আকৃতি ও সংকরণ— Tetrahedral ও sp^3।
- 18.5% N_2O_4 25°C তাপমাত্রায় এবং 1 atm চাপে বিয়োজিত হলে K_p এর মান— 0.142 atm।

দ্বিতীয় পত্র

- স্থির উষ্ণতায়, গ্যাসের চাপ বাড়লে ঘনত্বের মান— বাড়ে।
- এক অণু CO_2 এর ভর— 7.3×10^{-23}g।
- আই.এস. এককে মোলার গ্যাস ধ্রুবকের মান— 8.314 $Jmol^{-1}K^{-1}$।
- সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করতে পারে— O_3।
- মাটিতে আর্সেনিকের ঘনত্ব— 5.6 mg/kg।
- নাইট্রাইল কার্যকরী মূলকের সংকেত— –CN।
- $C_3H_6O_2$ যৌগের সম্ভাব্য সমাণু— 3।
- রান্নার জন্য সিলিন্ডারে যে গ্যাস ব্যবহৃত হয়— বিউটেন ও প্রোপেন।
- ফরমালিন হলো— 60% পানি এবং 40% মিথান্যালের মিশ্রণ।
- জারকের ক্ষেত্রে যা সত্য— জারণ ঘটায়, ইলেকট্রন লাভ, অন্যকে জারিত করা ও নিজে বিজারিত হওয়া, সংশ্লিষ্ট পরমাণুর জারণ সংখ্যা হ্রাস পাওয়া।
- $CH_3CH_2CH(CH_3)$–CHO এর IUPAC পদ্ধতিতে নাম— 2-মিথাইলবিউটান্যাল।
- ফেলিং দ্রবণ হলো— জলীয় $CuSO_4$ এবং ক্ষারীয় Na, K টারটেট দ্রবণ।
- প্যারাসিটামলের আণবিক সংকেত— $HO–C_6H_4–HNCOCH_3$।
- 0.1M Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে— 10,600 ppm।

জীববিজ্ঞান

উদ্ভিদবিদ্যা

- Semibarbula-এর অঙ্গজ জননে ঘটে— গিমা সৃষ্টি এবং বায়বীয় রাইজয়েড থেকে মুকুল সৃষ্টি।
- মসের স্ত্রী জননাঙ্গকে বলা হয়— আর্কিগোনিয়াম।
- ছত্রাকের কোষপ্রাচীর— কাইটিন দ্বারা নির্মিত।
- মাইটোসিস নামকরণ করেন— Walter Flemming।
- বাস্ট তন্তু হচ্ছে— পাট তন্তু।
- বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ প্রায়— 0.03%।
- বংশগতিবিদ্যার জনক— গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মেরিস্টেম কালচার করে উৎপাদিত চারাকে রাখা যায়— রোগ মুক্ত।
- তিল তেলের উৎস হলো— *Sesamum indicum*।
- সরিষা বীজে তেলের পরিমাণ— ৩০-৪৫%।
- গরুর অ্যানথ্রাক্স রোগ যার দ্বারা হয়— ব্যাকটেরিয়া।
- ফার্নের শুক্রাণু হলো— বহু ফ্লাজেলাযুক্ত।
- মূলের পরিবহন টিস্যু যে ধরনের— অরীয়।
- শুষ্ক বীজে পানি শোষণ প্রক্রিয়া হলো— ইমবাইবিশন।
- পার্থেনোকার্পিক ফলের উদাহরণ— কলা।
- বায়োটেকনোলজি হলো— জৈব প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমন্বয়।
- Stevia উদ্ভাবন করেছে যে প্রতিষ্ঠান— ব্র্যাক।

প্রাণিবিদ্যা

- অপ্রতিসাম্য প্রাণীর উদাহরণ— স্পঞ্জ, শামুক।
- মৎস্য চাষকে বলে— Pisciculture।
- হাইড্রার দেহগহ্বরের নাম— সিলেন্টেরন।
- ঘাসফড়িং-এর প্রথম জোড়া ডানা আবৃত করে রাখে— পশ্চাৎ জোড়াকে।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য স্থাপন করতে হয়— Gene Bank।
- ইলিশ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম— *Tenualosa ilisha*।
- মানবদেহের যে অঙ্গ গ্লাইকোজেন জমা করতে পারে— যকৃত।
- পাকস্থলির যে অংশ ডিওডেনামে উন্মুক্ত তাকে বলা হয়— পাইলোরাস।
- ডায়াফ্রাম পরোক্ষভাবে সাহায্য করে— বহিঃশ্বসনে।
- সপ্তম করোটিক স্নায়ুকে বলা হয়— ফ্যাসিয়াল।
- ইনসুলিন নিঃসরণকারী গ্রন্থির নাম— আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স।
- প্লাটিপাস যে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাণী— অস্ট্রেলিয়া।

হিসাববিজ্ঞান

- খতিয়ান হলো— একটি প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাবের সমষ্টিগত রূপ।
- তিনঘরা হিসাব বইতে হিসাব সংরক্ষিত হয়— চারটি। যথা : নগদ, ব্যাংক, প্রদত্ত বাট্টা ও প্রাপ্ত বাট্টা।
- কারবারি বাট্টা বলতে বোঝায়— পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের সময় যে পরিমাণ অর্থ ছাড় দেয়া হয়।
- একটি চেক যা সঠিকভাবে ব্যাংক কর্তৃক লিখিত ও পরিশোধিত হয়েছে ৪৪৮ টাকায় কিন্তু ভুলবশত ব্যাংক চেকটি ৪৮৪ টাকায় লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর জন্য— নগদান জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করতে হবে।
- নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা বোঝায়— ব্যাংক জমা।
- যিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য চেক অঙ্কন করেন তাকে বলে— আদেষ্টা।
- যে হিসাবের জন্য চেক বই প্রদান করা হয় না— স্থায়ী হিসাব।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মূল উদ্দেশ্য হলো— দুটি উদ্বৃত্তের মধ্যে মিলকরণ।
- হিসাববিজ্ঞানের যে নীতি অনুযায়ী ব্যাংক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়— পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী এমন একটি বিবরণী যা— নগদান বহিতে প্রদর্শিত জেরের সাথে ব্যাংক বিবরণীতে প্রদর্শিত জের মিলকরণের জন্য আমানতকারী কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়।
- যে ভুল রেওয়ামিলের মিলকরণে ব্যাঘাত ঘটায় না— নীতিগত ভুল।
- এনাম এর কাছে প্রদেয় টাকা হারুন এর হিসাবে ডেবিট করা হলে, এটা কি ধরনের ভুল হবে— লেখার ভুল।
- একটি হিসাবের জের ৮০ টাকা রেওয়ামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো হয়েছে। যদি অন্যান্য সবকিছু ঠিক থাকে তবে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বের পার্থক্য হবে— ১৬০ টাকা।

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করার ফলাফল বলা হয়েছে— ৬৯ ধারায়।
- 'নাবালক চুক্তি করতে পারে না'— এ কথাটি বলা হয়েছে— ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১১ ধারায়।
- চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকলে গৃহীত ঋণের উপর ব্যবসায়ীকে সুদ দিতে হয়— ৬% হারে।
- নাবালক অংশীদার সাবালক হওয়ার যতদিনের মধ্যে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করতে হয়— ৬ মাস।
- অংশীদারি সংগঠনের নামের আগে লিখতে হয়— মেসার্স।
- অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে যদি সদস্যদের মধ্যে— চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক থাকে।
- বিধিবদ্ধ সভা প্রযোজ্য হয়— পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এর ক্ষেত্রে।
- প্রত্যয়নপত্রের পক্ষের অন্তর্ভুক্ত নয়— সরবরাহকারী।
- যৌথ মূলধনী কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়— সীমাবদ্ধ দায়।
- যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্রতম সমান একককে বলে— শেয়ার।
- শেয়ার ক্রয় করে শেয়ারহোল্ডার লাভ করেন— শেয়ার সার্টিফিকেট।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কার্যাবলি শুরু করার জন্য যে দলিল প্রয়োজন— নিবন্ধনপত্র।
- লভ্যাংশ প্রদানে প্রথম দাবি পূরণ করা হয় যে শেয়ারের— অগ্রাধিকার শেয়ার।
- একজন বিনিয়োগকারী গ্রীন ফার্মার ১০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ৩০ টাকায় ১০০টি শেয়ার ক্রয় করেন। বিনিয়োগকারীর দায়—৩০০০।
- কোম্পানির জন্মপত্রিকা বলে— নিবন্ধনপত্রকে।
- শেয়ার ইস্যুর পূর্বে অনুমতি নিতে হয়— সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (SEC)।
- বাংলাদেশের কোম্পানি আইন পাস হয়— ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

- চক্রবৃদ্ধিকরণের সংখ্যার সাথে ভবিষ্যৎ মূল্যের সম্পর্ক— উর্ধ্বমুখী।
- সাধারণ বৃত্তির ফলাফলকে $(1 + i)$ দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায়— অগ্রিম বৃত্তির ফলাফল।
- যে বিবরণীতে কোনো কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিচালন, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে— নগদ প্রবাহ বিবরণী।
- পাওনাদার বৃদ্ধি এবং অগ্রীম ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ঘটবে— নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ।
- পরিচালন সমচ্ছেদ বিন্দুর ডান দিকে বিক্রয় রেখা এবং মোট ব্যয় রেখার পার্থক্যকে বলে— মুনাফা অঞ্চল।
- সমচ্ছেদ বিক্রয় হতে নির্ধারিত বিক্রয় মাত্রা পর্যন্ত দূরত্বকে বলে— নিরাপত্তা প্রান্ত।
- আর্থিক বিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো— অনুপাত বিশ্লেষণ।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আর্থিক বিবরণী তৈরি করে থাকে— ৪টি।
- যে বস্তুর মেয়াদ অসীম তাকে বলে— চিরস্থায়ী বস্তু।
- যে বিবরণীতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের যাবতীয় আয়-ব্যয় উল্লেখ থাকে তাকে বলা হয়— আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী।
- পরিচালন চক্র নির্ণয়ের সূত্র— মজুদ পণ্য রূপান্তর সময় + বাকি আদায়ের গড় সময়।
- বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে যে ঋণের সৃষ্টি হয় তাকে বলে— ব্যবসায় ঋণ।
- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের সুদের হার সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চেয়ে— বেশি।
- ঋণদাতা কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হারকে বলা হয়— নামিক সুদের হার।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

- পণ্যের অন্তর্নিহিত মূল বৈশিষ্ট্য— অভাব মেটানোর সামর্থ্য।
- পণ্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তা— পরিবর্তনশীল ব্যয়।
- 6M-এর পূর্ণ অর্থ— Men, Money, Machine, Material, Method and Market।
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়— উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।
- বিশেষ শ্রেণির ভোক্তাদের জন্য বিশেষ মানসম্মত পণ্যকে বলে— বিশিষ্ট পণ্য।
- পণ্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পকারখানায় ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলে— কাঁচামাল।
- এফ. ডব্লিউ. টেইলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যতটি নীতির কথা বলেছেন— ৪টি।
- পণ্য ডিজাইনের সাথে যে দুটি বিষয় জড়িত— আকার এবং গুণগতমান।
- পণ্য ডিজাইন করা হয়— উৎপাদনের আগে।
- পণ্যের একটি সুনির্দিষ্ট ও আকর্ষণীয় রং, সাইজ ও প্যাটার্ন নির্ধারণকে বলে— পণ্যের ডিজাইনিং।
- পণ্য ডিজাইন করা হয়— পণ্যের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।
- পণ্য ডিজাইনের চূড়ান্ত পর্যায়— পরিপূর্ণ উৎপাদন।
- গুণগত মান ব্যবস্থার বিবেচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত— উৎপাদন মান।
- ওয়ারেন্টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত হয় যে ধরনের চুক্তি— লিখিত চুক্তি।
- ISO 14000 বলতে বোঝায়— পরিবেশ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
- নিম্নমানের কারণ উদ্ভাবনে অর্থ ব্যয় করাকে বলে— পরীক্ষণ ব্যয়।
- বিএসটিআই'র ডিভিশন কাউন্সিল রয়েছে— ৬টি।

boighar.com

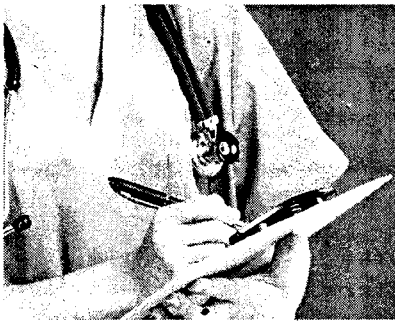

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি গাইডলাইন

শেষ হয়েছে ২০১৭ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা। এখন সময় উচ্চশিক্ষা ভর্তি প্রস্তুতি নেয়ার। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য দেয়া হলো সংক্ষিপ্ত গাইড লাইন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

- বাংলাদেশের নাগরিক এবং ২০১৪ বা ২০১৫ সালে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৬ বা ২০১৭ সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যাসহ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
- সকল দেশি ও বিদেশি শিক্ষা কার্যক্রমে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৯.০০ থাকতে হবে। তবে সকল উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলায় অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.০০ থাকতে হবে। সে সাথে এককভাবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০-এর কম হওয়া যাবে না।
- সকলের জন্যে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান (Biology) বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা

- ১০০ নম্বরের ১০০টি MCQ প্রশ্নের এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক নম্বর ➢ জীববিদ্যা : ৩০; রসায়ন : ২৫; পদার্থ : ২০; ইংরেজি : ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান : বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : ৬; আন্তর্জাতিক : ৪।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।
- লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের কম নম্বর প্রাপ্তরা অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে। শুধুমাত্র কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ মোট ২০০ নম্বর হিসেবে নির্ধারণ করে নিম্নলিখিতভাবে স্কোর মূল্যায়ন করা হবে :
  (ক) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র ১৫ গুণ = ৭৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)।
  (খ) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র ২৫ গুণ = ১২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং উপরিউক্ত হিসাব অনুসারে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

দ্বিতীয়বারের পরীক্ষার্থীদের ৫ নম্বর কাটা

২০১৬ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে যারা ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিবে, তাদের সর্বমোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর কেটে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এছাড়া ২০১৬ সালে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৭.৫ নম্বর কেটে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। ৪ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া সভায় আরো জানানো হয় যে, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিডিএস কোর্স হবে ৫ বছর মেয়াদি।

মানিকগঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজকে কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ হিসেবে নতুন নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

প্রস্তুতি গ্রহণ

- প্রশ্নের ধারা বুঝতে বিগত সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে নিতে হবে।
- ভর্তি প্রস্তুতির শুরু থেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্য বইগুলো দাগিয়ে দাগিয়ে পড়তে হবে।
- অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নোট খাতায় নোট করে রেখে বারবার পড়তে হবে।

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ তথ্য

সরকারি মেডিকেল কলেজ	৩৯টি
সাধারণ সরকারি মেডিকেল কলেজ	৩১টি
সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত মেডিকেল কলেজ	১টি
সেনাবাহিনী পরিচালিত মেডিকেল কলেজ	৫টি
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	প্রায় ৬৬টি
সরকারি ডেন্টাল ইউনিট	৮টি
সরকারি ডেন্টাল কলেজ	১টি
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	প্রায় ১৭টি
বেসরকারি মহিলা ডেন্টাল কলেজ	১টি
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি

সিলেটে নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা নদীর তীরে নির্মাণ করা হবে দেশের চতুর্থ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এটির অনুমোদন দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ২০১৭ সালে স্থাপন করা হয় চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এ দুই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রস্তুতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির বিষয়ভিত্তিক টিপস অংশ দেখো; পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮।

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে মনে রাখার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের

SHORT TECHNIC

। পর্ব-১৪

সাধারণ জ্ঞানের সহজ কৌশল

ঢাকা জেলায় অবস্থিত

ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI), মানিক মিয়া এভিনিউ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT), আজিমপুর। বাংলাদেশ মৌমাছি পালন ইনস্টিটিউট (BIA)। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI), সাভার। নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ETI), আগারগাঁও। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (BFTI), কারওয়ান বাজার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI), সেগুনবাগিচা। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN), মানিক মিয়া এভিনিউ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (BPI), উত্তরা। মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST), মিরপুর সেনানিবাস। হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI), দারুস সালাম। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM), সোবহানবাগ। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI), তেজগাঁও। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, দারুস সালাম। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (NIMC), দারুস সালাম। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (PIB), সার্কিট হাউজ রোড। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS), রমনা। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রমনা। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও। জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NHTTI), মহাখালী। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার। ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICMAB), নীলক্ষেত। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICAB), কারওয়ান বাজার। চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (LRI), সাভার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM), মিরপুর। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস (BIGC), তেজগাঁও। গ্রাফিক্স আর্টস ইনস্টিটিউট (GAI), মোহাম্মদপুর। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM), মহাখালী। National Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (NINMAS), শাহবাগ।

একাডেমি

বাংলা একাডেমি, শাহবাগ। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি (BAS), আগারগাঁও। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি। ইমাম ট্রেনিং একাডেমি (ITA)। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM), ধানমন্ডি। ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলি রোড। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (NAPD), নীলক্ষেত। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি (BSA), শাহবাগ। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, মিরপুর। *[চলবে]*

রাজধানী বিচিত্রা

♦ একাধিক রাজধানী

বেনিন ➢ প্রশাসনিক : পোর্টো-নোভো ● বিচার বিভাগীয় : কোতোনু। বলিভিয়া ➢ সাংবিধানিক : সুক্রে ● প্রশাসনিক : লাপাজ। চিলি ➢ প্রশাসনিক : সান্টিয়াগো ● বিধানিক বা আইন পরিষদীয় : ভালপারাইসো। আইভরি কোস্ট ➢ প্রশাসনিক : ইয়ামুসুক্রো ● অর্থনৈতিক : আবিদজান। জর্জিয়া ➢ প্রশাসনিক : তিবলিসি ● বিধানিক বা আইন পরিষদীয় : কুটাইসি। হন্ডুরাস ➢ সাংবিধানিক : তেগুচিগালপা ও কোমাইয়াগুয়েতা (যৌথভাবে)। মালয়েশিয়া ➢ ফেডারেল ও আইন পরিষদীয় : কুয়ালালামপুর ● প্রশাসনিক : পুত্রজায়া। মন্টিনিগ্রো ➢ প্রশাসনিক : পোডগোরিকো ● পুরনো রাজকীয় : সেতিনে। নেদারল্যান্ডস ➢ সাংবিধানিক ও রাজকীয় : আমস্টারডাম ● প্রশাসনিক : দ্য হেগ। দক্ষিণ আফ্রিকা ➢ প্রশাসনিক : প্রিটোরিয়া ● বিধানিক বা আইন পরিষদীয় : কেপটাউন ● বিচার বিভাগীয় : ব্লুমফনটেন। শ্রীলংকা ➢ প্রশাসনিক : শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা কোটে ● বাণিজ্যিক ও বিচার বিভাগীয় : কলম্বো। সোয়াজিল্যান্ড ➢ প্রশাসনিক : এমবাবেন ● আইন পরিষদীয় ও রাজকীয় : লোবাম্বা। তানজানিয়া ➢ প্রশাসনিক ও আইন পরিষদীয় : দোদোমা ● বিচার বিভাগীয় : দারুস সালাম।

♦ রাজধানী নেই ➢ নাউরু।

রাজধানী ও দেশের নাম একই

রাজধানী	দেশ	রাজধানী	দেশ
মোনাকো	মোনাকো	গুয়েতেমালা সিটি	গুয়েতেমালা
লুক্সেমবার্গ সিটি	লুক্সেমবার্গ	পানামা সিটি	পানামা
সান ম্যারিনো সিটি	সান ম্যারিনো	মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকো
জিবুতি সিটি	জিবুতি	বিসাউ	গিনি বিসাউ
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর	সাওটোমে	সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে
ভ্যাটিকান সিটি	ভ্যাটিকান সিটি	তিউনিস	তিউনিসিয়া
কুয়েত সিটি	কুয়েত	হংকং	হংকং

বাণিজ্যিক রাজধানী

রাজধানী	দেশ	রাজধানী	দেশ
দুবাই	সংযুক্ত আরব আমিরাত	মুম্বাই	ভারত
চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ	করাচি	পাকিস্তান
ইয়াঙ্গুন	মিয়ানমার	সাংহাই	চীন
কলম্বো	শ্রীলংকা	হো চি মিন সিটি	ভিয়েতনাম

রাষ্ট্রের ধরন

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ➢ চীন। উত্তর কোরিয়া। কিউবা। ভিয়েতনাম। লাওস ♦ **একদলীয় রাষ্ট্র** ➢ চীন। উত্তর কোরিয়া। কিউবা। লাওস। ভিয়েতনাম। ইরিত্রিয়া ♦ **ইসলামী প্রজাতন্ত্র** ➢ আফগানিস্তান। ইরান। মৌরিতানিয়া। পাকিস্তান।

সঠিক তথ্যের সন্ধানে

পর্ব-৪৬

NAEM প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

✓ সঠিক ➢ ১৯৫৯ সালে × ভুল ➢ ১৯৭২ সালে

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে। NAEM'র লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে Education Extension Centre (EEC) নামে আজকের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৫ সালে EEC'র কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করে এটিকে Bangladesh Education Extension & Research Institute (BEERI) নামে রূপান্তরিত করা হয় এবং কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রশাসকসহ শিক্ষা ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮২ সালে National Institute of Educational Management & Research (NIEMR) ও BEERI-কে একীভূত করে National Institute for Education Administration Extension & Research (NIEAER) নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৯২ সালে NIEAER-এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (National Academy for Education Management–NAEM) করা হয়। *[সূত্র : www.naem.gov.bd এবং বাংলাপিডিয়া]*

'বড় কে?' কবিতার কবি কে?

✓ সঠিক ➢ হরিশচন্দ্র মিত্র × ভুল ➢ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ে বহুল পঠিত কবিতার একটি 'বড় কে?' শিশুদের আদর্শের পাঠ দেয়ার ক্ষেত্রেও অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এ কবিতা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কবিতাটি পড়ানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ২০১৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ে এ কবিতার কবি হিসেবে লেখা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম। তবে ২০১৫ সালের পাঠ্যবইয়ে কবির নামের জায়গায় লেখা হয়েছে হরিশচন্দ্র মিত্রের নাম। মো. আব্দুল হাই সম্পাদিত 'গীতি কবিতা সংগ্রহগ্রন্থ' অনুযায়ী 'বড় কে?' কবিতাটির কবি হরিশচন্দ্র মিত্র। আর এটাই সঠিক তথ্য। এতদিন পাঠ্যবইয়ে ভুল শেখানো হয়েছে। কবিতাটি বর্তমানে ছাপা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের ৯০ নং পৃষ্ঠায়। নামের বানান লেখা হয়েছে 'হরিশ্চন্দ্র মিত্র', যা ভুল। কবির নামের প্রকৃত বানান হবে হরিশচন্দ্র মিত্র।

কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৭-১৮৭২) ১৮৩৭ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালে তার প্রথম কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সালে হরিশচন্দ্র ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র মাসিক 'কবিতা কুসুমাবলী' প্রকাশ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি 'অবকাশরঞ্জিকা' নামে অপর একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৬৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা সাপ্তাহিক 'ঢাকা দর্পণ' প্রকাশ করেন। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— হাস্যরসতরঙ্গিণী (১৮৬২), বিধবা বঙ্গললনা (১৮৬৩), বীর বাক্যাবলী (১৮৬৪), কীচকবধ কাব্য (১৮৬৬), বঙ্গবালা (১৮৬৮), রামায়ণ (১৮৬৯), কবিরহস্য (১৮৭০), কবিকৌতুক (১৮৭০), নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১), দুর্ভাগিনী শ্যামা (১৮৭২), কবিতাবলী (১৮৭২) ও চারুকবিতা (৩ খণ্ড, ১৮৭২)। ৪ এপ্রিল ১৮৭২ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *[সূত্র : বাংলাপিডিয়া এবং আমার বাংলা বই (তৃতীয় শ্রেণি)]*

বাংলাদেশ থেকে প্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি করে কোন গার্মেন্টস?

সঠিক ➢ রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড × ভুল ➢ দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড

পোশাক শিল্প তৈরি পোশাক (Readymade Garments–RMG) নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্রুত বর্ধনশীল খাত হলো তৈরি পোশাক। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০ সালে। আর রিয়াজ গার্মেন্টস ছিল তার পথ-প্রদর্শক। ১৯৬০ সালে ঢাকার উর্দু রোডে রিয়াজ স্টোর নামে একটি ছোট দর্জির কারখানা কাজ শুরু করে। তখন থেকেই রিয়াজ গার্মেন্টস স্থানীয় বাজারে কাপড় সরবরাহ করতো। ১৯৭৩ সালে কারখানাটি নাম পরিবর্তন করে মেসার্স রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড নামে আত্মপ্রকাশ করে। রিয়াজ গার্মেন্টস ১৯৭৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক একটি ফার্মের সাথে ১৩ মিলিয়ন ফ্রাংক মূল্যের ১০ হাজার পিস ছেলেদের শার্ট রপ্তানি করে। আর এটাই ছিল বাংলাদেশ থেকে প্রথম সরাসরি পোশাক রপ্তানি। এরপর ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৭ বাংলাদেশের প্রথম সংস্থাপন (বর্তমান জনপ্রশাসন) সচিব মোহাম্মদ নুরুল কাদের খান দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড হলো দেশের প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী কোম্পানি। *[সূত্র : বাংলাপিডিয়া ও BGMEA]*

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু	১৯৬০ সালে
প্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি করে	রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড
প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী কারখানা	দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড
বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রপথিক বা জনক	মোহাম্মদ নুরুল কাদের খান
পোশাক শিল্পে প্রথম প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে	দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড
বিশ্বে তৈরি পোশাক রফতানিতে শীর্ষ দেশ	চীন (বাংলাদেশ দ্বিতীয়)

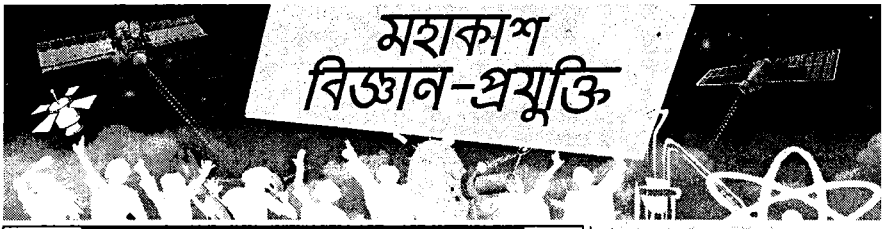

মহাকাশ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

মহাকাশে বাংলাদেশ

৪ জুন ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় 'স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯' নামের একটি কার্গো রকেট। এতে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) প্রেরণ করা হয় বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'। ১০ কিউবিক সেন্টিমিটার আকৃতির ও এক কেজি ওজনের এ ন্যানো স্যাটেলাইট মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'স্পেসএক্স' আর মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার সিআরএস-১১ অভিযানের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এ কৃত্রিম উপগ্রহের গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন বা ভূমি থেকে নিয়ন্ত্রণের স্থান ঢাকায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মহাখালী ক্যাম্পাসের ৪ নম্বর ভবনের ছাদে অবস্থিত। ২৫ মে ২০১৭ এ গ্রাউন্ড স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়। 'ব্র্যাক অন্বেষা' থেকে প্রথম যে ডেটা রিসিভ করা হবে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। এটি বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে শোনা যাবে।

বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'র নকশা তৈরি, উপকরণ সংগ্রহ ও নির্মাণ– সব কাজের কৃতিত্বের দাবিদার তিন তরুণ— রায়হান্না শামস্ ইসলাম, আবদুল্লা হিল কাফি ও মাইসুন ইবনে মনোয়ার। তারা তিনজনই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক। এখন তারা জাপানের কিউশু ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (কিউটেক) স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী। সেখানে তাদের পড়ার বিষয়ও এ ন্যানো স্যাটেলাইট। তারা সেই পাঠের অংশ হিসেবে কিউটেকের একটি প্রকল্পের আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ন্যানো স্যাটেলাইট নির্মাণ কাজে অংশ নেন। এতে বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্ত রয়েছে ঘানা, মঙ্গোলিয়া, নাইজেরিয়া ও স্বাগতিক দেশ জাপান।

মহাবিশ্বের উষ্ণতম গ্রহ

মহাবিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ ও দৈত্যাকৃতির একটি গ্যাসীয় গ্রহের সন্ধান দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ পর্যন্ত এত উষ্ণ আর কোনো গ্রহের দেখা তারা পাননি। তারা গ্রহটির নাম দিয়েছেন 'কেল্ট-৯বি'। দিনের বেলা এ গ্রহের তাপমাত্রা থাকে ৪,৩০০° সেলসিয়াসেরও বেশি। এ গ্রহের তাপমাত্রা বেশিরভাগ গ্রহের চেয়ে বেশি। এটা সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির থেকে ২.৮ গুণ বড়। তবে এর ঘনত্ব বৃহস্পতির প্রায় অর্ধেক। এ গ্রহের একটি দিক সবসময় তার নক্ষত্রের দিকে মুখ করে থাকে। ফলে উল্টো দিকটা সবসময়ই থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ গ্রহের নক্ষত্র 'কেল্ট-৯' সূর্যের প্রায় দ্বিগুণ। স্বাভাবিকভাবেই বিপুল পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মির কারণে এ গ্রহে দিনের বেলা জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের মতো কোনো অণু গঠনের সুযোগ নেই। রাতে এ অণু গঠন সম্ভব হলেও তা খুবই তাৎক্ষণিক।

সূর্যে যাবে মহাকাশযান

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সূর্য অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। ৩১ জুলাই–১৯ আগস্ট ২০১৮-এর মধ্যে নাসা সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রথম একটি রোবট চালিত মহাকাশযান পাঠাবে। জ্বলন্ত সূর্যের আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সূর্যের পিঠ থেকে ৪০ লাখ মাইল দূরে 'করোনা'য় একটি কক্ষপথে পৌঁছে যাবে নাসার এ রোবটিক মহাকাশযানটি। এটাই হবে সূর্যের বায়ুমণ্ডল বা করোনা'য় ঢুকে যাওয়া প্রথম কোনো মহাকাশযান। এর আগে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল আর যেসব মহাকাশযান, তাদের চেয়ে সাত গুণ কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এ মহাকাশযান। উৎক্ষেপণের সময় মহাকাশযানটির ওজন থাকবে ৬১০ কেজি। করোনায় সূর্যের কক্ষপথে পৌঁছে মহাকাশযানটি দৌড়াবে সেকেন্ডে ২০০ কিলোমিটার বা ১২০ মাইল বেগে। সূর্য অভিযানে ব্যবহৃত যানটি খুব বেশি বড় নয়, মাত্র ১০ ফুট। কিন্তু সেখানে রয়েছে নতুন নতুন সব প্রযুক্তি।

নাসা প্রথমে এ সৌরাভিযানের মহাকাশযানের নাম রেখেছিল 'সোলার প্রোব প্লাস' (SPP)। কিন্তু পরিকল্পনার আট বছর পর ৩১ মে ২০১৭ নাসা এর নাম বদল করে রাখে 'পার্কার সোলার প্রোব' (PSP)। ৯০ বছর বয়সী মার্কিন জ্যোতির্পদার্থবিদ ইউগেন নিউম্যান পার্কারের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়। নাসার ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে কোনো জীবিত ব্যক্তির নামে কোনো মহাকাশযানের নামকরণ করা হয়। জ্যোতির্পদার্থবিদ পার্কারই প্রথম 'সৌরঝড়' আবিষ্কার করেছিলেন।

বেসরকারি সুবিধায় রকেট উৎক্ষেপণ

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় মাহিয়া দ্বীপের একটি বেসরকারি কেন্দ্র থেকে ১৭ মিটার বা ৫৮ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি রকেট উৎক্ষেপণ করে মার্কিন কোম্পানি 'রকেট ল্যাব'। এটাই বিশ্বে প্রথম বেসরকারি সুবিধা নিয়ে মহাশূন্যে রকেট প্রেরণ।

boighar.com

হাজার গুণ শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক

রোগজীবাণু দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ওষুধে তেমন কাজ হয় না। কারণ, ব্যাকটেরিয়াগুলো একধরনের ওষুধ প্রতিরোধী সামর্থ্য অর্জন করতে শুরু করেছে। এ সমস্যার সুরাহা করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বসে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের নকশা অদলবদল করে সেটিকে অনেক বেশি শক্তিশালী রূপ দিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন, এটি পুরোনো ওষুধটির চেয়ে হাজার গুণ বেশি কার্যকারিতা দেখাবে। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগজীবাণু দমন করতে পারবে সহজেই।

পুরোনো ওষুধটির নাম 'ভ্যানকোমাইসিন'। এটির নতুন রূপ অতি কঠিন বা খুব শক্ত। নতুন অ্যান্টিবায়োটিকটি তিনটি ভিন্ন উপায়ে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। ফলে এটির বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গবেষক দল আশা করছেন, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বছর পাঁচেকের মধ্যে ওষুধটি প্রয়োগের জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত করতে পারবেন।

ইউরোপের প্রথম 'সৌরবৃক্ষ'

ফ্রান্সের লোয়া নদীর তীরবর্তী ৩৭,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত মধ্যাঞ্চলীয় নোভের শহরে ২৯ মে ২০১৭ উন্মোচন করা হয় ইউরোপের প্রথম 'সৌরবৃক্ষ' (ই-ট্রি)। এটি শুধু রাতের বেলায় আলো সরবরাহ করবে না, বরং সেলফোনে চার্জ, ইন্টারনেট সেবা, ইলেক্ট্রিক বাইক রিচার্জ করার পাশাপাশি এটি থেকে পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ পানিও।

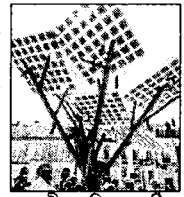

ইসরাইল ও আফ্রিকার মরু অঞ্চলে সুপরিচিত একাশিয়া গাছের আদলে স্থাপিত 'ই-ট্রি' বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের পাশাপাশি লোকজনকে পানি এবং রাস্তার আলোর সুবিধাও দিতে পারে। এ রকম গাছের প্রথম নমুনা ২০১৪ সালে ইসরাইলে উন্মোচন করা হয়েছিল। ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২১) 'ই-ট্রি'র সক্রিয় নমুনা প্রদর্শন করা হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০টি শহরে এরকম সৌরবৃক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

রেইস ট্র্যাকেও স্বয়ংক্রিয় গাড়ি

রেইস ট্র্যাকে সফলভাবে পরীক্ষা করা হয় স্বয়ংক্রিয় রেইসিং গাড়ি 'রোবোরেইস'-এর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফর্মুলা ই প্যারিস এপ্রিক্স-এর ১.৯ কিলোমিটার কোর্স সম্পূর্ণভাবে পাড়ি দিতে সক্ষম হয় গাড়িটি। রেইস ট্র্যাকের ১৪টি বাঁক ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে রোবোরেইস। বিভিন্ন সেন্সর থেকে পাওয়া ডেটা প্রসেস করতে এনভিডিয়া'র প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় গাড়িটিতে। প্রতি সেকেন্ডে ২৪ ট্রিলিয়ন হিসাব করতে পারে এ প্রযুক্তি। ৫৪০ কিলোওয়াটের ব্যাটারির সাহায্যে গাড়িটি ঘণ্টায় ২০০ মাইলেরও বেশি বেগে ছুটতে পারে।

বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ

বাকৃবি'র সাফল্য

খাঁচায় দেশি কৈ মাছ চাষ ও উন্নত পোনা উৎপাদনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সাফল্য দেখিয়েছে। এর ফলে সহজে দেশি কৈ মাছের পোনা প্রাপ্তির পথ যেমন সুগম হয়েছে, তেমনি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাও সম্ভব হবে সুস্বাদু এ মাছটিকে। এ ছাড়া এ মাছের জীববৈচিত্র্যও এখন সংরক্ষণ করা যাবে। খাঁচার মাধ্যমে দেশি মা কৈ মাছ উৎপাদন কৌশল দেশে এটিই প্রথম। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ মাছ ভূমিকা রাখবে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য 'টকিং বুক'

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক্সেসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এক্সেসিবিলিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ভাস্কর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেসিবল রিডিং মেটারিয়াল' বা 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক'। এ টকিং বুক বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংস্থা ইপসা। এর উদ্যোক্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য নিজেও একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করেছেন।

তরুণ বিজ্ঞানীর অনন্য উদ্ভাবন

স্থূলতা, হাইপার কোলেস্টারোলেমিয়া ও ডায়াবেটিস— বিশ্বব্যাপী জটিল রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব রোগ নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। তবে বাংলাদেশের এক তরুণ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবন অণুজীববিজ্ঞানীদের গবেষণায় এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এ জটিল রোগগুলো মেটাবোলিক উপসর্গজনিত। এতদিন ধরে এসব রোগের কারণ জানা ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণা করে সেই কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন বাংলাদেশি তরুণ বিজ্ঞানী ড. কেবিএম সাইফুল ইসলাম। তিনি জাপানের হোক্কাইডো ইউনিভার্সিটিতে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এ গবেষণা করেন। ইঁদুরের উপর গবেষণা করে এ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ের বহুল আলোচিত বিভিন্ন মেটাবোলিক উপসর্গজনিত রোগসমূহ এবং অন্ত্রস্থ ব্যাকটেরিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক মূলত একটি শারীরবৃত্তীয় নিঃসরণ (পিত্তরস, যার নিঃসরণ উচ্চমাত্রার চর্বিযুক্ত খাবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার এ মৌলিক আবিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকান গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' তাদের প্রকাশিত 'গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি' জার্নালে প্রকাশ করে। এ বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করে তরুণ এ বিজ্ঞানী পেয়েছেন 'এশিয়ান ইয়ং ল্যাব সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড'।

সাইফুল ইসলাম মাদারীপুরের আলাউদ্দিন আহমেদ ও সৈয়দা সামসুন্নাহারের একমাত্র পুত্র। তার জন্ম ১৯৭৮ সালে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

রেকর্ড কর্নার

দেশ-বিদেশের রেকর্ড গড়া বিষয়গুলো জানুন আমাদের এ আয়োজনে

সবচেয়ে পাতলা ল্যাপটপ

২৯ মে ২০১৭ আসুস অবমুক্ত করে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা পরিবর্তনযোগ্য ল্যাপটপ। 'জেনবুক ফ্লিপ এস' নামের এ ল্যাপটপটি ১০.৯ মিলিমিটার পাতলা, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী এইচপি স্পেকট্রা এক্স-৩৬০ ১৩.৮ মিলিমিটার এবং অ্যাপল ম্যাকবুক এয়ার ১৭ মিলিমিটারের। আসুসের দাবি, নতুন এ ল্যাপটপের ব্যাটারি লাইফ ১১.৫ ঘণ্টার বেশি এবং ৪৯ মিনিটে ৬০% চার্জ নিতে সক্ষম ডিভাইসটি।

দ্রুততম লিফট

বিশ্বের দ্রুততম লিফট তৈরি করেছে জাপানের হিটাচি কোম্পানি। চীনের গুয়াংঝু সিটিএফ ফিন্যান্স সেন্টারে

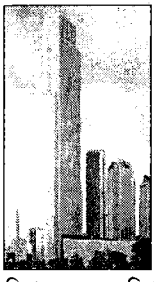

লিফটটি বসানো হবে। এ লিফট মিনিটে ১,২৬০ মিটার বা ৪,১৩৩ ফুট গতিতে উপরে উঠতে বা নামতে পারে, যা নতুন বিশ্বরেকর্ড। এ লিফটে আছে আরও অনেক সুবিধা। বিশেষ করে এর নিরাপত্তাসংক্রান্ত সুবিধা বেশি। এটি অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে পারে। উচ্চগতিতে উপরে ওঠা বা নিচে নামার সময় লিফটের ভেতরে বাতাসের চাপ সহ্যক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য এতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঝাড়ু দিয়ে বিশ্বরেকর্ড

ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভদোদরা পৌরসভা গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে। ৫,০৫৮ জন মানুষ ২৮ মে ২০১৭ শহরের আকোটা-ডান্ডি বাজার সাফ করতে ঝাঁটা নিয়ে লেগে পড়েন। এ সময় তারা একটি বড় সেতুও পরিষ্কার করেন।

সবচেয়ে লম্বা স্ট্রবেরি কেক!

ফ্রান্সের ২৫তম স্ট্রবেরি কেক উৎসবের আয়োজনে পাঁচ জন পেশাদার পেস্ট্রি শেফ মিলে তৈরি করে ১০৫ ফুট লম্বা এক স্ট্রবেরি কেক। বিশাল এ কেকটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ৭২০টি ডিম, ৩০০টি কুসুম, ৫৯ পাউন্ড চিনি, ৬৬ পাউন্ড ময়দা এবং ৪৪০ পাউন্ড স্ট্রবেরি। গিনেস কর্তৃপক্ষ কেকটিকে বিশ্বের সব চেয়ে লম্বা কেকের স্বীকৃতি দেয়।

সবচেয়ে দামি হাতব্যাগ

৩১ মে ২০১৭ হংকং-এ অনুষ্ঠিত এক নিলামে একটি হাতব্যাগ বিক্রি হয় ৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা প্রায় ৩ কোটি ৪০ হাজার টাকায়। এ যাবৎ যত হাতব্যাগ বিক্রি হয়েছে তার সবগুলোর দাম ছাড়িয়ে গেছে এ ব্যাগটি। হারমেস বারকিন এ ব্যাগের নির্মাতা। এ ব্যাগের বকলেসটি ১৮ ক্যারেটের হোয়াইট গোল্ড দিয়ে তৈরি। এ ছাড়াও রয়েছে ২০৫টি হীরক খণ্ড। এটি 'হিমালয়ান কুমির' নামের সাদা কুমিরের চামড়া থেকে তৈরি।

সবচেয়ে ছোট ড্রোন

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ড্রোন উন্মুক্ত করেছে চীনা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান ডিজেআই। আর এ ড্রোন পুরোপুরি হাতের নড়াচড়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। 'দ্য স্পার্ক' নামের নতুন এ ড্রোন একজন মানুষের হাতের তালুতে সহজেই রাখার মতো এবং এর ওজন এক ক্যান সোডার চাইতেও কম। এটি হাতের অঙ্গভঙ্গি, স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশন বা একটি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। স্পার্ক ৯৮ ফুট দূর থেকে যেকোনো বাঁধা বুঝতে সক্ষম। ৪৯৯ মার্কিন ডলারের এ ড্রোন জুনের মাঝামাঝি থেকে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় এয়ারশিপ

সার্চ জায়ান্ট গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান অ্যালফাবেটের প্রেসিডেন্ট সের্গেই ব্রিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় এয়ারশিপ তৈরি করছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিশাল এ ক্রাফট নাসাতে তৈরি করা হচ্ছে। এ এয়ারশিপ লম্বায় প্রায় ৬৫০ ফুটের কাছাকাছি এবং এটি তৈরিতে খরচ হবে আনুমানিক ১০০-১৫০ মিলিয়ন ডলার।

সর্ববৃহৎ বিমান 'স্ট্র্যাটোলঞ্চ'

দীর্ঘ চার বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে একটি হ্যাঙ্গারে নির্মাণ করা হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিমান। ৩১ মে ২০১৭ প্রথমবারের মতো 'স্ট্র্যাটোলঞ্চ' নামের ঐ বিমানটি কারখানা থেকে বের করা হয়। এর নির্মাতা মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেন। এর ডানা লম্বায় প্রায় ৩৮৫ ফুট ও উচ্চতা ৫০ ফুট। এ বিমানের ডানা একটি ফুটবল মাঠের চেয়েও লম্বা। এর আগে সবচেয়ে বড় ডানার যে বিমানটি অন্তত একবার উড্ডয়ন করেছে, সেটি ছিল *হাওয়ার্ড হাগ'স স্প্রুস গুজ*, যার ডানা ছিল ৩১৯ ফুট লম্বা। জ্বালানির ট্যাংক খালি থাকা অবস্থায় 'স্ট্র্যাটোলঞ্চ'-এর ওজন পাঁচ লাখ পাউন্ড। এটি প্রায় আড়াই লাখ পাউন্ড জ্বালানি বহন করতে পারবে। বিমানটিতে আছে মোট ২৮টি চাকা। ছয়টি বোয়িং ৭৩৭ বিমানের ইঞ্জিনের সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ইঞ্জিন দিয়ে নির্মাণ করা হয় ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ বিমানটি। যাত্রী বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হবে না। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত সেখানে রকেট বহন করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়। এর পেটের কাছাকাছি রকেট লাগানোর জায়গা আছে। ৩৫ হাজার ফুট ওপরে উঠে এ রকেট ছোঁড়া হবে। ২০১৯ সালের প্রথম দিকে এটির বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু হতে পারে।

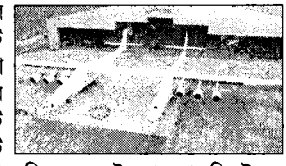

ঝিনাইদহ জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে ৯০২ জন *[আদমশুমারি ২০১১]*

bojghar.com

ইতিহাসের আয়নায় ০৭ জুলাই

জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই
জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই
জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই
জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই জুলাই

গ্রেগরীয় ও জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে বছরের সপ্তম মাস জুলাই। এর দিন সংখ্যা ৩১। জুলাই মাসের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে আসুন দেখে নেই তারিখ অনুযায়ী ইতিহাসের আয়নায়।

১

- ১৯২১ 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।
- ১৯৯৪ ২৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে গাজা উপত্যকায় প্রত্যাবর্তন করেন ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত।
- ১৯৯৭ দেড় শতাধিক বছরের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে হংকংকে আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর।

২

১৯৬৪ : মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন নাগরিক অধিকার বিলে (Bill of Rights) স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন।

৩

নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু

২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে পরাজয় ঘটে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার। এরপর পাটনা যাওয়ার পথে স্ত্রী লুৎফা বেগম ও চার বছর বয়সী কন্যা উম্মে জহুরাসহ সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমের হাতে বন্দি হন। বন্দি করে মুর্শিদাবাদে আনার পর ৩ জুলাই ১৭৫৭ মীরজাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নামের ঘাতক সিরাজউদ্দৌলাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

৪

- **১৭৭৬ :** যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
- **১৯৯৭ :** 'পাথফাইন্ডার' নামের নাসার মহাকাশযান মঙ্গলে অবতরণ করে।

৫

- **১৯৫৪ :** বিবিসি প্রথম টেলিভিশন সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার করে। প্রথম সংবাদ পাঠক ছিলেন রিচার্ড বেকার।
- **১৯৯৬ :** প্রথম ক্লোন মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে 'ডলি' নামের ভেড়ার জন্ম লাভ।

৬

জলাতঙ্ক টিকার পরীক্ষা

৬ জুলাই ১৮৮৫ ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ও এমিলে প্রথম জলাতঙ্ক টিকার পরীক্ষা চালান। পাগলা কুকুরে কামড়ানো 'জোসেফ মেইস্টার' নামের নয় বছরের এক বালকের ওপর চালানো হয় এ পরীক্ষা।

- **৭ জুলাই ২০০৫ :** লন্ডনে ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলা। এটা '৭/৭' সন্ত্রাসী হামলা নামে পরিচিত।
- **৮ জুলাই ১৪৯৭ :** ভারতের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামার সমুদ্র যাত্রা শুরু।
- **৯ জুলাই ১৮৭৭ :** টেনিসের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা উইম্বল্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের যাত্রা শুরু।
- **৯ জুলাই ২০১১ :** সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে দক্ষিণ সুদানের।
- **১০ জুলাই ১৯১৩ :** যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালির তাপমাত্রা ১৩৪° ফারেনহাইট বা ৫৭° সেন্টিগ্রেডে ওঠে, যা বিশ্বের এ যাবতকালের রেকর্ডকৃত তাপমাত্রার মধ্যে সর্বোচ্চ।
- **১১ জুলাই ২০০৬ :** ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে ট্রেনে ভয়াবহ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।

১৪

বাস্তিল দুর্গের পতন

১৩৭০ সালের দিকে ফ্রান্সে নির্মিত হয় বাস্তিল দুর্গ। রাজা ষোড়শ লুই এ দুর্গকে পরিণত করেন কারাগারে। রাজার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় অনেককে বন্দি করা হয় এ কারাগারে। ১৪ জুলাই ১৭৮৯ এ কারাগারের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লব। দিনটি ফরাসিদের মুক্তির মাইলফলক। তাই প্রতিবছর ১৪ জুলাই দিনটি ফরাসিদের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

জন্ম যাদের

ডায়ানা মালালা ম্যান্ডেলা আবদুল আলীম

- ১ জুলাই ১৯৬১ : ব্রিটিশ প্রিন্সেস অব ওয়েলস ডায়ানা।
- ৮ জুলাই ১৯১৪ : পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।
- ১১ জুলাই ১৯৩৬ : কবি আল মাহমুদ।
- ১২ জুলাই ১৯৯৭ : সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাঈ।
- ১৩ জুলাই ১৯৪২ : অভিনেতা আবদুল্লাহ আল মামুন।
- ১৮ জুলাই ১৭০৩ : ইংরেজ বিজ্ঞানী কোষ আবিষ্কারক রবার্ট হুক।
- ১৮ জুলাই ১৯১৮ : বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা।
- ১৯ জুলাই ১৮৬৩ : বাঙালি শিল্পী ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
- ২০ জুলাই ১৯১৯ : প্রথম এভারেস্টজয়ী নিউজিল্যান্ডের এডমুন্ড হিলারী।
- ২২ জুলাই ১৮১৪ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র।
- ২৬ জুলাই ১৮৫৬ : আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'।
- ২৭ জুলাই ১৯৩১ : বাংলা লোকসঙ্গীতের কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীম।
- ২৯ জুলাই ১৮৮৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালির সর্বাধিনায়ক মুসোলিনী।
- ৩০ জুলাই ১৯৫৩ : বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী ববিতা।

ঝিনাইদহ জেলার উপজেলা ৬টি— সদর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকুপা ও কালিগঞ্জ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১০ জুলাই ১৮৮৫-১৩ জুলাই ১৯৬৯

বাংলার অন্যতম কীর্তিমান পুরুষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, ধ্বনিতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, গবেষক— অনেক পরিচয় তার। জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহর জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা তার জীবনের অন্যতম বৃহৎ একটি কাজ।

১৫

২০০৬ : অন্যতম বৃহৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম Twitter-এর যাত্রা শুরু।

১৬

- **১৬৬১** : ইউরোপের প্রথম ব্যাংক নোট ইস্যু করে সুইডিশ ব্যাংক *Stockholms Banco*।
- **১৭৯০** : প্রেসিডেন্টের Residence Act স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিষ্ঠিত।
- **১৯৪৫** : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ জার্মানির পটসডাম শহরে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিষয়ক আলোচনায় মিলিত হন।

আণবিক যুগের শুরু

১৬ জুলাই ১৯৪৫ প্রথমবারের মতো পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ম্যানহাটন প্রকল্পের আওতায় নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগোরডোতে 'ট্রিনিটি' কোড নেমে এ পরীক্ষা চালানো হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বে আণবিক যুগের শুরু হয়।

১৭

১৯৫৫ : মার্কিন কার্টুনিস্ট ও ব্যবসায়ী ওয়াল্ট ডিজনির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম ডিজনিল্যান্ডের যাত্রা শুরু।

চাঁদে মানুষের পদার্পণ

১৬ জুলাই ১৯৬৯ মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপোলো-১১' তিনজন নভোচারী নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। নভোচারী তিনজন— নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। চারদিন পর ২১ জুলাই ১৯৬৯ 'অ্যাপোলো-১১' চাঁদের বুকে অবতরণ করে। আর প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পদার্পণ করেন নীল আর্মস্ট্রং। এর ২০ মিনিট পর চাঁদের মাটিতে পা রাখেন এডউইন অলড্রিন। তারা সর্বমোট ২১ ঘণ্টা চাঁদে বিচরণ করেন। ২৪ জুলাই ১৯৬৯ 'অ্যাপোলো-১১' সফল চন্দ্রাভিযান শেষে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে।

১৮

১৮৪১ : ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বকাপ ফুটবলের যাত্রা শুরু

১৩-৩০ জুলাই ১৯৩০ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ উরুগুয়ের তিনটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল। ১৩টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় স্বাগতিক উরুগুয়ে। ফাইনালে তারা আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে।

২০

- **১৯৬০** : বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরানায়েকে।
- **১৯৭৪** : বাংলায় মুসলিম নারীদের প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম' প্রকাশিত।

২৩

১৯৯৫ : মার্কিন দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী— অ্যালান হেল ও টমাস বপ আবিষ্কার করেন বিশ শতকের সর্বাধিক পর্যবেক্ষণকৃত ধূমকেতু 'হেল-বপ'।

২৫

- **১৯৪৩** : ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হন।
- **১৯৭৮** : লুইস ব্রাউন নামে যুক্তরাজ্যে বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম।

২৬

১৯৫৬ : মিসরের প্রেসিডেন্ট কর্নেল জামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন।

২৯

- **১৯৫৭** : আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) গঠিত।
- **১৯৫৮** : মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA প্রতিষ্ঠিত।
- **১৯৮১** : ব্রিটিশ যুবরাজ চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানার রাজকীয় বিয়ে সম্পন্ন।

৩০

৭৬২ : আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর কর্তৃক বাগদাদ শহরের প্রতিষ্ঠা।

- ৩ জুলাই ২০০৯ : সাহিত্যিক ও গবেষক আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- ৪ জুলাই ১৯০২ : স্বামী বিবেকানন্দ।
- ৪ জুলাই ১৯৩৪ : নোবেল জয়ী নারী বিজ্ঞানী মেরি কুরি।
- ৮ জুলাই ১৯৯৭ : বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।
- ১০ জুলাই ২০০১ : স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
- ১৭ জুলাই ১৯৩১ : মুসলিম জাগরণের কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- ১৯ জুলাই ২০১২ : জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ।
- ২০ জুলাই ১৯৭৩ : চীনা-আমেরিকান মার্শাল আর্ট শিল্পী ব্রুস লী।
- ২৪ জুলাই ১৯৮০ : মহানায়ক উত্তম কুমার।

মেরি কুরি *হুমায়ূন আহমেদ* *ব্রুস লী* *ভ্যান গগ*

- ২৭ জুলাই ২০০৩ : মার্কিন কিংবদন্তী কমেডিয়ান বব হোপ।
- ২৭ জুলাই ২০১৫ : ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম।
- ২৯ জুলাই ১৮৯০ : ওলন্দাজ চিত্রকর ভিনসেন্ট ভ্যান গগ।
- ৩১ জুলাই ১৯৮০ : উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মোহাম্মদ রফি।

খেলা

চ্যাম্পিয়ন্স লীগে চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

ক্লাব ফুটবলের বিশ্বসেরা আসর ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ইতিহাসে টানা দুই বছর শিরোপা জয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়ে স্প্যানিশ পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদ। ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় কাপ টুর্নামেন্টটি চ্যাম্পিয়ন্স লীগে পরিণত হওয়ার পর এবারই প্রথম ইউরোপের কোনো ক্লাব টানা দুই বছর শিরোপা জিতে। ৩ জুন ২০১৭ ওয়েলস-এর কার্ডিফে অনুষ্ঠিত ২০১৬-১৭ মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালে ইতালীয় ক্লাব জুভেন্টাসকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে ইতিহাস গড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। এটা রিয়াল মাদ্রিদের রেকর্ড সর্বোচ্চ ১২তম চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয়।

চ্যাম্পিয়ন্স লীগের সবচেয়ে সফল ৮ দল ও তাদের শিরোপা সংখ্যা

রিয়াল মাদ্রিদ : ১২ ॥ এসি মিলান : ৭ ॥ বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও লিভারপুল : ৫
আয়াক্স আমস্টার্ডাম : ৪ ॥ ইন্টার মিলান ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড : ৩।

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ ২০১৬-১৭

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ ঘরোয়া আসর। 'লিস্ট এ' ক্রিকেট মর্যাদা পাওয়ার পর ২০১৬-১৭ মৌসুম ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগের চতুর্থ আসর। ১২ এপ্রিল-৬ জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় ১২ দলের অংশগ্রহণে এবারের আসর। চ্যাম্পিয়ন : গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ॥ রানার্সআপ : প্রাইম দোলেশ্বর ॥ সেরা ব্যাটসম্যান : লিটন দাস (আবাহনী); ৭৫২ রান ॥ সেরা বোলার : আবু হায়দার রনি (গাজী গ্রুপ); ৩৫ উইকেট।

ফরাসি ওপেন ২০১৭

আসর : ১১৬তম ॥ সময়কাল : ২৮ মে-১১ জুন ২০১৭ ॥ চ্যাম্পিয়ন ♂ পুরুষ : রাফায়েল নাদাল (স্পেন) ● মহিলা : ইয়েলেনা ওস্তাপেংকো (লাটভিয়া)।
– দশমবারের মতো ফরাসি ওপেন শিরোপা জয় করেন নাদাল।
– প্রথম অবাছাই ও প্রথম লাটভিয়ান হিসেবে ফরাসি ওপেন জিতে ইতিহাস গড়েন ওস্তাপেংকো।

ফেডারেশন কাপ ফুটবল ২০১৭

আয়োজন : ২৯তম ॥ সময়কাল : ১৩ মে-৬ জুন ২০১৭ ॥ অংশগ্রহণকারী দল : ১২টি ॥ চ্যাম্পিয়ন : ঢাকা আবাহনী ॥ রানার্সআপ : চট্টগ্রাম আবাহনী ॥ সর্বোচ্চ গোলদাতা : এমেকা ডার্লিংটন (ঢাকা আবাহনী); ৩টি ॥ টুর্নামেন্ট সেরা : নাবিব নেওয়াজ জীবন (ঢাকা আবাহনী) ॥ ফেয়ার প্লে ট্রফি : শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র।
– ফেডারেশন কাপে সর্বোচ্চ ১০টি ট্রফি লাভ করে ঢাকা আবাহনী। এর আগে ১০টি ট্রফি জিতে এককভাবে শীর্ষে ছিল ঢাকা মোহামেডান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন 'উইন্ডিজ'

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড তাদের ৯১তম বার্ষিকীতে বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে 'ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ' নামকরণ করে। একই সাথে দলের নতুন নামকরণ করা হয় 'উইন্ডিজ'। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উইন্ডিজ নামে ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কর্নার

◆ আইসিসি'র গিনিপিগ

১৯৯৮ সালে শুরুতে নাম ছিল উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপ, মুখে মুখে যার নাম হয়ে গিয়েছিল 'মিনি বিশ্বকাপ'। পরেরবার এর নাম হয় 'আইসিসি নকআউট টুর্নামেন্ট'। ২০০২ সালে তৃতীয় আসর থেকে নাম বদলে হয় 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি'। ১৯৯৮ সালে অংশ নেয় শুধু আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য দেশগুলো, ২০০০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সহযোগী সদস্যরাও অংশ নিয়েছে। কিন্তু ২০০৯ সালের পর থেকে অংশ নিতে পারে শুধু র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা আট দলই। ২০০৪ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটা হয়েছে দুই বছরের বিরতিতে, ২০০৯ থেকে বিরতিটা চার বছরের। এর মধ্যে একবার বন্ধ করে দেয়ারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। টুর্নামেন্ট তো নয়, যেন আইসিসি'র গিনিপিগ।

◆ সেরা আকর্ষণ প্রযুক্তি

ডিজিটাল যুগের উৎকর্ষ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অষ্টম আসর। ওয়ানডের দ্বিতীয় সেরা এ বৈশ্বিক আসর প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক দিয়ে ছিল এবার পুরোপুরি 'স্মার্ট' একটি প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ম্যাচের আকর্ষণ ছিল 'প্লেয়ার ট্র্যাকিং সিস্টেম', যার মাধ্যমে দর্শকরা একজন খেলোয়াড়ের গতিবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পান। এছাড়া ছিল রিভার্স স্টাম্প ক্যামেরা, যা দিয়ে স্টাম্পের দু'দিকের ছবি টেলিভিশনে দেখতে পান দর্শকরা। প্রতিটি ভেন্যুতে দর্শকরা গ্যালারিতে বসে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন। ম্যাচের দিন পুরো স্টেডিয়ামই পরিণত হয় Wi-Fi জোনে।

◆ গুগলের বিশেষ ডুডল ও গেমস

১-১৮ জুন ২০১৭ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অষ্টম আসরের উদ্বোধনী দিনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সার্চ ইঞ্জিন গুগল তৈরি করে বিশেষ এক ডুডল, যেখানে ছিল খেলার সুযোগও।
– চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর্শক হয় এবারের প্রতিযোগিতায়।

সবচেয়ে ধনী ক্রীড়াবিদ

সম্প্রতি বিশ্বের ১০০ সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদের তালিকা প্রকাশ করে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। গত ১২ মাসে নিজ নিজ খেলায় সক্রিয় ক্রীড়াবিদরা তালিকায় স্থান পান। ১০০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ফুটবলার রয়েছে মাত্র নয়জন। কোনো দেশেরই দু'জনের বেশি ক্রীড়াবিদ তালিকায় স্থান পাননি।

শীর্ষ ৩ ধনী ক্রীড়াবিদ

ক্রীড়াবিদ	ক্রীড়া	আয় (মি. পাউন্ড)
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো	ফুটবল	৭১.৮
লেফরন জেমস	বাস্কেটবল	৬৬.৬
লিওনেল মেসি	ফুটবল	৬১.৮

- টানা দ্বিতীয়বারের মতো শীর্ষ ধনী ক্রীড়াবিদ হন রিয়াল মাদ্রিদের পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার আগে টানা ১৫ বছর আয়ের দিক থেকে শীর্ষে ছিলেন গলফ 'আইকন' টাইগার উডস অথবা মুষ্টিযোদ্ধা ফ্লয়েড মেওয়েদার।
- ১০০ জনের এ তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র একজন নারীর। তিনি হলেন মার্কিন টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। তার অবস্থান তালিকায় ৫১তম।

সবচেয়ে দামী ফুটবল ক্লাব

ফোর্বস সাময়িকীর তথ্য মতে, বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনী ফুটবল ক্লাব—

ক্লাব	দেশ	সম্পদমূল্য (কোটি ডলার)
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড	ইংল্যান্ড	৩৬৯
বার্সেলোনা	স্পেন	৩৬৪
রিয়াল মাদ্রিদ	স্পেন	৩৫৮
বায়ার্ন মিউনিখ	জার্মানি	২৭১
ম্যানচেস্টার সিটি	ইংল্যান্ড	২০৮
আর্সেনাল	ইংল্যান্ড	১৯৩
চেলসি	ইংল্যান্ড	১৮৫
লিভারপুল	ইংল্যান্ড	১৪৯
জুভেন্টাস	ইতালি	১২৬
টটেনহ্যাম	ইংল্যান্ড	১০৬

- পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তালিকার শীর্ষে ফিরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

চীনে মেসি থিম পার্ক

চীনের রাজধানী বেইজিং-এ নির্মিত হচ্ছে *দ্য মেসি এক্সপেরিয়েন্স পার্ক*। ২০১৯ সালে এটি সম্পূর্ণ হবে। ৪২,০০০ বর্গমিটার জায়গায় নির্মিতব্য এ থিম পার্ক দর্শকদেরকে আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিওনেল মেসির জগত দেখার সুযোগ করে দেবে।

ইউরোপীয় গোল্ডেন বুট মেসির

২০১৬-১৭ মৌসুমের ইউরোপীয় গোল্ডেন বুট লাভ করেন বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকা

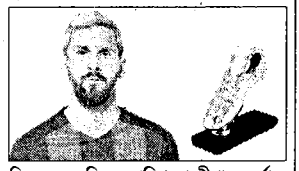

লিওনেল মেসি। স্প্যানিশ লা লীগায় সর্বোচ্চ ৩৭ গোল করে এ পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ২০১৩-১৪ মৌসুমের পর প্রথম এবং ক্যারিয়ারে চতুর্থবারের মতো মেসি এ পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে ২০১০-১১, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ মৌসুমে ইউরোপীয় গোল্ডেন বুট জয় করেন তিনি।

ওয়ানডেতে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি

পাকিস্তানের আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে আল রেহমান ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে শহিদ আলম ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ইনিংস উদ্বোধন করতে নেমে এক অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেন সিন্ধু প্রদেশের ব্যাটসম্যান বিলাল ইরশাদ। ১৭৫ বলে ৯ ছক্কা ও ৪২ চারের মাধ্যমে তিনি করেন ৩২০ রান। এর মাধ্যমে একদিনের ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড গড়েন তিনি।

অস্ট্রেলিয়া নারী দলের নাম বদল

ক্যারিবীয় ক্রিকেট বোর্ড ও দলের নাম পরিবর্তনের পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাদের নারী ক্রিকেট দলের ডাক নাম আর 'সাউদার্ন স্টারস' থাকছে না। তার বদলে তাদেরকে এখন থেকে 'অস্ট্রেলিয়া উইমেন্স ক্রিকেট দল' হিসেবেই ডাকা হবে।

আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেম

২০০৯ সালে চালু হয় আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেম। এরপর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ৮৪ জন ক্রিকেটারকে আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত চার ক্রিকেটার হলেন— শ্রীলংকার স্পিন কিংবদন্তী মুত্তিয়া মুরালিধরন, ইংল্যান্ডের প্রয়াত ফাস্ট বোলার জর্জ লোহম্যান, প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার আর্থার মরিস ও সাবেক অস্ট্রেলীয় নারী অধিনায়ক কারেন রোল্টন। ২৭ জুলাই ২০১৬ আইসিসি তাদের নাম ঘোষণা করে। এরপর ৬ জুন ২০১৭ ইংল্যান্ডের ওভালে তাদেরকে এ সম্মাননা দেয়া হয়।

- প্রথম শ্রীলংকান হিসেবে আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন মুরালিধরন।

আর্জেন্টিনার নতুন কোচ সাম্পাওলি

আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন চিলির প্রথম কোপা আমেরিকা জয়ী কোচ জর্জ সাম্পাওলি। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। ৯ জুন ২০১৭ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্রাজিলের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে জয়লাভের মাধ্যমে কোচ হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন সাম্পাওলি।

রেকর্ডময় রোনালদো

ফুটবলে সময়ের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হলেন স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন তিনি।

৩ জুন ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালে জোড়া গোল করে রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পাশাপাশি বেশ কিছু ব্যক্তিগত রেকর্ডও হস্তগত করেন।

- ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লীগের তিন ফাইনালে গোল করেন।
- টানা পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।
- পেশাদার ক্যারিয়ারে ৬০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন।

রোনালদোর ৬০০ গোল

	ম্যাচ	গোল
রিয়াল মাদ্রিদ	৩৯৪	৪০৬
ম্যানইউ	২৯২	১১৮
পর্তুগাল	১৩৮	৭২
স্পোর্টিং লিসবন	৩১	০৫
মোট	৮৫৫	৬০১

PSL'র ষষ্ঠ দল মুলতান

পাকিস্তানের পেশাদার টোয়েন্টি২০ ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা হলো পাকিস্তান সুপার লীগ (PSL)। দু'বার আয়োজিত এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৫টি দল— লাহোর কালান্ডার্স, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, করাচি কিংস, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও পেশোয়ার জালমি। প্রতিযোগিতার তৃতীয় আসরে ষষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে মুলতান। দুবাইভিত্তিক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ক্বোহোন গ্রুপ রয়েছে এর মালিকানায়।

অ্যাসেরীয় সভ্যতার ইতিকথা

ব্যাবিলনের তিনশ' মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর উপকূল এবং জাগ্রস পর্বতের মধ্যবর্তী একটি ভূখণ্ডের নাম ছিল 'অসুর', যার অর্থ 'সুজলা সমতল ভূমি'। খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকে হাম্মুরাবির সময় পর্যন্ত 'অসুর' ছিল ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের একটি করদ রাজ্য। পরবর্তীতে এ অসুর রাজ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে অ্যাসেরীয় সভ্যতা।

অ্যাসেরীয় কারা?

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাসেরীয়রা ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। টাইগ্রিসের উচ্চ উপত্যকার এক ক্ষুদ্র মালভূমিতে এদের আদিবাস ছিল। শুরুতে এরা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিকারী। ধীরে ধীরে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা এরা প্রভাবিত হতে থাকে। প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় এরা সামরিক জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সভ্যতার পত্তন

সেমিটিক জাতিভুক্ত অ্যাসেরীয়রা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অসুরে প্রথম বসতি গড়ে তোলে। রাজা প্রথম শামশিয়াদাদ ১৮১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অসুর নগরকে ব্যাবিলনের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। এ সময়কে অ্যাসেরীয়দের প্রথম রাজবংশের শাসনকাল ধরা হয়। এরপর ১৩৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা অসুর-উবল্লিত (Ashur-Uballit) পার্শ্ববর্তী নগর দখল করে অ্যাসেরীয় সাম্রাজ্যের মধ্য রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যাধীন রাষ্ট্রকে নামকরণ করেন 'অ্যাসেরিয়া', যার পূর্ব নাম ছিল 'সুবর্ত'। উন্মেষ ঘটে 'অ্যাসেরীয়' সভ্যতার। এ সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরণের সূচনা করে। সভ্যতাটি ৬২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

অ্যাসেরীয়দের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য এলাম, সুমের, আক্কাদ, আর্মেনিয়া, মিডিয়া, ফিলিস্তিন, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া এবং মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

ইতিহাসবিদ আলবার্ট এ ট্রেভার প্রাচীন অ্যাসেরিয়াকে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে তুলনা করেছেন। অ্যাসেরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণে বিশাল আর্মেনীয় মালভূমি এবং ব্যাবিলনীয় সমভূমি, পূর্বদিক খাড়া জাগ্রস পর্বতমালা, পশ্চিমে স্তেপভূমি। অ্যাসেরীয় শক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কার্যকরী প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। রাজধানী অসুরের চারপাশের অঞ্চল উঁচু ভূখণ্ড দিয়ে গঠিত ছিল। অবশ্য টাইগ্রিস সংলগ্ন এলাকা সমভূমি ও উর্বর এবং এখানে প্রচুর ফসল ও ফল উৎপন্ন হতো। তবে অধিকাংশ পাহাড়ি এলাকায় কিছু ধাতু, পাথর ও চুনাপাথর পাওয়া যেত। আর্মেনিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনর, দানিয়ুব এলাকায় পাওয়া যেত তামা। সাইলেশিয়ায় রূপা এবং উঁচু নীল এলাকায় স্বর্ণ পাওয়া যেত। এর ফলে অ্যাসেরীয়রা যে বিশাল এলাকা জয় করে ছিল তা অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল সমৃদ্ধ। অবশ্য বিশাল অ্যাসেরীয় সাম্রাজ্যে আবহাওয়া ছিল বৈচিত্র্যময়।

সমাজব্যবস্থা

অ্যাসেরীয়দের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে অনেক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। সমাজ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল— ১. অভিজাত শ্রেণি, ২. মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ৩. নিম্নবিত্ত শ্রেণি। রাজ পরিবারের সদস্যরা অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ছিল। সামরিকবাদের বিকাশের ফলে সেনা অফিসাররা এ শ্রেণিভুক্ত হয়। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা হতো। সমাজে নামেমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল আর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যবসায়ী, করণিক, সুতার, তাঁতী ও মিস্ত্রি সম্প্রদায়।

দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। দাস-দাসীরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল— ক. ভূমিদাস (সার্ফ) ও খ. ক্রীতদাস। ভূমিদাস ভূমি চাষ করে অধিকাংশ ফসল ভূ-স্বামীর হাতে তুলে দিত। তাদের ভূমিতে কাজ করা ছাড়াও সরকারি প্রয়োজনে বেগার খাটুনি, বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হতো। ক্রীতদাস ছিল দু'ধরনের— ক. গৃহ কর্মে নিযুক্ত ক্রীতদাস ও খ. বাইরের কাজে নিয়োজিত ক্রীতদাস। বাইরের কাজে নিয়োজিত ক্রীতদাসরা ছিল যুদ্ধে পরাজিত দাস। সমাজে নারীর অবস্থান পূর্ববর্তী ব্যাবিলনীয় সমাজে নারীর অবস্থানের চেয়ে খারাপ ছিল।

অর্থনীতি

কৃষি : অ্যাসেরীয় অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। ধনী অ্যাসেরীয়দেরও অনেকে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তত্ত্বীয়ভাবে সমস্ত জমি রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। মন্দিরগুলো রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির বিরাট অংশ দখল করে ছিল। এরপর সামরিক এলিটদের হাতে ছিল প্রচুর জমি। রাজা বড় কোনো কৃতিত্বের পুরস্কার দিতেন জমি দান করে। এছাড়া সৈনিকদের জায়গীর হিসেবে জমি দেয়া হতো। কৃষকরা তিনভাগের এক ভাগ ফসল কর হিসেবে প্রদান করতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : অ্যাসেরীয় সরকারি দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, আরামাইনরা অ্যাসেরীয় সাম্রাজ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগই প্রাধান্য বিস্তার করতো। রূপার অর্ধ শেকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল। আমদানি-রপ্তানি উভয় বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

আইন সংকলন

অসুর নগরীতে ৯০টি ধারাসহ একটি আইনের সংকলন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সংকলনের অনুশাসন থেকে পারিবারিক, বিবাহ, সম্পত্তি, ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এদের আইন ছিল প্রতিশোধমূলক এবং এ আইনে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। অ্যাসেরীয় সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল কম। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। তারাই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মেয়েদের জন্য অবরোধ প্রথা চালু করে। অ্যাসেরীয় আইনে নৃশংসতা বেশি ছিল, যেমন— চাবুক মারা, কান-নাক কেটে ফেলা, জিভ কেটে ফেলা, চোখ তুলে ফেলা, মাথা কেটে ফেলা প্রভৃতি। আগুন ও পানিতে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা ছিল অন্যতম কঠোর শাস্তি।

ধর্ম

ধর্মীয় ক্ষেত্রে অ্যাসেরীয়রা ব্যাবিলনীয়দের অনুসরণ করত। অ্যাসেরীয়রা বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাস ও তাদের পূজা করতো। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল 'আসুর'। এরপর ছিল ইশতার-এর স্থান। প্রধান ও জাতীয় দেবতা 'আসুর' ছিলেন তত্ত্বীয়ভাবে সাম্রাজ্যের প্রধান এবং রাজা ছিলেন তার নিজস্ব প্রতিনিধি। দেবতা আসুরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অধিকাংশ পরিচালনা করতেন।

বিজ্ঞান

বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অ্যাসেরীয়রা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করে। তারা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করে। ভূপৃষ্ঠকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের মত ভাগ করে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিও সম্ভবত তারা আবিষ্কার করে। তারা পাঁচটি গ্রহের আবিষ্কার করে এগুলোর নামকরণ করেছিলেন।

অ্যাসেরীয়রা প্রথম দিকে ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্ম লিপি ব্যবহার করলেও তাতে তারা নতুন ২০০ চিহ্ন সংযোজন করেন। তারা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি, ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য 'গিলগামেশ'র অ্যাসেরীয় সংস্করণ প্রকাশ করে।

শিল্পকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

অ্যাসেরীয় স্থাপত্য শিল্প ও শিল্পকলা পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো থেকে অগ্রসর ছিল। অ্যাসেরীয় শিল্পকলায় সামরিকবাদের প্রভাব থাকায় বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ, বিজয় কাহিনী, নৃশংসতা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া তাদের শিল্পকলায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও স্থান পেয়েছে।

পাথর কেটে অ্যাসেরীয়রা বিভিন্ন ভাস্কর্য নির্মাণ করত। রাজা অসুরবানিপাল ১১৩ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তার প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন। পাথর ছাড়াও তারা ধাতুর ভাস্কর্য নির্মাণ করত। এছাড়া প্রাসাদ এবং বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গায় দেয়াল কেটে ছবি তৈরি করা হতো, যাকে 'রিলিফ' বলা হত। এতে যুদ্ধাভিযান, শিকার, বিজয়োল্লাস ইত্যাদি প্রাধান্য পেত।

অ্যাসেরীয়রা সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করত। সম্রাট দ্বিতীয় সারগন তার রাজধানী কলখ ও খোরশাবাদে সুন্দর প্রাসাদ গড়ে তোলেন। খোরশাবাদ নগরীটি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক মাইল বর্গাকার দুর্গ। এখানে ছিল প্রাসাদ, সিংহাসন কক্ষ ও রাজকীয় মন্দির। নগরীটি একটি কৃত্রিম পাহাড়ে নির্মিত ছিল। রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার পাহারা দেয়ার জন্য বিশাল আকৃতির মানুষের মাথাযুক্ত ও দুই পাখাবিশিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এটি ছিল মূর্তি স্থাপত্যে নতুন সংযোজন।

এশিয়ার প্রথম গ্রন্থাগার

অ্যাসেরীয় সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত নিনেভের গ্রন্থাগারকে বলা হয় এশিয়ার প্রথম গ্রন্থাগার। এখানে ২২,০০০-এর বেশি মাটির চাকতির বই ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছিল রাজকীয় চিঠি, ব্যবসায়িক কাগজপত্র, যুদ্ধের বর্ণনা প্রভৃতি।

সামরিক জাতি অ্যাসেরীয়

ইতিহাসে অ্যাসেরীয়রা সামরিক জাতি হিসেবে পরিচিত। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে লোহার তরবারি, শিরস্ত্রাণ, ফলা, বর্শা, ভারি তীর-ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করত। তাদের সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল— হালকা পদাতিক, ভারী পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথবাহিনী। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে অ্যাসেরীয়রা শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। চারটি বাহিনী ছাড়াও তাদের সামরিক প্রকৌশলী বাহিনী ছিল। পাশাপাশি তারা দুর্গ রক্ষার জন্য গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে অ্যাসেরীয়রাই প্রথম লোহার অস্ত্র সজ্জিত বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে, যার ফলে তারা সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা লাভ করেছিল। চাকার ওপর স্থাপিত পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র ছিল অ্যাসেরীয়দের নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্র। পাশাপাশি তারা প্রথম দুর্গের দেয়াল ভাঙার যন্ত্র আবিষ্কার করে, যাকে বলা চলে 'প্রাচীন ট্যাংক'।

অ্যাসেরীয়রা শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থা চালু করেছিল। তারা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গুপ্ত রাস্তা তৈরি করতো। গোয়েন্দারা নগর ও প্রদেশ থেকে তথ্য নিয়ে রাজাকে সামরিক পরিস্থিতির খবর দিত এবং সম্ভাব্য নতুন অভিযান চালানোর জায়গাগুলো সম্পর্কে তথ্য জানাত।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৮১৩ অব্দে অ্যাসেরীয় সভ্যতার যাত্রা শুরু হলেও বিভিন্ন সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে তা খণ্ডিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮২৪ অব্দে ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণে প্রথম অ্যাসেরীয় রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে। এরপর থেকেই অ্যাসেরীয়রা কখনো স্বাধীন, কখনো পরাধীন ছিল। অ্যাসেরীয় সাম্রাজ্যের মধ্য রাজবংশের রাজত্ব শুরু হয় অসুর-উবল্লিত (১৩৬২-১৩২৭ খ্রিষ্টপূর্ব)-এর সময়কাল থেকে এবং নব্য অ্যাসেরীয় রাজত্বকাল শুরু হয় ৯১১ খ্রিষ্টপূর্বে আদদনিরনির সময়কালে। ফলে একেক সময় অ্যাসেরিয়ার রাজধানী একেক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এভাবেই সভ্যতাটি ৬২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

অ্যাসেরীয় সভ্যতার অন্যতম বিখ্যাত রাজা অসুরবানিপাল (৬৬৮-৬২৬ খ্রিষ্টপূর্ব)

boighar.com

ভিন্ন খবর

বিচিত্র এ পৃথিবীতে কত অদ্ভুত কাণ্ডই না ঘটে। অনেক ঘটনার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কিছু ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন

মুখমণ্ডলবিহীন মাছ

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় গভীর সামুদ্রিক অঞ্চলে গবেষকরা মুখমণ্ডলবিহীন

এমন একটি মাছের সন্ধান পান, যার দৃশ্যমান কোনো নাক, মুখ কিংবা চোখ নেই। অর্থাৎ, মাছটির কোনো দৃশ্যমান মুখমণ্ডল নেই। মাছটির চোখ, নাক থাকলেও হঠাৎ দেখা যায় না। মুখ শরীরের আড়ালে। তাসমানিয়া ও কোরাল সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ৪ কিলোমিটার গভীরে এ মাছের বাস। মাছটির দৈর্ঘ্য মাত্র ৫০ সেমি।

অ্যান্টার্কটিকার 'রক্তপ্রপাতের' রহস্যোন্মোচন

অ্যান্টার্কটিকার রহস্যে ভরা 'ব্লাড ফলস' বা রক্তপ্রপাতের রহস্য উদঘাটন করার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, ঐটা আসলে একটা জলপ্রপাত। তবে এ প্রবাহের রঙ কেন রক্তের মতো লাল, সেটা নিয়েই রয়েছে যত কৌতূহল। তাছাড়া অ্যান্টার্কটিকার হাড় হিম করা ঠাণ্ডার মধ্যেও ঐ জলপ্রপাত জমে না গিয়ে কীভাবে এটি তরল থাকে, সেটাও এক রহস্য বটে। এ মহাদেশের ম্যাক মারডো শুষ্ক উপত্যকায় পাঁচতলা সমান উঁচু এ জলপ্রপাতটি ১৯১১ সালে আবিষ্কার করেন অস্ট্রেলিয়ার ভূতত্ত্ববিদ গ্রিফিথ টেলর।

পানির রঙ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এ জলপ্রাপাতের উৎস নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশাই থেকে গিয়েছিল। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা এবং কলোরাডো কলেজের এক দল গবেষক এর উৎসস্থল নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। গবেষকদের দাবি, এ জলপ্রপাতটির মূল উৎস একটি লবণাক্ত পানির হ্রদ, যেটা ৫০ লাখ বছর ধরে টেলর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা পানির রঙ লাল হবার বিষয়ে জানান, লৌহ সমৃদ্ধ হ্রদের পানি ভূপৃষ্ঠের উপরের অক্সিজেনের সংস্পর্শে যখনই আসছে, তখনই সেটা লাল রঙের হয়ে যাচ্ছে।

আছড়ালেও ভাঙবে না ফোন!

অদূর ভবিষ্যতে বাজারে যেসব স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, তা পড়লে কখনোই ভাঙবে না। স্মার্টফোন নির্মাণের ব্যবহারযোগ্য নতুন এক উপাদান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। একে 'জাদুকরী উপাদান' হিসেবে অভিহিত করেছেন তারা। গবেষণায় সফল বেলফাস্টের কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, 'সি-৬০' নামের উপাদানে আস্তর হিসেবে দিয়েছেন গ্রাফেন এবং এইচবিএন। আর এতেই স্মার্টফোনের জন্য বৈপ্লবিক উপাদান তৈরি সম্ভব হয়েছে।

৩৫০০ কেজির টেলিফোন!

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্বের বৃহৎ টেলিফোনের ভিডিও ফুটেজের ক্লিপ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে প্রকাশ করা হয়। বিস্ময় জাগানো টেলিফোনটির উচ্চতা ৮ ফুট ১ ইঞ্চি এবং লম্বা ১৯ ফুট ১১ ইঞ্চি। এটার

ওজন ৩৫০০ কেজি, যা একটি প্রাপ্তবয়স্ক এশিয়ান নারী হাতির ওজনের (২৭০০ কেজি) চেয়েও অনেক বেশি। ৭.১৪ মিটার লম্বা হ্যান্ডসেটের টেলিফোনটি দিয়ে কল করতে হলে উঁচু ক্রেন বেয়ে উঠতে হবে এর ওপরে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ঠিকঠাক নম্বর প্রেস করলেই দৈত্যকায় এ টেলিফোনটি দিয়ে কথা বলা যাবে সব স্থানে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এটি অবশ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিফোনের খেতাব পায় ২০১৩ সালে; কিন্তু টেলিফোনটি জনসমক্ষে আনা হয় এরও অনেক আগে ১৯৮৮ সালে। নেদারল্যান্ডসের কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে এটি তৈরি করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিফোনের বিপরীতে ছোট টেলিফোনও তৈরি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জন পিওতর ক্রক্রতিউজ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ টেলিফোনটি তৈরির কাজ শেষ করেন। এর আয়তন ১.৮ X ০.৩ X ০.৮ ইঞ্চি।

বাটনবিহীন রিমোট কন্ট্রোল

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সিন্ট নিয়ে এসেছে বাটনবিহীন রিমোট কন্ট্রোল। 'ফ্লিপ' নামের এ রিমোট কন্ট্রোল হাতের তালুর মাপের গোলাকার একটি ডিস্ক। এ ডিভাইস ওয়াইফাই সংযোগের মাধ্যমে স্পিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর প্রত্যেকটি অপশন বিশেষ গতিভিত্তিক। অর্থাৎ রিমোটটি আপনি কোন দিকে ঘোরাচ্ছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এর ফাংশন কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে এটির দাম ধরা হয় ৭৯ ডলার।

কৃত্রিম মাতৃগর্ভ!

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শিশু হাসপাতালের (সিএইচওপি) ভ্রূণ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, সম্প্রতি তারা কৃত্রিম মাতৃগর্ভ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বেঁচে যেতে পারে অপরিণত বয়সে জন্ম নেয়া হাজারও সদ্যোজাতের জীবন। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ কৃত্রিম গর্ভাশয় মানব শিশুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে।

১১২টি দেশের জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন যে জন

মালয়েশিয়ার ৩১ বছর বয়সী থিয়ান সি শিয়েন ১১২টি দেশের জাতীয় সংগীত মুখস্থ করেছেন। কেবল মালয় ও ইংরেজি ভাষা জানলেও এতগুলো ভাষার গান তিনি দিব্যি গাইতে পারেন। পেশায় আইনজীবী শিয়েন ২০০২ সালে শখের বশে জাতীয় সংগীত শিখতে শুরু করেন। তারপর একে একে এশিয়া, ইউরোপ এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সব দেশের জাতীয় সংগীত শিখে নেন। শিয়েন দাবি করেন, তিনি প্রায় হুবহু সুরে ১১২টি জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সংগীতও তিনি শিখেছেন, যা কি-না পাঁচটি ভিন্ন ভাষায় গাইতে হয়। ড্যানিশ ও আরবি সুর রপ্ত করতে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবে ফরাসি, স্প্যানিশ ও জার্মান কিছুটা সহজ মনে হয়েছে। একমাত্র অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশেই বাকি আছে, যার কোনো দেশের জাতীয় সংগীত এখনো শেখেননি শিয়েন। আর অ্যান্টার্কটিকায় তো কোনো দেশই নেই।

ঝিনাইদহ জেলায় সংসদীয় আসন ৪টি; আসন নং ৮১-৮৪

BCS all Books Free Download:

MyMahbub.Com

01836672102